ইতিহাস ওয়ার্ক বুক

(ভারতের ইতিহাস)

ভাগ- ১, ২ এবং ৩

দ্বাদশ শ্রেণি

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব

এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ইতিহাস ওয়ার্ক বুক

(ভারতের ইতিহাস)

ভাগ- ১, ২ এবং ৩

দ্বাদশ শ্রেণি

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২১ইং

প্রচ্ছদ ঃ অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস ঃ এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, সিপাহীজলা জেলা।

মূদ্রণ ঃ সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি যারা তৈরি করেছেন

শ্রী রাজীব ভৌমিক, শিক্ষক
শ্রীমতি জয়ীতা বিশ্বাস, শিক্ষক
সোলেমান হোসেন, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
শ্রী সঞ্জীব দেব, শিক্ষক

সূচিপত্র

ভাগ - ১

বিষয়বস্তু এক ঃ- পৃষ্ঠা

ইট, পুঁতি ও অস্থিসমূহ ৭-১৯
হরপ্পা সভ্যতা

বিষয়বস্তু দুই ঃ-

রাজা, কৃষক এবং শহর ২০-২৭
প্রারম্ভিক রাজ্য এবং অর্থনীতি
(৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ)

বিষয়বস্তু তিন ঃ-

সম্পর্ক, বর্ণ এবং শ্রেণি ২৮-৩৮
প্রারম্ভিক সমাজ
(আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ)

বিষয়বস্তু চার ঃ-

চিন্তাবিদ, বিশ্বাস এবং ইমারত সমূহ ৩৯-৪৯
সাংস্কৃতিক বিকাশ
(আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

ভাগ - ২

বিষয়বস্তু পাঁচ ঃ-

পর্যটকদের নজরে ৫০-৫৬
সমাজ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি
(আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু ছয় ঃ-

ভক্তি ও সুফিবাদের ঐতিহ্য ৫৭-৬৮
ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং ভক্তিমূলক গ্রন্থ
(আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু সাত ঃ-

একটি সাম্রাজের রাজধানী বিজয়নগর ৬৯-৭৪
(চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু আট ঃ-

কৃষক, জমিদার এবং রাষ্ট্র ৭৫-৮৩
কৃষি ভিত্তিক সমাজ এবং মোগল সাম্রাজ্য
(আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু নয় ঃ-

সম্রাট এবং তাঁদের ইতিহাস, মোগল দরবার ৮৪-৯৪
(ষোড়শ — সপ্তদশ শতাব্দী)

ভাগ - ৩

বিষয়বস্তু দশ ঃ-

ঔপনিবেশবাদ এবং গ্রামাঞ্চল ৯৫-১০০
সরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু এগার ঃ-

ব্রিটিশ রাজত্ব এবং বিদ্রোহীরা ১০১-১০৮
১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহ এবং এর বিবরণ

বিষয়বস্তু বার ঃ-

ঔপনিবেশিক নগরগুলো ১০৯-১১৫
নগরায়ন, পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য

বিষয়বস্তু তের ঃ-

মহাত্মা গান্ধি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১১৬-১২১
আইন অমান্য এবং তার পরবর্তী ঘটনা

বিষয়বস্তু চৌদ্দ ঃ-

বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশবিভাগ ১২২-১২৯
রাজনৈতিক, স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা

বিষয়বস্তু পনের ঃ-

সংবিধান প্রণয়ন ১৩০-১৪২
এক নতুন যুগের সূচনা

নমুনা প্রশ্ন — ১ ১৪৩-১৪৫
নমুনা প্রশ্ন — ২ ১৪৬-১৪৮
নমুনা প্রশ্ন — ৩ ১৪৯-১৫১

ভাগ - ১

বিষয়বস্তু : এক

ইট, পুঁতি ও অস্থিসমূহ

হরপ্পা সভ্যতা

নম্বর বিভাজন ১×২ = ২
১×৬ = ৬

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- সিন্ধু সভ্যতা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা হরপ্পা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয় বলে একে হরপ্পা সভ্যতা নামে জানা যায়।
- এই সভ্যতার সময়কাল ছিল খ্রী:পূ: 2600 থেকে খ্রি: পূ: 1900 অব্দ পর্যন্ত।
- বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই সভ্যতার ভৌগোলিক সম্প্রসারণ ঘটেছিল ভারতের জম্মু, গান্ধার, উত্তরপ্রদেশের অংশ, গুজরাটের বৃহত্তর এলাকা সহ পাশ্ববর্তী পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান।
- দয়ারাম সাহনী ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 1921 ও 1922 সালে খননকার্যের মাধ্যমে এর আবিষ্কার করেন।
- প্রাচীন হরপ্পায় নানামৃৎপাত্র, কৃষিকাজ ও পশুপালনের নিদর্শন দেখা যায়। গবাদি পশু যেমন— মেষ, ছাগল, মহিষ, শূকর পালনের চিহ্ন ও দেখা যায়। গব, যব মটরকলাই, মসুর, তিল খাদ্যশস্য হিসাবে ব্যবহৃত হত।
- হরপ্পা উন্নতমানের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল, নগর দুইভাগে বিভক্ত ছিল। উচুঁ অংশ ও নিম্ন বাড়ীঘরগুলো পোড়া ইটের তৈরী করা হত।
- বাড়ীঘরের নোংরা জল ফেলার জন্য নদর্মার ব্যবস্থা ছিল।
- প্রতিটি গৃহের নিজস্ব ইট বাঁধানো স্নানাগার থাকত, বহুবাড়িতে কূপও থাকত।
- হরপ্পায় স্বর্ণ, পিতল, ব্রোঞ্জ ও বিভিন্ন পাথর যেমন-কার্নেলিয়া জেসপার, স্ফটিক, স্টিয়েটাইট ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। এছাড়াও ঝিনুক, চীনামাটি ও পোড়ামাটিরও ব্যাপক ব্যবহার হতো।

তোমরা এই বইটিতে তারিখ সম্পর্কিত কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবে।
বিপি — বর্তমানের পূর্বের সময়
বিসিই — খ্রিস্ট পূর্ব
সিই — খ্রিস্টাব্দ
সি — শব্দটি ল্যাটিন শব্দ সিরকা থেকে এসেছে যার অর্থ হল আনুমানিক।

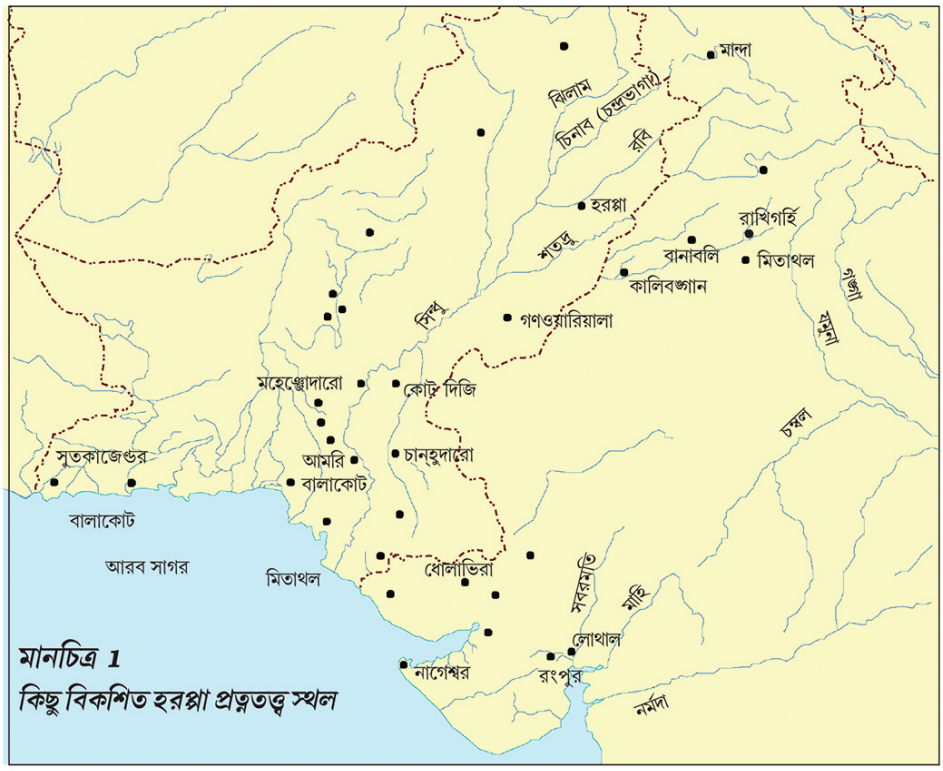

মানচিত্র 1
কিছু বিকশিত হরপ্পা প্রত্নতত্ত্ব স্থল

- দূরবর্তী স্থানের বা দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিলমোহর ও মুদ্রাঙ্কন ব্যবহার করা হতো।
- দূরবর্তী অঞ্চল যেমন– মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগের কথা জানা যায়। হরপ্পার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য।
- মৃত্যুর পর মানুষের সমাধি দেওয়ার প্রথা বলবৎ ছিল হরপ্পা সভ্যতায়। (মৃত ব্যক্তির দেহকে সমাধিস্ত করার সময় উত্তর থেকে দক্ষিণে শায়িত করা হত।)
- আনুমানিক 1800 খ্রি: পূ: এই সভ্যতার পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর পরিবর্তন, অরণ্যের বিকাশ, নদীসমূহের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি এই সভ্যতার ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাড়ায়।

সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান- ১

১। ভারতের প্রথম নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল —

ক) মেহেরগড় সভ্যতা খ) **সিন্ধু সভ্যতা**

গ) কোটদিজি সভ্যতা ঘ) হেলমান্দ সভ্যতা

২। হরপ্পা সভ্যতায় শহরের উঁচু এলাকাকে বলা হতো —

ক) **সিটাডেল** খ) টেল

গ) অ্যাগোরা ঘ) অ্যাক্রোপলিস

৩। হরপ্পা সভ্যতায় কোন ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় না —

ক) সোনা খ) তামা

গ) ব্রোঞ্জ ঘ) **লোহা**

নিজে করো: মান - ১

১। সিন্ধু সভ্যতার সিলগুলোর আকার ছিল—

ক) গোলাকার খ) আয়তাকার

গ) বর্গাকার ঘ) ত্রিভুজাকার

২। মহেঞ্জোদারোর একটি সিলমোহরে তিনটি শৃঙ্গবিশিষ্ট এক যোগীমূর্তি খোদিত রয়েছে —

ক) পুশপতি শিব খ) প্রজাপতি দক্ষ

গ) পালকপতি নারায়ণ ঘ) পুরোহিত রাজা

৩। কোন বেদকে প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় —

ক) ঋগ্বেদ খ) সামবেদ

গ) যজুর্বেদ ঘ) অথর্ববেদ

৪। ভারতীয় আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে-এর প্রথম অধিকর্তা ছিলেন—

ক) দয়ারাম সাহনী

খ) রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়

গ) আলেকজেন্ডার ক্যানিংহাম

ঘ) আর্নেস্ট ম্যাকে

৫। হরপ্পা সভ্যতায় বিখ্যাত স্নানাগারটি কোথায় অবস্থিত?

ক) হরপ্পায় খ) মহেঞ্জোদারো

গ) লোথালে ঘ) কালিবঙ্গানে

৬। হরপ্পা সভ্যতায় ———— এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক লেনদেন চলত।

ক) মুদ্রা খ) কড়ি

গ) বিনিময় প্রথা ঘ) সোনা

৭। হরপ্পা সভ্যতার শস্যাগারটি কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে?

ক) হরপ্পায় খ) মহেঞ্জোদারো

গ) লোথালে ঘ) কালিবঙ্গানে

৮। কোন সমাজে পুরোহিত রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

ক) হরপ্পায় খ) মহেঞ্জোদারো

গ) ধোলাভিরা ঘ) সিন্ধু

৯। লোথাল কোন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল?

ক) ভোগাবর নদী খ) শতদ্রু নদী

গ) ইরাবতী নদী ঘ) ঘাঘর নদী

১০। কোন পশুকে সিন্ধুবাসীরা পোষ মানাতে পারে নি?

ক) উট খ) হাঁস

গ) ছাগল ঘ) ঘোড়া

একটি পুর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) হরপ্পা সংস্কৃতির সময়কাল কি ছিল?

উত্তর: খ্রি: পূ 2600 থেকে 1900 খ্রিঃ পূঃ।

খ) হরপ্পা সভ্যতায় কি কি ধরণের শস্য ব্যবহার করা হত?

উত্তর: গম, যব, জোয়ার, বাজরা, মটরকলাই, মসুর ও তিল ইত্যাদি।

গ) ভারতীয় আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে-এর প্রথম অধিকর্তা কে ছিলেন?

উত্তর: আলেকজেন্ডার ক্যানিংহাম

নিজে করো: মান - ১

১। সিন্ধুসভ্যতায় বসতিগুলি কয়ভাগে বিভক্ত ছিল ও কি কি?

উত্তর: হরপ্রা সভ্যতায় বসতিগুলো দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা– সিটাডেল অথবা উচ্চ শহর এবং নিম্ন শহর।

২। হরপ্পা সভ্যতায় কি কি ধরনের ধাতু ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: হরপ্পা সভ্যতায়— স্বর্ণ, পিতল, ব্রোঞ্জ ও তামা এর ব্যবহার করা হতো।

৩। কোন ধাতুর ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া যায় না?

উত্তর: লোহা।

৪। স্টিয়াটাইট কী?

উত্তর:.....

৫। ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ কোনটি?

উত্তর:.....

৬। 'The Story of Indian Archaeology' কে রচনা করেন?

উত্তর:.....

৭। মহেঞ্জোদারো ও কালিবঙ্গান শব্দের অর্থ কী?

উত্তর:.....

৮। সিন্ধুসভ্যতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীর নাম লেখো।

উত্তর:.....

৯। সিন্ধুবাসীরা সিন্ধম কাকে বলত ?

উত্তর:.....

১০। মেসোপটেমিয় মানুষের কাছে ভারত কি নামে পরিচিত ছিল?

উত্তর:.....

১১। হরপ্পা সভ্যতার সবচেয়ে ছোট নগরীর নাম লিখো?

উত্তর:.....

১২। হরপ্পা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর:.....

উৎস ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ মান - ৬

১। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

খাদ্য প্রক্রিয়ার জন্য চূর্ণ করার যন্ত্রের পাশাপাশি মিশ্রণ ও রন্ধনের জন্যও কিছু পাত্রের প্রয়োজন ছিল। এই সকল পাত্র প্রস্তর, ধাতু ও টেরাকোটার দ্বারা নির্মিত হতো। হরপ্পা সংস্কৃতির বিখ্যাত স্থান মহেঞ্জোদারোর খননকার্য সম্পর্কিত প্রারম্ভিক বিবরণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো।

প্রচুর সংখ্যায় জাঁতাকল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সম্ভবত এটি একমাত্র মাধ্যম ছিল যার দ্বারা খাদ্যশস্য চূর্ণ করা হত। সাধারণত জাঁতাকলগুলো অমসৃণভাবে শক্ত কঙ্করযুক্ত বালুকাময় আগ্নেয়শিলা বা বালিপাথর দ্বারা নির্মিত হয় এবং অধিকাংশই অতিরিক্ত ব্যবহারের চিহ্ন বহন করে। এদের ভিত সাধারণত উত্তল সম্ভবত এই কারণে যে, তাদের দোলন রোধ করার জন্য তাদের অবশ্যই ভূমি বা কাদার উপর স্থাপন করা হতো। আবিস্কৃত জাঁতাকলগুলো দুধরনের — এক ধরনের ছিল যেগুলোর উপর আরও একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড চাপানো হতো এবং এটিকে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরকে নোড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যার ফলে ক্রমে নিম্নতর পাথরটিতে একটি বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়। প্রথম ধরনের জাঁতাকলগুলো সম্ভবত শুধুমাত্র খাদ্যশস্য চূর্ণ

করার জন্য ব্যবহার করা হত। দ্বিতীয় ধরণটি সম্ভবত শুধুমাত্র রান্নার জন্য মশলাপাতি, ভেষজ চূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করা হতো। শেষোক্ত প্রস্তরখণ্ডগুলোর নামকরণ করেছিল 'ব্যঞ্জন পাথর' (Curry stones)। আমাদের পাচক জাদুঘর হতে ওই জাতীয় একটি প্রস্তরখণ্ড পাকশালায় ব্যবহার করার জন্য ধার হিসেবে চেয়েছিল।

অর্নেস্ট ম্যাকে-এর Further Excavations at Mohenjodaro, 1937 হতে গৃহীত। (সূত্র-১, পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪)

১। মিশ্রণ ও রন্ধনের পাত্রগুলো কী দিয়ে তৈরি ছিল?

২। কী পদার্থ দিয়ে জাঁতাকলগুলো তৈরি ছিল?

৩। শস্য পেষণের জন্য জাঁতাকলগুলো কী ধরনের ছিল?

৪। 'ব্যঞ্জন পাথর' কাকে বলে ? ১+১+২ + ২ = ৬

উত্তর : ১। মিশ্রণ ও রন্ধনের পাত্রগুলো প্রস্তর, ধাতু ও টেরাকোটার দ্বারা নির্মিত ছিল।

২। জাঁতাকলগুলো অমসৃণভাবে শক্ত কাঁকড়যুক্ত বালুকাময় আগ্নেয়শিলা বা বালিপাথর দ্বারা নির্মিত ছিল।

৩। শস্য পেষণের জন্য জাঁতাকলগুলো দুধরণের ছিল। এক ধরনের ছিল, যেগুলোর ওপর আরও একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড চাপানো হত এবং এটিকে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরকে নোড়া হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যারফলে নীচের পাথরটিতে একটি বড়ো গর্তের সৃষ্টি হতো।

৪। রান্না করার জন্য মশলাপাতি ও ভেষজ চূর্ণ করার কাজে যে পাথরগুলো ব্যবহার করা হতো, সেই পাথরগুলোকে 'ব্যঞ্জন পাথর' বলা হত।

২। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পয়:প্রণালী সম্পর্কে ম্যাকে লিখেছেন এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চিতভাবে এটি সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ একটি প্রাচীন ব্যবস্থা। প্রতিটি গৃহ রাস্তার পয়:প্রণালীর সাথে সংযুক্ত ছিল। মূল খালগুলো কংক্রিটের ইটের গাঁথনি দিয়ে নির্মিত এবং আল্‌গা ইটে আচ্ছাদিত, যা পরিষ্কার করার জন্য সরানো যেত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকনা হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হত। গৃহের পয়:প্রণালীসমূহ প্রথমে একটি নিষ্কাশন কূপ বা আচ্ছাদিত গর্তে ফেলা হত। সেখানে বর্জ্য পদার্থ থিতিয়ে যেত এবং বর্জ্য জল রাস্তার নালীতে প্রবাহিত হয়ে যেত। সুদীর্ঘ পয়:প্রণালীতে কিছু স্থান অন্তর অন্তর পরিষ্কার করার জন্য নিষ্কাশন কূপও ছিল। এটি পুরাকীর্তির একটি আশ্চর্য নিদর্শন যেখানে পয়:প্রণালীর পাশে পাশে ছোটো ছোটো পদার্থের স্তূপ ছিল, যার বেশিরভাগই বালুকাময়, যেটি প্রমাণ করে যখন পরিষ্কার করা হত আবর্জনার স্তূপ তখনই অপসারণ করা হত না।

আর্নেস্ট ম্যাকে, Early Indus Civilisation, 1948 পয়:প্রণালী শুধুমাত্র বৃহৎ নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছোটো ছোটো বসতিতেও ছিল। উদাহরণস্বরূপ লোথালে গৃহাদি কাঁচা ইটে নির্মিত হলেও পয়:প্রণালী ছিল পোড়ামাটির ইটের।

প্রশ্ন :

১। পয়:প্রণালী সম্পর্কে ম্যাকের অভিমত কী ছিল?

২। মুখ্য খালগুলো কীভাবে খনন করা হয়েছে?

৩। ঘরের পয়:প্রণালী প্রথমে আচ্ছাদিত গর্তে ফেলা হত কেন?

৪। ঢাকা খাল এর কী কী সুবিধা ছিল? ১ + ২ + ২ + ১

৩। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মৃত মানবের গলিপথ বা ডেড্‌ম্যানস্ লেন হচ্ছে একটি সংকীর্ণ পথ যা ৩ হতে ৬ ফুট চওড়া, যেখানে পথটি পশ্চিম প্রান্তে ঘুরে গেছে সেখানে ৪ ফুট ২ ইঞ্চি গভীরে করোটির অংশ, বক্ষের অস্থিসমূহ এবং একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ঊর্ধ্ববাহুর অংশ অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থায় আবিস্কৃত হয়েছে। মৃতদেহটি চিৎ হয়ে আড়াআড়িভাবে পথটিতে শায়িত ছিল। এর ১৫ ইঞ্চি দূরত্বে

ছোট্ট করোটির অংশবিশেষ ছিল। এই দেহাবশেষগুলোর জন্যই এই পথটির ঐ নামাকরণ করা হয়েছে।

১৯৩১ জন মার্শালের মহেঞ্জোদারো এবং সিন্ধুসভ্যতা পুস্তক হতে গৃহীত।

১৯২৫ সালে ওই একই স্থান হতে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় ১৬টি নরকঙ্কাল আবিস্কৃত হয়।

অনেক পরে এ. এস. আই.-এর সর্বাধ্যক্ষ আর. ই. এম. হুইলার এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সাথে উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগবেদের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস করেন। তিনি লিখেছেন-ঋগ্বেদে পুরু কথাটির উল্লেখ রয়েছে, যার অর্থ কেল্লা, দুর্গ অথবা দুর্ভেদ্য স্থান। আর্যদের যুদ্ধ দেবতা ইন্দ্রকে বলা হয়েছে পুরন্দর অর্থাৎ দুর্গ ধ্বংসকারী। কোথায় আছে- কোথায় ছিল এই দুর্গসমূহ? অতীতে মনে করা হতো এগুলো কোনো পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু সম্প্রতি হরপ্পার খননকার্য সমস্ত চিত্রটি পাল্টে দিয়েছে। এখানে আমরা একটি উন্নত মানের অনার্য ধরনের সভ্যতার সন্ধান পাই, যেটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করতো। এই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাটি কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল? জলবায়ু, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় একে দুর্বল করতে পারে, তবে এর চূড়ান্ত বিলুপ্তি সম্ভবত সুচিন্তিত এবং বৃহৎ আকারে ধ্বংসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। নিছক এটা মনে করার কোনো সম্ভাবনা নেই যে, মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্যায়ে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আনুষঙ্গিক প্রমাণাদিতে ইন্দ্রকেই অভিযুক্ত মানা হয়। আর. ই. এম. হুইলার এর হরপ্পা ১৯৪৬ 'প্রাচীন ভারতে ১৯৪৭ হতে গৃহীত।'

প্রশ্ন :

১। মৃত মানবের গলিপথ বলতে কী বুঝ?

২। হরপ্পা সভ্যতার পতনে বৈদেশিক আক্রমণের তথ্যটি কী?

৩। 'পুরু' কথাটির অর্থ কী?

৪। হরপ্পা সভ্যতার পতনে কোন্ বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ২ + ২ + ১ + ১

নিম্নলিখিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ১২০টি শব্দের মধ্যে লিখ: **প্রশ্নের মান - ৬**

১। হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার বর্ণনা দাও। **৬×১ = ৬**

উত্তর: হরপ্পা সভ্যতা একটি নগরকেন্দ্রিক পরিকল্পনা, এই সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা হিসাবেও আখ্যায়িত করা হত। সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত বলে একে সিন্ধু সভ্যতা নামে জানা যায়। এই সভ্যতার সময়কাল ছিল খ্রি.পূ. 2600 থেকে খ্রি. পূ. 1900 অব্দ। এই সভ্যতা নদী মাতৃক সভ্যতা। হরপ্পা সভ্যতার সবথেকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল নগরকেন্দ্রের বিকাশ।

নগর পরিকল্পনা: নগরটি দুটি কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল। যথাক্রমে উচুঁ অংশ ও নিম্ন অংশ। উঁচু অংশে ছিল দুর্গ ও নিম্ন অংশে থাকত সাধারণ ঘরবাড়ি, দুর্গগুলো ছিল প্রাচীরে ঘেরা, ঘরবাড়িগুলো পোড়া ইটের তৈরী থাকত। নিম্নে অংশের বাড়িঘরগুলোও প্রাচীর বেষ্টিত থাকত। পোড়া ইটগুলি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকত। এগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উচ্চতার চারগুণ ও দ্বিগুণ ছিল।

নদর্মা নির্মাণ: হরপ্পা নগরের সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পয়:প্রণালী। প্রত্যেকটা বাড়ী থেকে পয়:প্রনালী থাকত। পথ নির্মাণের সাথে নদর্মা নির্মিত হত ও তার পাশে থাকত বাড়ীঘর। বাড়ীর নোংরা জলগুলি নর্দমায় বাহিত হত।

গৃহের স্থাপত্য: মহেঞ্জোদারোর নিম্নঅংশের গৃহে মাঝখানে উঠান থাকত। প্রথমতলায় জানালা থাকত না। প্রতি গৃহে ইট বাঁধানো স্নানঘর থাকত। প্রতিগৃহে কূপ থাকত।

স্নানাগার: দূর্গগুলি সবার জন্য ব্যবহার হত। গুদামঘরগুলি ইট দ্বারা নির্মিত থাকত। দূর্গে থাকত স্নানাগার। স্থানাগারের চারপাশে থাকত বারান্দা আর তাকে ঘিরে থাকত একটি বিশাল আয়তক্ষেত্রকার জলাধার। দুই দিকে সিঁড়ি দিয়ে নামা যেত জলাধারে। প্রত্যেক স্নানাগার পয়ঃপ্রণালী সাথে যুক্ত থাকত। যার সংযোগগুলো নর্দমা বরাবর থাকত। এই স্নানাগারগুলোকে বিশেষ আনুষ্ঠানিক স্নানের জন্য ব্যবহার করা হতো। এইভাবে নানাহ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা করা হত। হরপ্পা সভ্যতা ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ নগর পরিকল্পনা হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে।

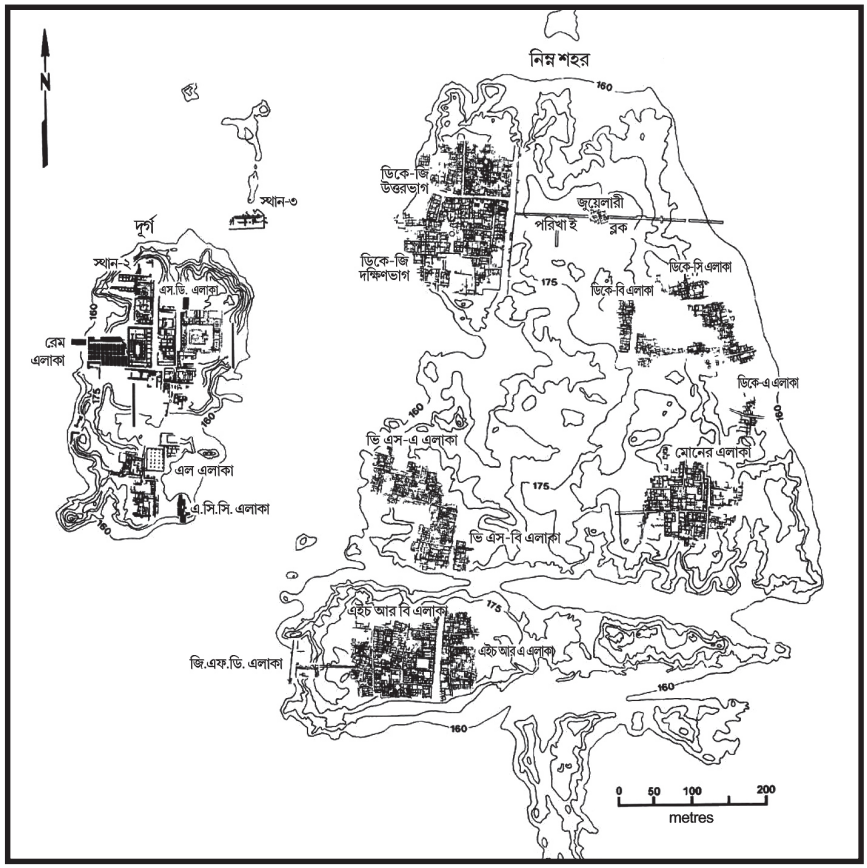

নিজে করো:

সম্ভাব্য ৬ নম্বরের প্রশ্ন: (১২০টি শব্দের মধ্যে লিখো) **(৬)**

২। মহেঞ্জোদারো সভ্যতার স্নানাগারের বর্ণনা দাও।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় জীবনযাপন সম্পর্কে আলোচনা করো। (৬)

উত্তর:

৪। 'সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংশপ্রাপ্তের বা পতনের কারণগুলি আলোচনা করো। (৬)

উত্তর:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে লেখো। (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। বিশ্বের সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আলোচনা করো। (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। তুমি কি মনে করো হরপ্পা সভ্যতায় শাসকদের ভূমিকা কেমন ছিল? তোমার নিজের ভাষায় লেখো। (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করো। (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৯। সিন্ধু সভ্যতার আবিস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখো। (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : দুই

রাজা, কৃষক এবং শহর

প্রারম্ভিক রাজ্য এবং অর্থনীতি

(৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ)

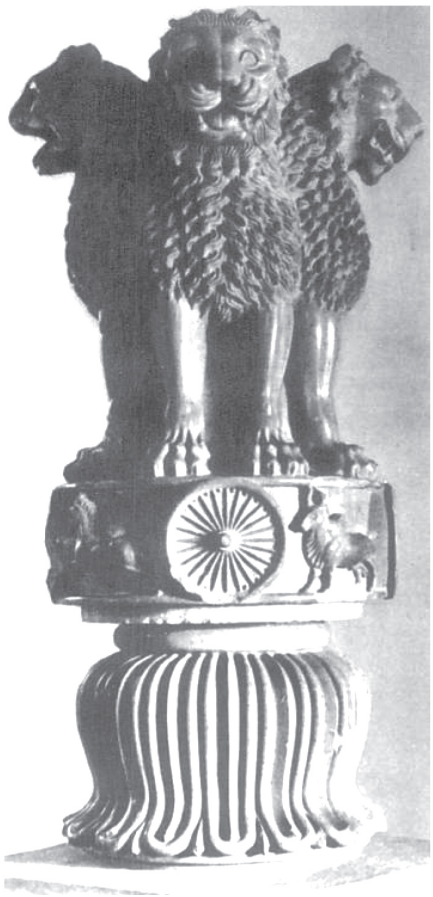

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

নম্বর বিভাজন
১ × ৩ = ৩
৩ × ১ = ৩

- খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।
- বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবস্তু ও জৈনভগবতী সূত্র থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে ভারতবর্ষ একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল না। তা ছিল ষোলটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এদের এক একটিকে বলা হত মহাজনপদ। কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, চেদী ইত্যাদি রাজ্যগুলো উল্লেখযোগ্য।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এবং চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শ মহাজনপদের রাজ্যগুলোর মধ্যে মগধ সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

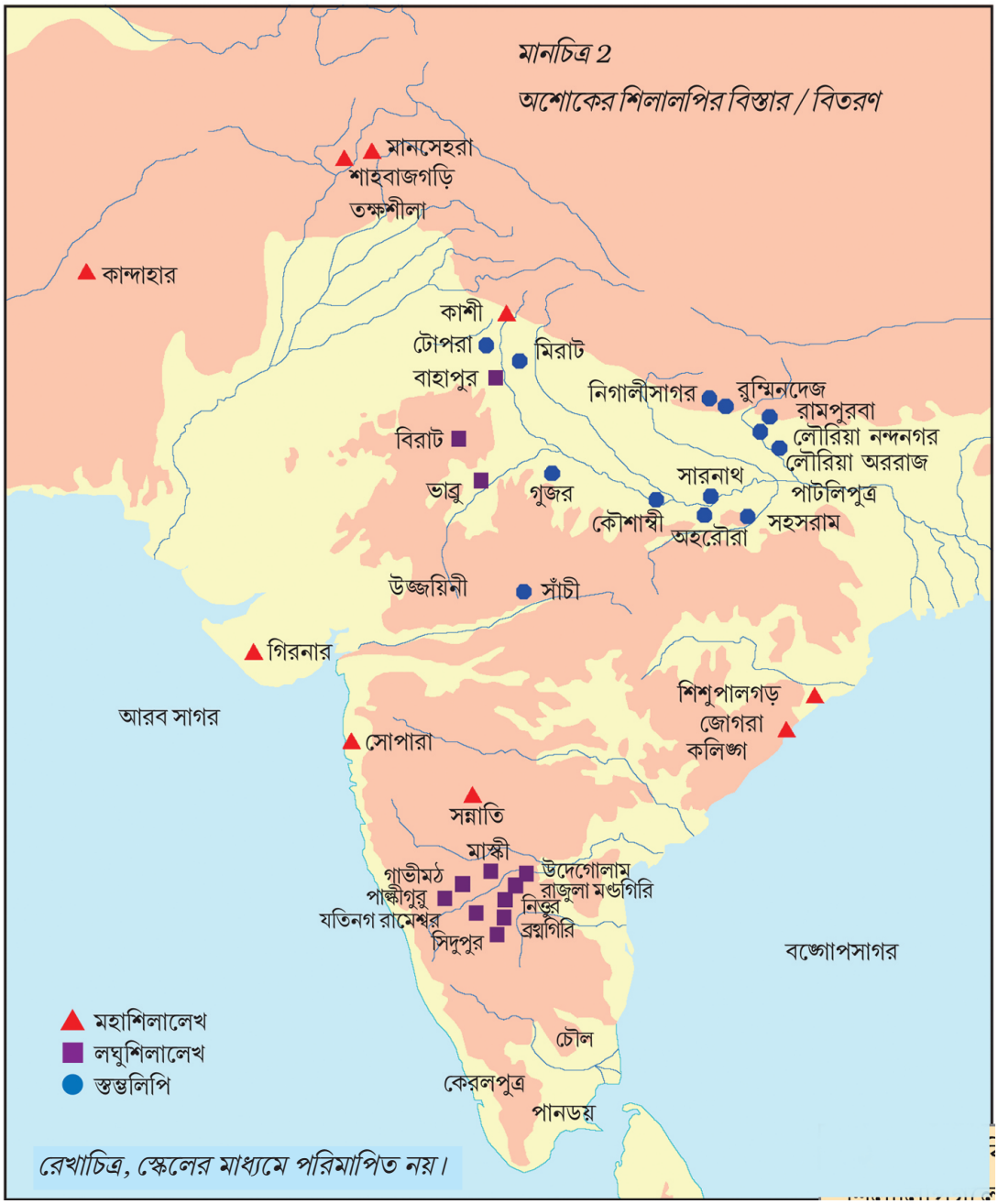

- সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তার খোদিত শিলালিপিগুলো বর্তমানকালে ঐ সময়ের ইতিহাসের ধারক ও বাহক। 1838 সালে জেমস প্রিন্সেপ তার পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করেন।
- মৌর্য সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রে বিভক্ত ছিল। একটি মূলকমিটি ও ৬টি উপকমিটির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা হতো।
- রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তার অবস্থান বংশগত হতেও পারে বা নাও হতে পারে।
- দক্ষিণভারতের শাসকরা এই সময়ে সমৃদ্ধ ছিল। উচ্চাসন লাভের জন্য দেবদেবীর আশ্রয়প্রাপ্ত হতেন রাজারা।
- উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হত। বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে ভূমিদানের প্রচলন ছিল।
- খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণরাজারা প্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন। লেনদেনের ক্ষেত্রের মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

১। অশোকের শিলালিপি লিখিত হয় —

ক) ব্রাহ্মী ভাষায় **খ) প্রাকৃত ভাষায়** গ) হিন্দী ভাষায় ঘ) সংস্কৃত ভাষায়

২। 'অমিত্রাঘাত' উপাধি ধারন করেন

ক) চন্দ্রগুপ্ত খ) মহেন্দ্র **গ) বিন্দুসার** ঘ) অশোক

৩। 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য' সিংহাসন বসেন —

ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে খ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে

গ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে **ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে**

নিজে করো: মান - ১

৪। পাটলীপুত্রের বর্তমান নাম —

ক) গয়া খ) মগধ গ) পাটনা ঘ) পাটলিগ্রাম

৫। মৌর্য বংশের শেষ শাসক ছিলেন —

ক) মহেন্দ্র খ) ধননন্দ গ) বৃহদ্রথ ঘ) অজাতশত্রু

৬। এলাহবাদ প্রশস্তি রচনা করেন—

ক)বানভট্ট খ) রবিকীর্তি গ) হরিষেণ ঘ) কালিদাস

৭। কোন বংশকে উচ্ছেদ করে মৌযবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —

ক) নন্দ বংশ খ) পাল বংশ গ) কুষাণ বংশ ঘ) সেন বংশ

৮। কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা—

ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) প্রথম কদ্‌ফিসেস

গ) কুজুল কদ্‌ফিসেস ঘ) ধননন্দ

৯। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে কোন্ দূতকে পাঠিয়েছিলেন—

ক) ফা হিয়েন খ) আল-বিরুণী গ) মেগাস্থিনিস্ ঘ) ধননন্দ

১০। ভারতের ইতিহাসে কে 'চন্ডাশোক' নামে পরিচিত—

ক) বিক্রমাদিত্য খ) অজাতশত্রু গ) অশোক ঘ) হর্ষবর্ধন

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- মান - ১

১। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি কে পাঠোদ্ধার করেন?

উত্তর: জেমস প্রিন্সেপ।

২। পিয়দস্সি শব্দের অর্থ কী? কোন রাজাকে পিয়াদস্সি নামে অভিহিত করা হয়?

উত্তর: পিয়দস্সি শব্দের অর্থ হল দেখতে সুন্দর। সম্রাট অশোককে পিয়দস্সি নামে অভিহিত করা হত।

৩। শিলালিপি লেখনে কোন দুটি প্রাচীন লেখের ব্যবহার করা হত?

উত্তর: ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি।

নিজে করো: মান- ১

৪। মহাজনপদ কাকে বলে?

উত্তর: জনপদ কথার অর্থ হল রাজ্য বা লোকালয় । মহাজনপদ মানে বৃহৎ রাজ্য। প্রাচীনভারতে ১৬টি বৃহৎ রাজ্য ছিল, এদেরকে একেকটিকে মহাজনপদ বলা হয়।

৫। 'রাজস' কাকে বলা হতো?

উত্তর:.....

৬। এপিগ্রাফি কাকে বলে?

উত্তর:.....

৭। অলিগার্চি কাকে বলে?

উত্তর:.....

৮। ষোড়শ মহাজনপদের ইতিহাস জানার অন্যতম উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর:.....

৯। ষোড়শ মহাজনপদের বিভিন্ন রাজ্যগুলির নাম কর।

উত্তর:.....

১০। ধর্মসূত্র কাকে বলে?

উত্তর:.....

১১। মৌর্যবংশের প্রতিষ্টাতা কে?

উত্তর:.....

১২। হর্ষচরিতের রচয়িতা কে?

উত্তর:.....

১৩। অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন?

উত্তর:.....

১৪। কোন রাজারা প্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন?

উত্তর:.....

১৫। অগ্রহার প্রথা কী?

উত্তর:.....

১৬। 'পেরিপ্লাস' শব্দটির অর্থ কি ?

উত্তর:.....

১৭। প্রাচীন তামিল দেশের নাম কি ছিল?

উত্তর:.....

১৮। প্রভাবতী গুপ্তা কে ছিলেন?

উত্তর:.....

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ৬০ শব্দের মধ্যে লেখো। প্রশ্নের মান - ৩

ক। ষোড়শ মহাজনপদের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করো।

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে যে মহাজনপদগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির বেশ কয়েকটি লক্ষ করা যায়:-

যেমন—

১। মহাজনপদগুলি নিজেদের মধ্যে অবিরাম লড়াই ও সংঘর্ষের মাধ্যমে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল, এই সংঘর্ষের দ্বারা শক্তিশালী মহাজনপদগুলি দূর্বল মহাজনপদকে দখল করে নিতে থাকে।

২। মহাজনপদগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে তারা প্রতিবেশী মহাজনদের বিরুদ্ধে বৈদেশিক আক্রমণকারীকেও সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিল।

৩। মহাজনপদগুলির মধ্যে চোদ্দটি মহাজনপদই ছিল রাজতান্ত্রিক। বৃজি ও মল্ল নামে দুটি মহাজনপদ ছিল প্রজাতান্ত্রিক। প্রত্যেক মহাজনপদের একটি করে রাজধানী ছিল।

৪। পনেরোটি মহাজনপদই উত্তরভারতে অবস্থিত ছিল। একমাত্র অস্মক নামে মহাজনপদটি দক্ষিণভারতে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

৫। ক্রমাগত লড়াই ও যুদ্ধের মাধ্যমে বহু মহাজনপদ দূর্বল বা অবলুপ্ত হয় এবং অবন্তি, বৎস, কোশল ও মগধ নামে চারটি জনপদ প্রাধান্য লাভ করে। এছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শ মহাজনপদ রাজ্যগুলোর মধ্যে মগধ (বর্তমান বিহার) সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল।

নিজে করো: (৬০ শব্দের মধ্যে লেখো) মান - ৩

১। শিলালিপি সমন্ধে নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

২। মগধ কীভাবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়—আলোচনা করো। (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। মগধের উত্থান ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করো। (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। খ্রী: পূর্ব ৬০০ শতক এর পর থেকে কৃষি ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হয়েছিল?
(৩)

উত্তর: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। এপিগ্রাফিস্টরা বা লিপিকাররা প্রাপ্ত শিলালেখ, লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন—আলোচনা করো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। সম্রাট অশোককে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?/অথবা মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা অশোক সম্পর্কে আলোচনা করো।
(৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে মৌর্য সামাজ্য সম্পর্কে কী জানা যায়? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : তিন

সম্পর্ক, বর্ণ এবং শ্রেণি

প্রারম্ভিক সমাজ

(আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ)

নম্বর বিভাজন ১ × ২ = ২
১ × ৮ = ৮

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধশালী মহাকাব্য হল মহাভারত। এই গ্রন্থটি রচনা করতে প্রায় ১০০০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে।
- 1919 খ্রিস্টাব্দে ভি এস সুকথাঙ্কর একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সংস্কৃত শাস্ত্র পন্ডিতের নেতৃত্বে মহাভারতের একটি সমালোচনাত্মক সংস্করণের কাজ শুরু হয়। গ্রন্থ রচনার এই কাজটি সম্পুর্ন করতে ৪৭ বছর সময় লাগে (১৯১৯-৬৬)।
- বৈদিক যুগে পরিবারের গুরুত্ব ছিল, পরিবারকে 'কূল' বলা হত। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের আত্মীয় বা 'স্বজাতি' বলা হতো।

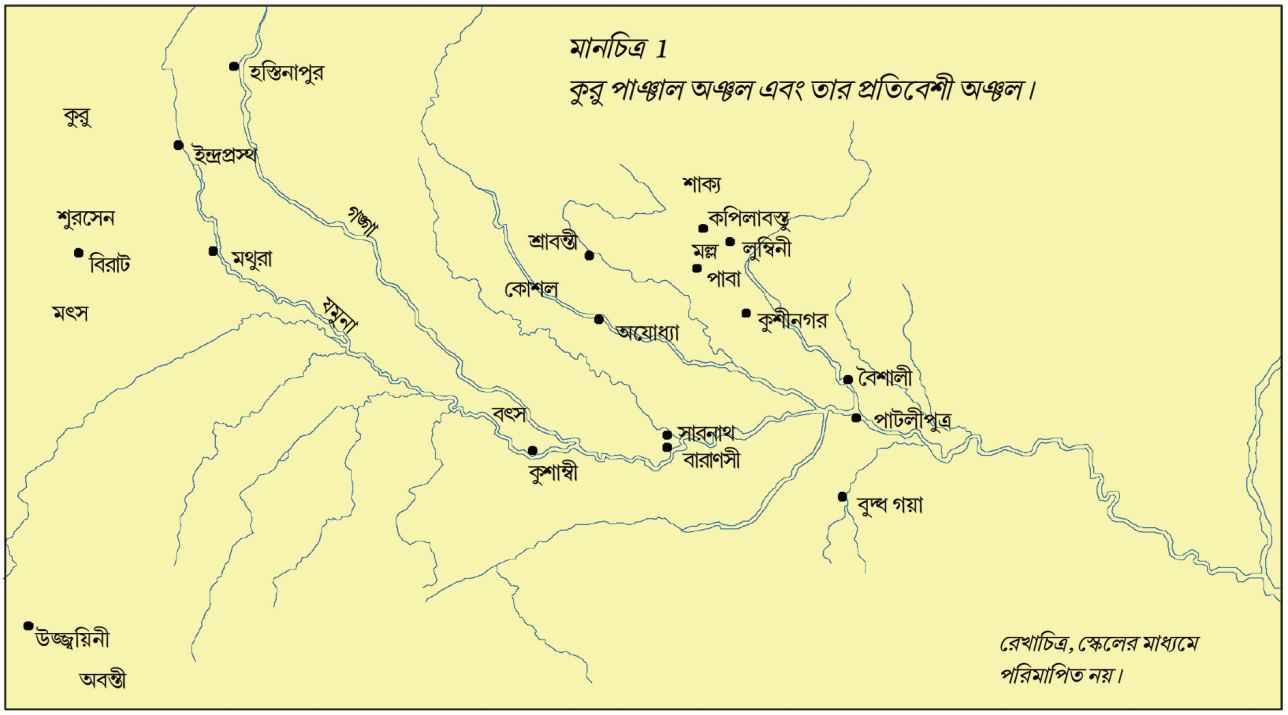

মানচিত্র 1
কুরু পাঞ্চাল অঞ্চল এবং তার প্রতিবেশী অঞ্চল।

- বংশানুক্রমিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পিতৃবংশানুক্রমিক পরম্পরায় পৈত্রিক সম্পত্তি পিতা থেকে পুত্র ও পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতো।

  বিবাহের ক্ষেত্রে পিতৃগোত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের এক্ষেত্রে পৃথক চোখে দেখা হত। মেয়েদের বিভিন্ন গোত্রে বিবাহ দেওয়া হতো।
- মনুস্মৃতি অনুযায়ী আট রকমের বিবাহ, পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যথা-ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ,ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে চাররকমের বিবাহরীতি অনুসরণ করা হতো।
- ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের ভিত্তি অনুযায়ী চারশ্রেণি বা চারবর্ণে সমাজ বিভক্ত ছিল। সেগুলি ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

- সমাজে ব্রাহ্মণ্যদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। ক্ষত্রিয়রা রাজকার্য চালাতো। বৈশ্যদের পেশা ছিল ব্যবসাবানিজ্য করা। শূদ্রদের সবচেয়ে নিম্নস্থানে সেবক হিসাবে দেখা হতো।

  বর্ণের মত জাতিও জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হত। এই চর্তুবর্ণ ব্যতিত সমাজে কিছু শ্রেণিকে 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত করেছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের 'অপবিত্র' বলে গণ্যও করতেন।

- ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন গ্রন্থগুলি চর্চা করার মধ্যদিয়ে তখনকার সময়ে ভাষা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, দেখার চেষ্টা করেছেন। যেমন— মহাভারতে দ্রৌপদীর বহুবিবাহ করার মাধ্যমে সেই সময়ে বহু বিবাহ করার প্রচলন ছিল জানা যায়।

সঠিক উত্তর বাছাই করো: প্রশ্নের মান - ১

১। কোন সাল থেকে পণ্ডিত ভি. এস. সুকথাঙ্কর মহাভারতের সমালোচনামূলক সংস্করণের কাজ শুরু করেন?

ক) ১৯২০ সাল খ) ১৯২১ সাল গ) ১৯২৫ সাল ঘ) **১৯১৯ সাল**

২। মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা হল —

ক) এক লক্ষ খ) দশ লক্ষ গ) **এক লক্ষের বেশী** ঘ) দশ লক্ষের বেশী

৩। প্রাচীনতম উপনিষদ কোনটি?

ক) **বৃহদারণ্যক উপনিষদ** খ) কেন উপনিষদ গ) কথা উপনিষদ ঘ) উপরের কোনটিই নয়

নিজে করো: মান - ১

৪। অর্ন্তবিবাহ পদ্ধতি হল —

ক) গোত্রের বাইরে বিবাহ **খ) একই জ্ঞাতিগোষ্ঠীভুক্ত**

গ) পিতার অমতে বিবাহ ঘ) জোর পূর্বক বিবাহ

৫। মহাভারতের সমালোচনামূলক সংস্কার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছিল—

ক) ৪০ বছর খ) ৫৭ বছর গ) ৪৭ বছর ঘ) ৩৭ বছর

৬। অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন —

ক) কালিদাস খ) পানিনি গ) ব্রহ্মগুপ্ত ঘ) কনিষ্ক

৭। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কতদিন ধরে চলেছিল?

ক) ১০ দিন খ) ১২ দিন গ) ১৮ দিন ঘ) ২০ দিন

৮। চরকসংহিতা রচনা করেন —

ক) সুশ্রুত খ) চরক গ) ব্রহ্মগুপ্ত ঘ) প্রদ্যুম্ন

৯। শুঙ্গ ও সাতবাহনরাজারা জন্মসূত্রে ছিলেন—

ক) ব্রাহ্মণ খ) ক্ষত্রিয় গ) শূদ্র ঘ) অব্রাহ্মণ

১০। 'পঞ্চমবেদ' বলা হয় কোন মহাকাব্যকে?

ক) মহাভারত খ) রামায়ণ গ) শ্রীমৎ ভগবৎগীতা ঘ) বৃহদারণ্যক

একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান - ১

১। বর্ণ কাকে বলে?

উত্তর: কর্ম বা পেশার ভিত্তিতে বৈদিক সমাজ ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল প্রত্যেকটি শ্রেণীকেই বলা হত বর্ণ।

২। বেদের অপর নাম কি?

উত্তর: শ্রুতি।

৩। বেদ কয়টি খন্ডে বিভক্ত ও কি কি?

উত্তর: ৪ খন্ডে বিভক্ত। ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ব।

নিজে করো: মান-১

৪। কুল কাকে বলে?

উত্তর:.....

৫। মহাভারতের রচয়িতা কে?

উত্তর: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস।

৬। মহাভারতের মূলকাহিনীর বিষয়বস্তু কী ছিল?

উত্তর:.....

৭। Exogamy বা অসবর্ণ বিবাহ প্রথা কাকে বলে?

উত্তর:.....

৮। চন্ডাল কাকে বলে?

উত্তর:.....

৯। সূত নামে কারা পরিচিত ছিল?

উত্তর:.....

১০। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কে ছিলেন?

উত্তর:.....

১১। স্ত্রীধন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর:.....

১২। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী সমাজে কত ধরনের বিবাহ পদ্ধতি স্বীকৃত ছিল?

উত্তর:.....

১৩। বর্ণপ্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের সমাজে কি কি দায়িত্ব ছিল?

উত্তর:.....

১৪। দ্রৌপদী কে ছিলেন?

উত্তর:.....

১৫। রুদ্রদমন কে ছিলেন?

উত্তর:.....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (২৫০ শব্দের মধ্যে): প্রশ্নের মান - ৮

১। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রমতে কত ধরণের বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ আছে তাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

উত্তর: ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্র অনুযায়ী প্রাচীনকালে বৈদিক সমাজে বিভিন্নরকম বিবাহ রীতিনীতির প্রচলন ছিল। পিতৃগোত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কন্যাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা পৃথক ছিল।
ধর্মসূত্র অনুযায়ী আট প্রকারের বিবাহ রীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম চারটি বিবাহকে উত্তম মানা হয় এবং শেষের চারটি বিবাহকে নিন্দা করা হতো। এই বিবাহ রীতিগুলো হল —যেমন — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পিশাচ।

ক) ব্রাহ্ম: এই রীতি অনুযায়ী কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা তাঁর কন্যার সঙ্গে কোন সৎ ও চরিত্রবান পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিত। বৈদিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হবার পর, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর পিতামাতার অনুমতি ক্রমে এই বিবাহ সম্পন্ন হত। আট প্রকারের বিবাহ রীতিতে এই বিবাহ রীতিই উত্তম ছিল।

খ) দৈব: এই বিবাহ রীতি অনুযায়ী পিতা যজ্ঞ করে কোনো পুরোহিতের হয়ে নিজে কন্যাকে অলঙ্কৃত করে সম্প্রদান করতেন, সেই বিবাহ পদ্ধতি দৈব বিবাহ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন রাজকীয় পরিবারে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

গ) আর্য: এই বিবাহ রীতি অনুযায়ী পিতা পাত্রের কাছ থেকে একজোড়া গোরু নিয়ে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতেন এই বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যাকে কোন মুনির সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল। মহাভারতে এই ধরনের বিবাহের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঘ) প্রাজাপত্য: এই প্রথা অনুসারে পিতা তাঁর নির্বাচিত পাত্রের হাতে কন্যাকে তুলে দিতেন ও বিবাহ সম্পন্ন করা হতো। ব্রাহ্ম বিবাহের মত এই বিবাহ রীতিতে পিতা কন্যার জন্য পাত্র খুঁজে তাকে পাত্রস্থ করতেন। আর্য বিবাহের মত এই বিবাহে আর্থিক লেনদেনের কোন স্থান ছিল না।

ঙ) গান্ধর্ব: এই রীতি অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী উভয় উভয়কে পছন্দ করে পিতা-মাতার, অনুমতি ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তর বিবাহ এই ক্ষেত্রে এক অন্যতম উদাহরণ। এই ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রী তাদের মালা বিনিময় করত।

চ) রাক্ষস: প্রাচীনকালে এইরকম বিবাহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায়। যুদ্ধজয়ের পর পরাজিত পক্ষের কন্যাকে বিবাহের অনেক উদাহরণ দেখা যায়, এই প্রথানুযায়ী পাত্র বলপূর্বক বা জোর করে পাত্রীকে বিবাহ করত।

ছ) পিশাচ: এই রীতি অনুসারে অচৈতন্য পাত্রীকে হরণ করে পাত্র বিবাহ করত। এই ধরনের বিবাহকে পাপ কার্য বলে মনুস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রথা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের ছিল । নারীত্ব এই ক্ষেত্রে অম্মানিত হতো। বর্তমানকালে এই বিবাহ পদ্ধতি সমাজে স্বীকৃত নয়।

জ) অসুর: এই রীতি অনুযায়ী পাত্র কন্যাপক্ষকে অর্থদানের মাধ্যমে বিবাহ করত, এই বিবাহ পদ্ধতি অন্যান্য বিবাহ পদ্ধতি থেকে পৃথক ছিল। এই বিবাহ ক্ষেত্রে বর অনেক সময় কন্যার উপযুক্ত হতো না, সেই ক্ষেত্রে অর্থদানের মাধ্যমে এই বিবাহ সম্পন্ন করা হত। বর্তমান সময়ে এই বিবাহ সমাজে স্বীকৃত নয়।

বৈদিক সমাজে তখন উচ্চবর্ণ পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল, সমাজে অর্ন্তবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বহুবিবাহ, প্রভৃতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

নিজে করো: (২৫০ শব্দের মধ্যে) মান - ৮

১। প্রাচীন ভারতে কিভাবে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়, আলোচনা করো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। স্ত্রীধন কী? প্রাচীনকালে নারীরা কিভাবে স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হতেন বলে তুমি মনে কর?
(২+৬ = ৮)

উত্তর:

৩। মহাভারতের যুগে যে সামাজিক রীতি পরিবতর্নের ধারা লক্ষ করা যায়, তুমি কি মনে করো বর্তমানেও এই ধারা প্রচলিত আছে, এই বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। (৮)

উত্তর:

৪। বৈদিক সমাজের শুরুর দিকে সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সমাজে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ সম্পর্কে তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। (৮)

উত্তর:

৫। চন্ডালদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করো। (৮)

উত্তর:

বিষয়বস্তু: চার

চিন্তাবিদ, বিশ্বাস এবং ইমারত সমূহ
সাংস্কৃতিক বিকাশ

(আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

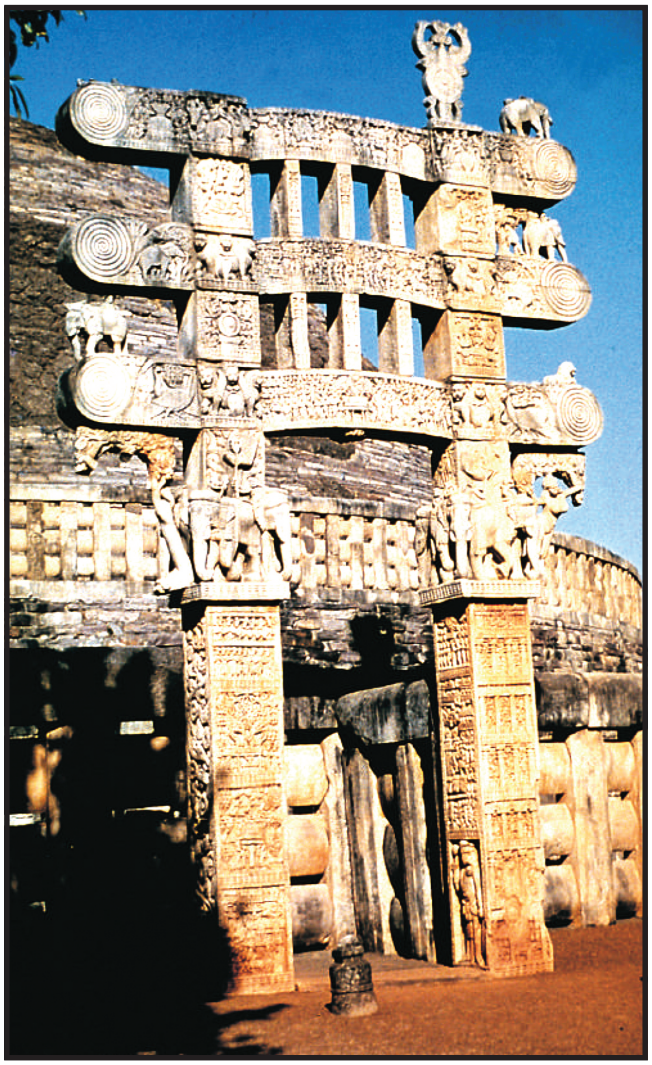

নম্বর বিভাজন ১×২ = ২

৮ × ১ = ৮

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে ৬৩ টি প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান ঘটে। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম এবং বর্ধমান মহাবীর প্রবর্তিত জৈনধর্ম।
- জৈন ধর্ম অনুযায়ী, মহাবীরের পূর্বে ২৩ জন শিক্ষাগুরু বা তীর্থঙ্কর ছিলেন, মহাবীর ছিলেন ২৪ তম তীর্থঙ্কর।
- জৈন ধর্ম অনুযায়ী সমস্ত বিশ্ব প্রাণবন্ত, পাথর, শিলা এবং জলের জীবন রয়েছে। জীবের প্রতি অহিংসা বিশেষতঃ মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গকে আঘাত না করা জৈন দর্শনের মুখ্য বিষয়।
- বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতমবুদ্ধ। বুদ্ধদেবের উপদেশ বা শিক্ষার অন্যতম প্রধান উপাদান হল ত্রিপিটক, এই পিটক গ্রন্থগুলি সংখ্যায় তিনটি। 'বিনয়', 'সুত্ত' ও 'অভিধম্ম'। এগুলো পালিভাষায় রচিত।

- বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী 'বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী (অনিক্কা) এবং অনবরত পরিবর্তনশীল। দুঃখের উৎস থেকে মুক্তিলাভের জন্য চারটি মহান সত্য নির্দেশ করেছেন এগুলি আর্যসত্য নামে পরিচিত ও দুঃখ পরিত্রাণের জন্য ৮ টি মার্গ অনুসরণ করার পথ দেখিয়েছিলেন।

- খ্রি: পূ: ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রি: পূর্বাব্দে পরিবারের কর্তা, পারিবারিক কল্যাণের জন্য কিছু কিছু যজ্ঞ করেন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ এর অন্যতম উদাহরণ।
- বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যতম পবিত্র প্রতীক হল স্তুপ। বুদ্ধের দেহাবশেষ বা তাঁর ব্যবহৃত অনেক জিনিস সেখানে পুঁতে রাখা হয়।
- সাঁচি, অমরাবতী বৌদ্ধযুগের ইঙ্গিত বহন করে। বিভিন্ন ভাস্কর্য গুলোতে খোদাই করা থাকত।
- বৌদ্ধ ভাস্কর্য বৌদ্ধ সাহিত্যকে বা বৌদ্ধ চরিতকে ব্যাখা করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছিল। নানারকমের প্রতিকৃতির মাধ্যমে তখনকার সময়ের ইতিহাসকে ব্যাখা করা হয়েছিল।

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান - ১

১। সাঁচী স্তূপ কোথায় অবস্থিত?

ক) ভোপাল খ) বেনারস গ) লক্ষ্মৌ ঘ) গুন্টর উঃ- ভোপাল

২। গৌতমবুদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন—

ক) শাক্য খ) মুনি গ) সাতবাহন ঘ) কুষাণ উঃ- শাক্য

৩। 'চতুযার্মের' আদর্শ প্রচার করেন —

ক) ঋষভ খ) পার্শ্বনাথ গ) মহাবীর ঘ) গৌতমবুদ্ধ উঃ- মহাবীর

নিজে করো: মান - ১

১। প্রথম জৈন সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়—

ক) রাজগৃহে খ) কাশ্মীর গ) পাটলীপুত্র ঘ) বৈশালী উঃ- পাটলীপুত্র

২। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় — এর আমলে

ক) অজাতশত্রু খ) কালাশোক গ) অশোক ঘ) কণিষ্ক

৩। অশোকের ধম্মের মূলভিত্তি ছিল —

ক) হিংসা খ) অহিংসা গ) ভক্তি ঘ) শ্রদ্ধা

৪। গৌতমবুদ্ধের মতে মানুষ—অনুসরণ করলেই নিবার্ণ লাভ ঘটে।

ক) আর্যসত্য খ) ত্রিরত্ন গ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ ঘ) চতুরাশ্রম

৫। জৈন শব্দটি যে শব্দটি উদ্ভূত, তা হল —

ক) জীব খ) জীন গ) জিও ঘ) জড়

৬। গৌতমবুদ্ধের গৃহত্যাগের ঘটনা কি নামে পরিচিত?

ক) মহাভিনিষ্ক্রমণ খ) শোক গ) চতুর্যাম ঘ) চতুরাশ্রম

৭। ভারতের অধিকাংশ বৌদ্ধ সাহিত্য যে ভাষায় লিখিত—

ক) সংস্কৃত খ) প্রাকৃত গ) পালি ঘ) মাগধি প্রাকৃত

৮। আনন্দ ছিলেন একজন —

ক) প্রাচীন রাজা খ) বুদ্ধের শিষ্য গ) মহাবীরের অনুগামী ঘ) বণিক

৯। গ্রাণাইটের পাহাড় কেটে রথের আদলে মন্দির নির্মাণ হয় —

ক) পল্লব যুগে খ) গুপ্তযুগে গ) চোল যুগে ঘ) চান্দেল যুগে

১০। জৈন ধর্মের মূলনীতি ছিল—

ক) হিংসা খ) অহিংসা গ) সত্যবাদিতা ঘ) ঈশ্বরে বিশ্বাস

একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: প্রশ্নের মান - ১

১। বৌদ্ধদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: নেপালের লুম্বিনী নামক স্থানে।

২। জৈন ধর্মের প্রথম তীর্থঙ্করের নাম কি ছিল?

উত্তর: ঋষভদেব।

৩। 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?

উত্তর: দীর্ঘ বারো বছর কঠোর সাধনার পর মহাবীর সিদ্ধিলাভ করে জিন বা জিতেন্দ্রিয় নামে বিখ্যাত হন। সিদ্ধিলাভের মাধ্যমে তিনি কামাদিরিপু ও সুখ দুঃখকে জয় করেছিলেন বলে তাকে মহাবীর বলা হত। জিন্ শব্দ থেকে তাঁর শিষ্যদের জৈন বলা হয়।

নিজে করো: মান - ১

৪। চরিত বা Hagiography কাকে বলে?

উত্তর:.....

৫। 'চৈত্য' শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে হয়েছে?

উত্তর:.....

৬। 'কূটাগারাশালা' কী?

উত্তর:.....

৭। প্রাচীনকালে মন্দির নির্মাণ শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর:.....

৮। 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' কাকে বলে?

উত্তর:.....

৯। বৌদ্ধ ধর্মে 'ত্রিরত্ন' কাকে বলে?

উত্তর:.....

১০। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর:.....

১১। জৈনদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর:.....

১২। বৌদ্ধ সংগীতি কি?

উত্তর:.....

১৩। চৈত্য শব্দের অর্থ কি?

উত্তর:.....

১৪। কোথায় কোথায় বৌদ্ধ সংগীতি সমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর:.....

১৫। 'স্তূপ' কী?

উত্তর:.....

১৬। বৌদ্ধধর্মে 'হীনযান' বলতে কী বোঝ?

উত্তর:.....

১৭। বৌদ্ধ ধর্মে 'মহাযান' বলতে কী বোঝ?

উত্তর:.....

১৮। জৈন ধর্মে 'ত্রিরত্ন' কাকে বলে?

উত্তর:.....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (২৫০ শব্দের মধ্যে)ঃ প্রশ্নের মান - ৮

১। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতির আলোচনা করো।

উত্তর: ভূমিকা: খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের আর্বিভাব ঘটে। গৌতম বুদ্ধ এই ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি ৪৯ দিন যোগাসনে উপবিষ্ঠ থাকার পর 'বোধিজ্ঞান' অর্জন করেন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের বিবরণ 'ত্রিপিটক' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ধর্মচক্র প্রবর্তন: দিব্যজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধদেব কাশির নিকটবর্তী ঋষিপত্তন বা সারনাথের মৃগদাব উপবনে 'পঞ্চভিক্ষু' নামে পরিচিত, তাঁর পাঁচজন সঙ্গীর কাছে তিনি প্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এই ঘটনাই ইতিহাসে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে খ্যাত। এখানে চক্র বলতে মূলত রাজ্য বা রাজত্বকে বোঝানো হয়েছে।

আর্যসত্য: গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রর্বতিত ধর্মমতকে চারটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এগুলো হল— (ক) জগৎ দুঃখময় (খ) কামনা বাসনা ও আসক্তিই হল দুঃখের কারন (গ) কামনা বাসনা ও আসক্তি নিবৃত্তি হলে মুক্তি সম্ভব (ঘ) বাসনা ও আসক্তি বিনাসের উপায় হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ'র অনুসরন। বৌদ্ধধর্মে এই চারটি সত্যই 'আর্যসত্য' নামে পরিচিত।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ: অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে গৌতম বুদ্ধ আটটি পথ বা উপায়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এই আটটি পথ অনুসরণ করলে পরমজ্ঞান বা মুক্তি লাভ করা সম্ভব। বুদ্ধদেব প্রর্বতিত আটটি পথ বা উপায় হল—(ক) সৎ বাক্য (খ) সৎ কার্য (গ) সৎ জীবন (ঘ) সৎ চেষ্টা (ঙ) সৎ সংকলন (চ) সৎ দৃষ্টি (ছ) সৎ চিন্তা (জ) সৎ সমাধি।

নির্বাণ লাভ: নির্বাণ হল সকল প্রকার পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি এবং তা কামনা বা বাসনা, শোক, দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে এমন এক অবস্থান সেখানে পরম শান্তি পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে পরমজ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তার মাধ্যমে নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করা যায়।

পঞ্চশীল: গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধর্ম গ্রহনকারী মানুষের জন্য একটি আচরণ বিধি তৈরী করেন যা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। পঞ্চশীল নীতির পাঁচটি নীতি হল—(ক) চুরি না করা, (খ) অসত্য পরিহার করা, (গ) হিংসা না করা, (ঘ) ব্যভিচার না করা, (ঙ) অন্যায় না করা।

ত্রিপিটক ঃ বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ হল 'ত্রিপিটক' এটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত, সূত্ত পিটক, বিনয় পিটক, অভিধম্ম পিটক এই গ্রন্থগুলোতে বৌদ্ধ দর্শণের নানা দিকের আলোচনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ সংঘ ও সঙ্গীতি: সংঘ হল 'ত্রিরত্ন' এর একটি রত্ন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংগঠিত ও সুসংহত করার উদ্দেশ্য বুদ্ধদেব সংঘ প্রতিষ্টা করেন।

'সঙ্গীতি' কথার অর্থ 'সম্মেলন'। বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলী, সংঘের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৪টি বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা হল- জন্ম-জন্মান্তর থেকে মুক্তি। আর এই আদর্শে বিশ্বাসী অনেক মানুষ রয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

নিজে করো:

২। জৈন ধর্মের মুখ্য শিক্ষা বা উপদেশাবলী সম্পর্কে আলোচনা করো। (৮)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। সাঁচী স্তূপ সংরক্ষিত থাকলেও অমরাবতী কেন রইল না, তা আলোচনা করো। (৮)

উত্তর:

৪। বৌদ্ধ ধর্ম কীভাবে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, তা আলোচনা করো। (৮)

উত্তর:

৫। স্তূপ কেন এবং কীভাবে নির্মিত হয়? তুমি কি মনে করো বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তারে স্তূপের ভূমিকা অপরিসীম, আলোচনা করো। (২+৬ = ৮)

উত্তর:

৬। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈনধর্ম একসময়ে ভারতে, অনেক ব্যাপ্তি অর্জন করলেও পরবর্তী সময়ে কী কী কারণে এই ধর্মমতসমূহ তাদের গৌরব হারিয়ে ফেলে, —নিজের ভাষায় লেখো। (৮)

উত্তর:

ভাগ - ২

বিষয়বস্তু :পাঁচ

পর্যটকদের নজরে
সমাজ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি

(আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

নম্বর বিভাজন ১×২ = ২
৩×১ = ৩

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :

এই অধ্যায়ে আমরা উপমহাদেশে ঘুরতে আসা পর্যটকদের লিখিত বিবরণ অধ্যয়ন করে আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত হব এবং জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করবো। এই অধ্যায়ে আমরা তিন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী - 'আল-বিরুনী', 'ইবন বতুতা' এবং 'ফ্রাঙ্কোয়িস বার্ণিয়ার'-এর লিখিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্মাচরণ ও শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবো।

(ক) **আল-বিরুনী ঃ** সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের গণরাজ্য বর্তমান উজবেকিস্তান দেশের খোয়ারিজম প্রদেশে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আল-বিরুনী জন্মগ্রহণ করেন। বহু ভাষায় পারদর্শী হয়ে তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন বই পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। তার মধ্যে ভারতের সংস্কৃত ভাষা ছিল অন্যতম। তাঁর রচিত 'কিতাব-উল-হিন্দ' ছিল এক বিশাল বই, যা আশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই বইয়ে লিখিত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলি হল- দর্শন, ধর্ম, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, উৎসব, রসায়ন, সামাজিক জীবন, আচার-আচরণ, মূর্তিশিল্প, আইনবিদ্যা, পরিমাপবিদ্যা ইত্যাদি।

(খ) **ইবন বতুতা ঃ** আফ্রিকার দেশ মরক্কোর তাঞ্জিয়ার শহরে ১৩০৪ সালে 'বিশ্ব অভিযাত্রী' ইবন বতুতা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসাবে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়েও ভ্রমণের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। আরবী ভাষায় লিখিত তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত 'রিহ্‌লা' চর্তুদশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছে। দিল্লীর সুলতান মোহম্মদ-বিন তুঘলক তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দিল্লীর কাজী বা বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

(গ) **ফ্রাঙ্কোস বার্ণিয়ার ঃ** বার্ণিয়ার ফ্রান্সের 'অঞ্জু' প্রদেশে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে একজন চিকিৎসক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদও ছিলেন। ১৬৫৬ থেকে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বারো বছর তিনি ভারতে অবস্থান করেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পশ্চিমী বিশ্বের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেন। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'ট্র্যাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার' একটি সমালোচনামূলক অর্ন্তদৃষ্টি এবং গভীর বিশ্লেষণের প্রতিফলন। তাঁর গ্রন্থে ইউরোপের শ্রেষ্ঠতা এবং ভারতবর্ষের করুণরূপ ফুটে ওঠে।

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান - ১

1.আল-বিরুনীর জন্মস্থান—

(ক) কাবুল (খ) দিল্লী (গ) **খোয়ারিজম** (ঘ) আজমীর

2.সুলতান মাহমুদ এর রাজধানী—

(ক) কান্দাহার (খ) পেশোয়ার (গ) **গজনী** (ঘ) খোয়ারিজম

নিজে করো: মান - ১

3. আল-বিরুনী ভারতে এসেছিলেন—

(ক) দ্বাদশ শতকে (খ) **একাদশ শতকে** (গ) ত্রয়োদশ শতকে (ঘ) পঞ্চদশ শতকে

4. কিতাব-উল-হিন্দের রচয়িতা —

(ক) বার্ণিয়ার (খ) ইবন বতুতা (গ) আল-বিরুনী (ঘ) সুলতান মাসুদ

5. কিতাব-উল-হিন্দ যে ভাষায় লিখিত—

(ক) ফার্সী (খ) উর্দু (গ) হিন্দী (ঘ) আরবী

6. ইবন বতুতা সিন্ধু প্রদেশে পৌছান—

(ক) ১৩৩০ সালে (খ) ১৩৫০ সালে (গ) ১৩৪৩ সালে (ঘ) ১৩৩৩ সালে

7. ইবন বতুতা ভারত ভ্রমণকালে দিল্লী সুলতান ছিলেন—

(ক) ইলতুতমিস্ (খ) আলাউদ্দিন খিলজী (গ) মহম্মদ-বিন-তুঘলক (ঘ) গিয়াসুদ্দিন বলবন

8. 'রিহ্‌লা' গ্রন্থের লেখক হলেন—

(ক) আল-বিরুনী (খ) বার্ণিয়ার (গ) ইবন বতুতা (ঘ) দুয়ার্তে বারবোসা

9. দারা শিকোর চিকিৎসক ছিলেন—

(ক) ইবন বতুতা (খ) বার্ণিয়ার (গ) আল-বিরুনী (ঘ) চরক

10. 'ট্র্যাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার' এর লেখক—

(ক) মার্কো পোলো (খ) ইবন বতুতা (গ) আকবর (ঘ) বার্নিয়ার

একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান - ১

1. কিতাব-উল-হিন্দ কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত?

উত্তর ঃ কিতাব-উল-হিন্দ আশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

2. বার্ণিয়ার তাঁর রচনাগুলি উৎসর্গ করেছিলেন?

উত্তর ঃ ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুইকে।

নিজে করো: মান - ১

3. কে 'বিশ্ব অভিযাত্রী' নামে পরিচিত?

উত্তর: ইবন বতুতা।

4. কাকে মার্কো পোলোর সাথে তুলনা করা হয়?

উত্তর:.....

5. প্রাচীন পারস্য দেশে কয়টি সামাজিক শ্রেণীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল? নামগুলি লেখো।

উত্তর:.....

6. ইবন বতুতা দিল্লীর সঙ্গে ভারতের কোন অঞ্চলের তুলনা করেন?

উত্তর:.....

7. ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত ইবন বতুতার পাঠকদের অপরিচিত দুটি উদ্ভিজ্য পণ্যের নাম লেখো।

উত্তর:.....

8. মহম্মদ বিন তুঘলক ইবন বতুতাকে কোন পদে নিয়োগ করেছিলেন?

উত্তর:.....

9. মোগল সম্রাটকে 'ভিক্ষুক ও বর্বর' জনগণের রাজা হিসেবে কে উল্লেখ করেছিলেন?

উত্তর:.....

10. সপ্তদশ শতাব্দীতে কত শতাংশ লোক শহরে বসবাস করত?

উত্তর:.....

11. কাদের 'নগর শেঠ' বলা হত?

উত্তর:.....

12. বার্নিয়ার মোগল সাম্রাজ্যের নগরগুলিকে কি বলে হেয় করেছেন?

উত্তর:.....

13. আল-বিরুনী কোন ভাষায় পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' অনুবাদন করেন?

উত্তর:.....

14. 'হিন্দু' শব্দটি কিভাবে এসেছে?

উত্তর:.....

15. দৌলতাবাদ কোন রাজ্যে অবস্থিত?

উত্তর:.....

16. একজন গ্রীক দার্শনিকের নাম বল যার দার্শনিক তত্ত্ব ও চিন্তার দ্বারা আল-বিরুনী প্রভাবিত হয়েছিলেন?

উত্তর:.....

17. ভল্গা নদী কোন দেশে অবস্থিত? (১)

উত্তর:.....

18. কোন দ্বীপরাষ্ট্রে ইবন বতুতা কাজী হিসেবে ১৮ মাস অবস্থান করেছিলেন? (১)

উত্তর:.....

19. ইবন বতুতার একজন পৃষ্ঠপোষকের নাম লেখো। (১)

উত্তর:.....

20. বার্নিয়ার কোন অমানবিক প্রথার (মহিলাদের প্রতি) সমালোচনা করেছিলেন? (১)

উত্তর:.....

21. কোন ভ্রমনকারী ইউরোপীয় চিকিৎসক ভারতবর্ষে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কখনও ইউরোপে ফিরে যান নি? (১)

উত্তর:.....

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ (60 শব্দের মধ্যে) ঃ মান-৩

1. ভারতবর্ষের বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আল-বিরুনীর কি অভিমত ছিল?

উত্তর ঃ ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আল-বিরুনীর অভিমত নিম্নরূপ ঃ

(i) ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল। ব্রাহ্মণদের অবস্থান সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে বিদ্যামান ছিল।

(ii) বর্ণ ব্যবস্থার ব্রাহ্মণবাদী ব্যাখ্যাকে মেনে নিলেও, আল-বিরুণী অপবিত্রতার ধারণাকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন-যাহা কিছুতেই প্রদূষণ ঘটে, তাহা বিশুদ্ধতার জন্য আবার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায় এবং সফল হয়।

(iii) বর্ণ-ব্যবস্থার শেষ দুটি বর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য ও শুদ্রদের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান ছিলনা। তারা একই শহরে বা গ্রামে একই ধরণের বাড়ীতে এক সঙ্গেই বসবাস করত।

নিজে করো: মান - ১

2. ভারতবর্ষে ভ্রমণ করার সময় ইবন বতুতার কি কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. উপমহাদেশের নগরগুলি সম্পর্কে ইবন বতুতার মতামত কি ছিল? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের জীবন সম্পর্কে ভারতবর্ষে আগত পর্যটকদের কি ধারণা জন্মেছিল? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. কিতাব-উল-হিন্দের বিষয়বস্তু কি কি ছিল? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : ছয়

ভক্তি ও সুফিবাদের ঐতিহ্য
ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং ভক্তিমূলক গ্রন্থ

(আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

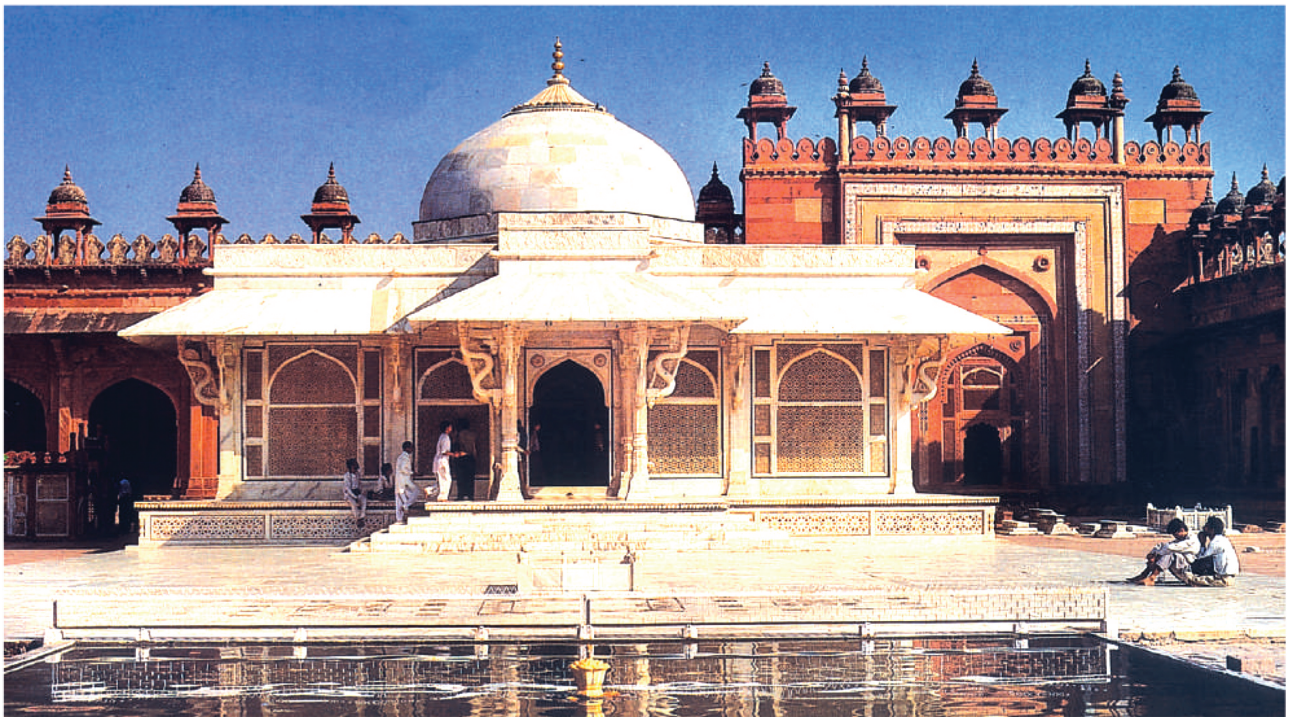

নম্বর বিভাজন ১×২ = ২

৮×১ = ৮

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ঃ

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় বিশ্বাসে নানা পরিবর্তন, পরিমার্জন সাধিত হয় এবং বিভিন্ন ভক্তিমূলক গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময় অনেক দেব-দেবীর মূর্তি গড়া হয়, নানা ধাতু, কাঠ এবং পাথর দিয়ে। বৈদিক দেব-দেবীর পূজা, মন্ত্রোচ্চারণ, তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতি ইত্যাদির পাশাপাশি ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের প্রসার উপমহাদেশের মানুষের মনকে ভাবময় করে তুলেছিল।

(ক) **ভক্তিবাদ ঃ**

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে অনেক সাধুসন্তরা বেদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁরা জাতি ব্যবস্থাকেও অস্বীকার করেন। তাঁদের কাছে ধর্মের বন্ধন ছিল ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। তাঁরা ঈশ্বরের সাথে ভক্তের সম্পর্ককে ভক্তি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এই সমস্থ সন্তদের অনেকেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভূক্ত ছিল। কেউ কেউ ছিলেন উচ্চবর্ণের লোক। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ভক্তি সংগীত গাইতেন এবং প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করতেন।

আদিভাগের ভক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেন তামিলনাড়ুর আলভার ও নায়নার সম্প্রদায়। কর্ণাটকে বাসাবন্নার নেতৃত্বে ধর্ম আন্দোলনের সূচনা হয়। তাঁর অনুগামীরা বীর শৈব বা লিঙ্গায়ত নামে পরিচিত ছিল। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যরা। তার পাশাপাশি কবীর, গুরনানক, মীরাবাই ইত্যাদি ভক্তিবাদের প্রচারকরা সহজ সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনসমাজে ভক্তির মার্গ নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আসামে শঙ্করদেব এবং বাংলায় শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদের জোয়ার এনেছিলেন।

সুফিবাদ ঃ

ইসলামের আর্বিভাবের কয়েকশ বছর পর ধর্মগুরু খলিফাদের ভোগ বিলাস ও রাজনৈতিক ক্ষমতার লিপ্সাকে কিছু আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন সন্ত সাধকরা প্রতিবাদ জানান। সংযমী জীবনের মধ্যদিয়ে, সংগীত ও ভালবাসার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং 'সুফি' নামে পরিচিত হন। এর প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

একাদশ শতাব্দীর দিকে সুফিবাদ একটি বিকশিত আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে ইসলাম জগতে বিভিন্ন প্রান্তে সুফি 'সিলসিলার' উৎপত্তি হতে থাকে। অধিকাংশ সুফি সিলসিলা তাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে হয়েছিল। যেমন 'কাদিরি' সিলসিলাটি শেখ আব্দুল কাদির জিলানির নাম অনুসারে হয়। উপমহাদেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী সিলসিলা ছিল 'চিসতি' সিলসিলা। দিল্লী সুলতান এবং মোগল বাদশাহদের সঙ্গে সুফি সন্তদের ভাল সম্পর্ক ছিল। সুহরাবর্দী এবং নক্সবন্দী সিলসিলাও ছিল এইরকম।

ভক্তি আন্দোলনে যেমন দুটি ধারা রয়েছে — (i) স্বগুন (ii) নির্গুন, ঠিক তেমনি সুফি আন্দোলনেও আমরা বে-শরিয়া বা- শরিয়া দুটি পরম্পরা দেখতে পাই। ভক্তিবাদ, সুফিবাদ উভয়েই প্রতিষ্ঠিত প্রেম, ভালবাসা, সঙ্গীত, তন্ত্র এবং শ্রদ্ধার উপর।

সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান-১

1.রোবার্ট রেডফিল্ড কোন দুটি শব্দের উল্লেখ করেন?

(ক) স্বগুন, নির্গুন (খ) বে-শরিয়া, বা-শরিয়া (গ) মহান, লঘু (ঘ) চিস্তি, সিলসিলা

উঃ (গ) মহান, লঘু

নিজে করো: মান -১

2.বিষ্ণুর একটি রূপ -

(ক) শিব (খ) গণেশ (গ) ইন্দ্র (ঘ) জগন্নাথ

3.নির্গুন ভক্তি পরম্পরায় ভগবানের রূপের উপাসনা করা হয়—

(ক) আকার (খ) সাকার (গ) নিরাকার (ঘ) কোনটিই নয়

4.নায়নাররা উপাসক ছিলেন—

(ক) শিব (খ) দূর্গা (গ) বিষ্ণু (ঘ) আল্লাহ্‌র

5.করাইক্কাল আম্মাইয়ার উপাসক ছিলেন —

(ক) বিষ্ণুর (খ) শিবের (গ) দুর্গার (ঘ) আল্লাহ্‌র

6.চোল সম্রাট প্রথম পরন্তক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—

(ক) শিব মন্দির (খ) বিষ্ণু মন্দির (গ) বৌদ্ধমন্দির (ঘ) জৈন মন্দির

7.মহম্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধু বিজয় করেন—

(ক) 751 সালে (খ) 741 সালে (গ) 731 সালে (ঘ) 711 সালে

8.শরিয়া রচিত হয় ——— উপর ভিত্তি করে

(ক) রামায়ন, মহাভারত (খ) ত্রিপিঠক, পঞ্চতন্ত্র

(গ) বাইবেল, কোরান (ঘ)কোরান, হাদিস

9.ইসলামের দুটি সম্প্রদায়—

(ক) কোরান, হাদিস (খ) শিয়া, সুন্নী

(গ) কিয়াজ, ইজমা (ঘ) ইসমাইল, শিয়

10. মালবার উপকূলের আরব ব্যবসায়ীরা যে ভাষা আয়ত্ত করেন—

(ক) হিন্দী (খ) মালায়ালম (গ) তামিল (ঘ) কন্নড়

11. তুর্কি ও আফগানিদের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করা হতো—

(ক) শক (খ) যবন (গ) আরবী (ঘ) শিয়া

12. ‘কবীর গ্রন্থাবলী’ যে রাজ্যের দাদুপন্থীদের অনুষঙ্গী—

(ক) পাঞ্জাব (খ) হরিয়ানা (গ) রাজস্থান (ঘ) উত্তরপ্রদেশ

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান-১

1.'লঘু' পরম্পরা বলতে কি বোঝ?

উত্তর ঃ মধ্যযুগে কৃষকরা কিছু স্থানীয় প্রথা বা আচার অনুষ্ঠান করত যার সঙ্গে 'মহান' পরম্পরাগুলোর কোনো যোগাযোগ ছিলনা। সেই প্রথাগুলিকে সমাজতত্ত্ববিদ রোবার্ট রেডফিল্ড 'লঘু' পরম্পরা বলতে চেয়েছিলেন।

নিজে করো: মান - ১

2.বৈদিক যুগের উপাস্য প্রধান দেবতাগুলোর নাম লেখো।

উত্তর:.....

3.'স্বগুণ' এবং 'নির্গুণ' ভক্তি পরম্পরা বলতে কী বোঝ?

উত্তর:.....

4.'আলভার' এবং 'নায়নার' নামে কারা পরিচিত ছিলেন?

উত্তর:.....

5.আলভার সাধকদের একটি মুখ্য রচনার নাম করো।

উত্তর:.....

6.অন্দাল কে ছিলেন?

উত্তর:.....

7.চোল সম্রাটরা কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন?

উত্তর:.....

8.বাসাবন্না কোন্ রাজসভার মন্ত্রী ছিলেন?

উত্তর:.....

9.কোন শতাব্দীতে দিল্লী সুলতানি প্রতিষ্ঠা হয়?

উত্তর:.....

10.কে, কতসালে সিন্ধু বিজয় করেন?

উত্তর:.....

11.ইসমাইলি (শিয়া) সম্প্রদায়ের একটি শাখার নাম করো।

উত্তর:.....

12.মাতৃগৃহতা প্রথা কী ছিল?

উত্তর:.....

13.কোন মসজিদকে 'মুকুটরত্ন' বলা হত?

উত্তর:.....

14.কোন শতাব্দীতে সুফি সিলসিলার উৎপত্তি হয়?

উত্তর:.....

15.শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর:.....

16.কে 'গরীব নওয়াজ' নামে পরিচিত?

উত্তর:.....

17.'জিক্র' ও 'সমা' কী ছিল?

উত্তর:.....

18.'সন্তভাষা' কি ছিল?

উত্তর:.....

19.'কবীর' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর:.....

20.বৈদিক যুগের উপাস্য প্রধান দেবতাগুলির নাম লেখো।

উত্তর:.....

রচনাত্মক প্রশ্ন (২৫০ শব্দের মধ্যে) ঃ মান-৮

1.ভারত উপমহাদেশে চিসতি সিলসিলা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ- ভারত মহাদেশে সুফি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে চিসতি গোষ্ঠী অন্যতম জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী। এই গোষ্ঠী সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল —

(i) ভারতবর্ষে চিসতি সিলসিলার আবির্ভাব ঃ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে চিস্তি ধর্মগুরুরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং দিল্লী, আজমীর ইত্যাদি অঞ্চলে এই সিলসিলার প্রসার ঘটায়। শেখ মৈনুদ্দিন চিসতি, খাজা কুতুবুদ্দিন বকতিয়ার কাকী ইত্যাদি চিস্তি ধর্মগুরুরা ছিলেন ভারতবর্ষে আগত প্রথম দিকের সুফি মতবাদের প্রচারক।

(ii) চিসতি খানকাহ ঃ

সুফি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে খানকাহ বা ধর্মশালা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যাকে কেন্দ্র করে সিলসিলার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হতো। চিসতি খানকাহতে অনেকগুলি ঘর এবং একটি বড়ো হলঘর বা জামাতখানা ছিল যেখানে দূর থেকে আগত অতিথিরা থাকতেন এবং ধর্মাচরণ করতেন। খানকাহগুলো পাচিল দিয়ে চারদিকে ঘেরা থাকত।

(iii) খোলা রান্নাঘর: খানকাহতে একটি রান্নাঘর থাকত যা সমাজের সব শ্রেণীর জন্য সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকত। আগত দর্শনার্থীদের 'ফুতুহ' বা অযাচিত দানের উপর নির্ভর করে এই খোলা রান্নাঘরটির ব্যয়ভার সামাল দেওয়া হত।

(iv) চিসতি সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী নির্বাচনঃ

চিসতি সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে খানকাহ বা ধর্মশালা নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া মূলতঃ দিল্লী কেন্দ্রীক হলেও তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মশালা নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন।

(v) চিসতি সম্প্রদায়ের 'জিয়ারত' প্রথা:

'জিয়ারত' প্রথা সমস্ত মুসলিম সমাজের মধ্যেই দেখা যায়। চিসতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথার গুরুত্ব হল মৃত চিসতি ধর্মগুরুদের সমাধিক্ষেত্রে নির্মিত সদৃশ্য সৌধের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা । এর ফলে তীর্থযাত্রীরা সুফি ধর্মগুরুদের আর্শীবাদ লাভ করে।

(vi) 'কাওয়ালী ও সমা'ঃ

কাওয়াল বা প্রশিক্ষিত সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত, নৃত্যের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ভাবকে জাগানোর উদ্দেশ্যে যে সুন্দর সঙ্গীত কলা পরিবেশন করেন তাকে কাওয়ালী বলে। সুফি সন্তরা 'সমা' বা শ্রবণের মাধ্যমে রহস্যময়ী সঙ্গীতের দ্বারা পরমেশ্বরকে স্মরণ করতেন।

(vii) স্থানীয় ভাষার ওপর গুরুত্ব প্রদানঃ

চিসতি সুফি ধর্মগুরুরা ধর্মপ্রচার করার জন্য স্থানীয় ভাষার ওপর গুরুত্ব দেন। যেমন—দিল্লীতে সাধারণ মানুষের ভাষা 'হিন্দভি'র মাধ্যমে দিল্লীর চিসতি ধর্মগুরুরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন।

(viii) সুফিধর্মগুরুদের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্কঃ

দিল্লীর সুলতান এবং মোগল সম্রাটদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই সুফি ধর্মগুরুদের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যেত, সুফিসন্তদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার জন্য দিল্লীর মুসলমান শাসকরা তাঁদের সমর্থন লাভ করতে চাইতেন।

নিজে করো:

2) উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করো। (৮)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক রাজ্যে বেদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে কি জানো? (৮)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) সুফি ধর্মগুরুদের সঙ্গে দিল্লী সুলতান ও মোগল বংশের শাসকদের সম্পর্কে কেমন ছিল বলে তুমি মনে করো। (৮)

উত্তর:.....

5) সুফি পরম্পরা ইতিহাস পুনঃ রচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উৎসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো। (৮)

উত্তর:.....

৬। ভারতে ভক্তিবাদ তথা ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। (৮)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। গুরুনানক প্রচারিত মূল শিক্ষা ও আদর্শগুলি কী কী ছিল? (৮)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : সাত

একটি সাম্রাজের রাজধানী বিজয়নগর

(চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী)

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: **নম্বর বিভাজন ১×৩ = ৩**

বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্য হিসেবে আমরা দেখতে পাই। এর শাসকেরা নিজেদেরকে 'রায়' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তারা প্রকৃত অর্থেই রাজ্যটিকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান।
কর্ণেল কলিন ম্যাকেনজি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী, 1800 সালে সাম্রাজ্যের রাজধানী হাম্পির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, 1336 খ্রীষ্টাব্দে হরিহর ও বুক্কা নামে দুই ভাই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৭৭ সালের মধ্যেই বিজয়নগর রাজ্য একটি সাম্রাজ্যের রুপ গ্রহন করেছে।

তৎকালীন সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে ঘোড়ার ব্যবহার ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঘোড়া আমদানীর বাণিজ্যটি প্রথমদিকে আরবরা ও পরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করত। বিজয়নগর মশলা, বস্ত্র ও মূল্যবান পাথরের বাজারের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যের সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রথম রাজবংশ ছিল সঙ্গম রাজবংশ। 1485 সাল পর্যন্ত এই রাজবংশ ক্ষমতায় আসীন ছিল। সালুভরা ছিলেন বীর সেনানায়ক। তারা সঙ্গম রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং 1503 পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখে। পরবর্তী সময় তুলুভদের দ্বারা সালুভরা ক্ষমতাচ্যুত হয়। সর্বশেষ রাজবংশ আরাবিদু।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি তুলুভ রাজবংশের লোক ছিলেন। এই পরাক্রমশালী সম্রাট উড়িষ্যার শাসকদের (1514) এবং বিজাপুরের সুলতানকে (1520) পরাজিত করেন।

1565 সালে প্রধানমন্ত্রী রাম রায় টাঙ্গাদির (তালিকোটার) যুদ্ধে বিজাপুর, গোলকোন্ডা ও আহমেদনগরের মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হন এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

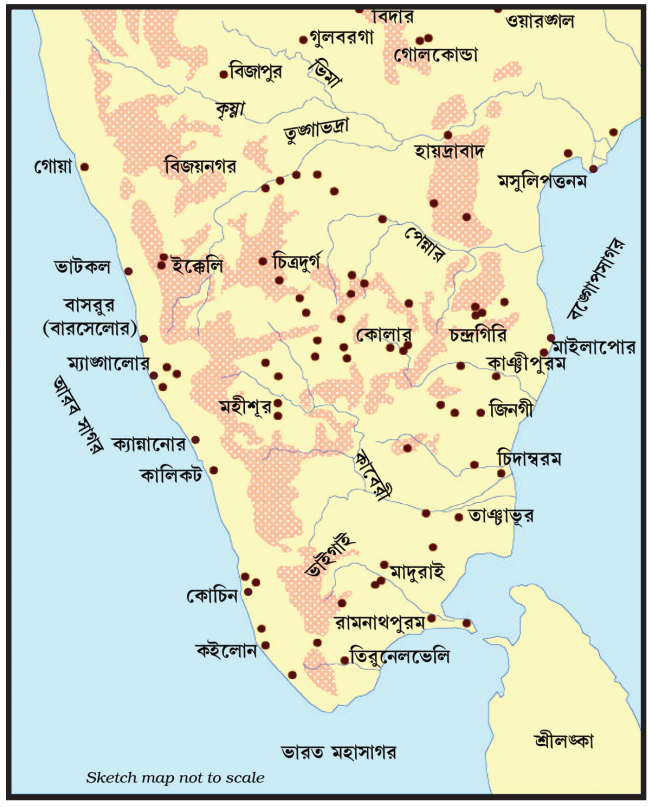

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক ক্ষমতা সেনানায়কদের হাতে ন্যাস্ত ছিল। 'অমারানায়ক'রা ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান। তারা 'রায়' বা সম্রাট কর্তৃক প্রদান করা অঞ্চলে শাসন করতেন। তারা প্রতি বছর সম্রাট এর প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং বহুমূল্য সামগ্রী উপহার দিতেন।

নগরের বিভিন্ন অংশ দূর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পঞ্চদশ শতকে ভ্রমণকারী আবদুর রজ্জাকের মতে, নগরের দূর্গ সাতধাপে বিভক্ত ছিল।

সাম্রাজ্যের রাজকীয় কেন্দ্রটিতে 60 টিরও বেশী মন্দিরের অস্তিত্বের চিহ্ন রয়েছে। মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গ দেবতাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বৈধতা দিতে চাইতেন।

রাজধানী হাম্পিতে প্রচুর বিশালকায় দরজা, দালান বা ভবন, মন্দির এবং তাদের স্থাপত্য, ভগ্নপ্রায় সত্ত্বেও আজও অসংখ্য পর্যটকদের মনকে মোহাবিষ্ট করে তোলে।

সঠিক উত্তর বাছাই কর ঃ মান - ১

১। হাম্পি নামটি উদ্ভুত হয়েছিল —

ক) হাম্পিরা দেবী নাম থেকে খ) পম্পা দেবীর নাম থেকে

গ) গঙ্গা দেবীর নাম থেকে ঘ) পদ্মা দেবীর নাম থেকে

উত্তর: (ঘ) পম্পা দেবীর নাম থেকে।

নিজে করো: মান-১

২।কুদিরাই চেটিস সম্প্রদায়ের লোক করতেন —

ক) বস্ত্র ব্যবসা খ) পাথরের ব্যবসা

গ) **ঘোড়ার ব্যবসা** ঘ) অস্ত্রের ব্যবসা

৩। কৃষ্ণদেব রায় মায়ের স্মৃতিতে যে উপনগর প্রতিষ্ঠা করেন —

ক) নাগালাপুরম খ) মহাবলীপুরম

গ) গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম ঘ) হাম্পি

৪। সালুভরা ছিলেন মূলত—

ক) ব্যবসায়ী খ) স্বর্ণকার

গ) ঘোড়া ব্যবসায়ী ঘ) সেনানায়ক

৫। 'অমারানায়ক'রা ছিলেন—

ক) মন্দিরের প্রধান পুরোহিত খ) সেনাবাহিনীর প্রধান

গ) অভিনেতা ঘ) আরবের বণিক সম্প্রদায়

৬। বিজয়নগরের উত্তর-পূর্বের নদী—

ক) কৃষ্ণা খ) গোদাবরী

গ) তুঙ্গভদ্রা ঘ) যমুনা

৭। মহারাষ্ট্রে বিষ্ণুরূপে পূজিত হন—

ক) রাধাকৃষ্ণ খ) বিট্টল

গ) পম্পাদেবী ঘ) গণেশ

৮। বিজয়নগরের শাসকগণ ঈশ্বরের সঙ্গে ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক প্রচার করতে ব্যবহার করতেন—

ক) হিন্দুরাজ উপাধি খ) বিজয়শ্রী উপাধি

গ) রায় উপাধি ঘ) হিন্দু সুরত্রান উপাধি

৯। বিজয়নগর রাজ্যের রক্ষক দেবতা বিরূপাক্ষ পূজিত হতেন—

ক) শিবরূপে খ) বিষ্ণুরূপে

গ) ইন্দ্ররূপে ঘ) রামরূপে

১০। বিজয়নগরের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত—

ক) গোপুরম খ) রাজার প্রাসাদ

গ) মহানবমী দিব্য ঘ) রানীর মহল

১১। পঞ্চদশ শতকের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ভ্রমণকারী—

ক) ইবনবতুতা খ) আল-বিরুণী

গ) নাদির শাহ ঘ) আবদুর রেজ্জাক

১২। কৃষ্ণদেব রায় 1520 সালে পরাজিত করেন —

ক) উড়িষ্যার শাসককে খ) বিজপুরের সুলতানকে

গ) গোলকুন্ডার রানীকে ঘ) বাহমনী রাজ্যের শাসককে

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান - ১

১। বিজয়নগরের সমস্ত রাজকীয় নির্দেশগুলো কি নামে সাক্ষর করা হতো?

উত্তর: 'শ্রী বিরুপাক্ষ' নামে বিজয়নগরের সমস্ত রাজকীয় নির্দেশগুলো স্বাক্ষর করা হতো।

নিজে করো: মান - ১

২। হাজার রাম মন্দির কোথায় অবস্থিত?

উত্তর:হাম্পি শহরে অবস্থিত।

৩। মহানবমী দিব্যর আয়তন কত?

উত্তর:.....

৪। কোন নদীর জল দিয়ে বিজয়নগরের কৃষিকাজের সেচ করা হত?

উত্তর:.....

৫। কে ভ্রমণকারী আবদুর রেজ্জাককে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিজয়নগরে প্রেরণ করেন?

উত্তর:.....

৬। বিজয়নগর ভ্রমণকারী একজন রাশিয়ার/রুশ পর্যটকের নাম করো। (১)

উত্তর:.....

৭। সেনাপতি বা নায়করা সাধারণত কোন ভাষায় কথা বলত? (১)

উত্তর:.....

৮। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ অবসানে কে মধ্যস্থতা করেছিলেন? (১)

উত্তর:.....

৯। আরাবিদু রাজবংশের শাসকরা কোথা থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন? (১)

উত্তর:.....

১০। বিজয়নগর শহরটি পরিত্যক্ত হওয়ার প্রধান কারণ কি ছিল? (১)

উত্তর:.....

১১। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বশেষ রাজবংশের নাম লেখো। (১)

উত্তর:.....

১২। কত সালে কৃষ্ণদেব রায় রায়চুর দোয়াব অধিগ্রহণ করেন? (১)

উত্তর:.....

১৩। বিজয়নগর কি কি সামগ্রীর বাজারের জন্য বিখ্যাত ছিল? (১)

উত্তর:.....

১৪। বিজয়নগরের সঙ্গে বিবাদমান রাজ্যগুলির নাম লিখো। (১)

উত্তর:.....

১৫। 'গোপুরম' কি? (১)

উত্তর:.....

১৬। হাজার রাম মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য লিখো। (১)

উত্তর:.....

১৭। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কোন ইউরোপীয় শক্তি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে? (১)

উত্তর:.....

১৮। তামিলনাড়ুর একটি শক্তিশালী রাজবংশের নাম করো। (১)

উত্তর:.....

১৯। 'আমুক্ত মাল্যদার' রচয়িতা কে ছিলেন? (১)

উত্তর:.....

২০। 'যবন' নামে কারা পরিচিত ছিলেন? (১)

উত্তর:.....

২১। মহানবমী দিব্য ও দরবার কক্ষকে একত্রে কি বলা হয়? (১)

উত্তর:.....

২২। মহানবমী দিব্য ভবনে কোন সময়ে বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো? (১)

উত্তর:.....

২৩। মহারাষ্ট্রে বিট্টল দেবতা কী রূপে পূজিত হন? (১)

উত্তর:.....

২৪। রাজকীয় প্রাসাদ পদ্মমহলের নামকরন কারা করেছিলেন? (১)

উত্তর:.....

২৫। ভারতবর্ষের কোথায় দশেরা উৎসবটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত? (১)

উত্তর:.....

বিষয়বস্তু : আট

কৃষক, জমিদার এবং রাষ্ট্র, কৃষি ভিত্তিক সমাজ এবং মোগল সাম্রাজ্য

(আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী)

নম্বর বিভাজন

১×১ = ১

৬×১ = ৬

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার

মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রামগুলি ছিল মুলতঃ কৃষিপ্রধান। ছোট কৃষক এবং উচ্চবিত্ত ভূ-স্বামী উভয়েই কৃষিক্ষেত্রে জড়িত ছিল। জনসংখ্যার প্রায় ৮৫শতাংশ গ্রামে বাস করত। কৃষিপণ্যের থেকে রাজ্যের রাজস্ব আসত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফসলের বাণিজ্যিকরণ ঘটে, বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে মুদ্রা ও বাজার অর্থনীতি গ্রামে সম্প্রসারিত হয়।

- উক্ত শতক দুটিতে ভারতের কৃষিবিষয়ক ইতিহাসের জন্য আমরা মোগল দরবারের ঘটনাপঞ্জী এবং দলিল দস্তাবেজের উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'।
- সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলপত্রে দুই ধরনের কৃষকের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটি ছিল 'খুদকাস্তা', দ্বিতীয়টি হল পাহিকাস্তা।
- এখনকার মত সে যুগেও ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষিকাজ মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষ কিছু শস্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হত যা জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করা হত।

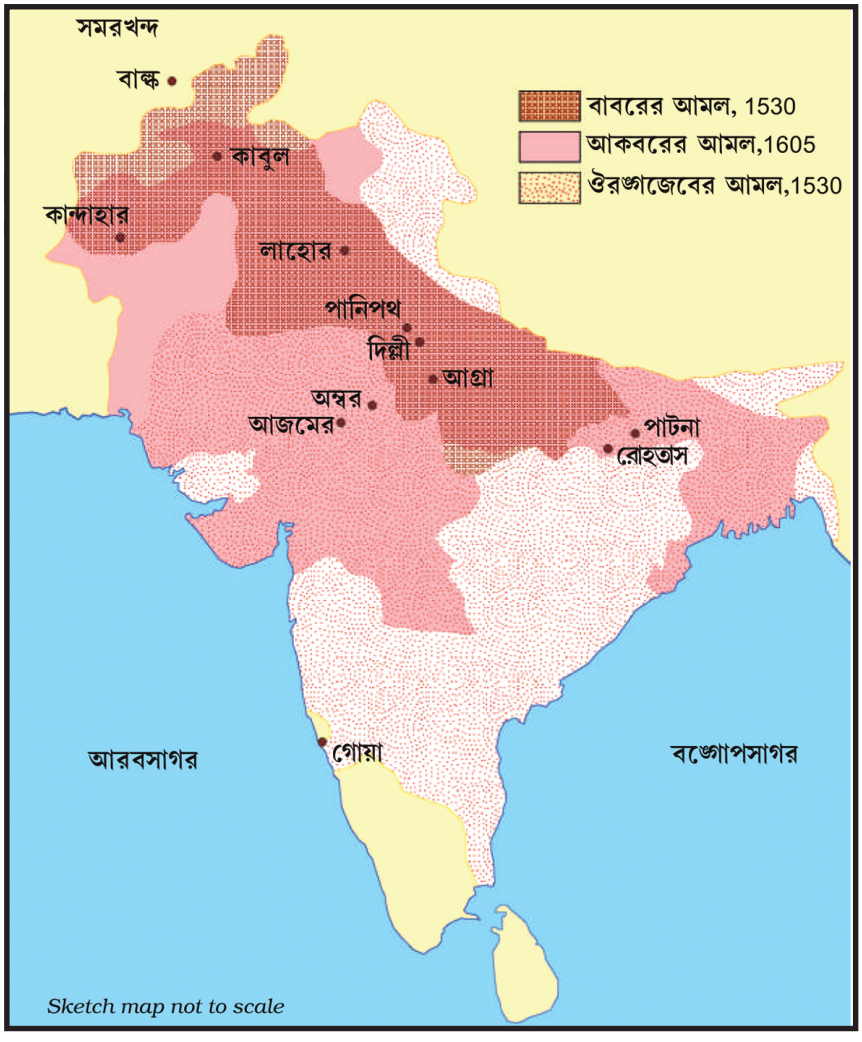

- ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারতে শস্যের প্রাচুর্য লক্ষ্যণীয় ছিল। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, আগ্রায় ৩৯ ধরনের, দিল্লীতে ৪৩ ধরনের ফসল উৎপাদিত হত। বাংলায় ৫০ ধরণের শুধু চালই উৎপাদিত হত।
- কৃষকরা জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করত, একই সাথে একা আবার একটি যৌথ গ্রামীণ সমাজের অন্তর্ভুক্তও ছিল। এই সমাজের তিনটি স্তর ছিল — কৃষক, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম প্রধান। (মুকাদ্দম বা মন্ডল)।
- কৃষিভিত্তিক সমাজের নারীরা সন্তান জন্ম দেওয়া, লালন পালন করার পাশাপাশি বীজবপন, আগাছা পরিষ্কার, ফসলকাটা, ঝাড়াই এর কাজ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকত। ভূ-স্বামী পরিবারের নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার প্রথাও ছিল।
- দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ অঞ্চল অরণ্য ঘেরা ছিল। বনবাসীরা বনজদ্রব্য, শিকার, জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। হাতির যোগান ও অভিজাতদের শিকার অভিযান এর দ্বারা রাষ্ট্রের সঙ্গে বনবাসীদের সম্পর্ক স্থাপন হতো।
- জমিদারেরা ব্যক্তিগতভাবে বিস্তীর্ণ জমির মালিক ছিল, যাকে মিল্কিয়ত বলা হয়। তারা রাষ্ট্রের হয়ে ভূমি রাজস্ব আদায় করত। অধিকাংশ জমিদারের কাছে অনেক দূর্গ, পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী ছিল।
- 'আইন-ই-আকবরী' পাঁচটি খণ্ডের সমাহার। তার মধ্যে প্রথম তিনটি খণ্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের নাম হল 'মঞ্জিল আবাদি' , 'সিপহ আবাদি', এবং 'মুল্ক আবাদি'। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই খণ্ডে আকবরের 'কল্যাণকর উক্তি' রয়েছে।

সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

১।মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে উৎপাদিত হত —

ক) চাল খ) ডাল গ) তুলা ঘ) তৈলবীজ

উত্তর:(গ) তুলা।

নিজে করো: মান - ১

২। আগ্রাতে উৎপাদিত হত—

ক) ৫০ ধরণের চাল খ) **৩৯ ধরণের ফসল**

গ) ৪৩ ধরণের ফসল ঘ) ১০ রকমের তৈলবীজ

৩। মোগলযুগে কৃষকদের বলা হত —

ক) পাইক খ) আমলা

গ) পদাতিক ঘ) রায়ত

৪। পূর্বভারতে কৃষকস্তরে উন্নীত হয় —

ক) সদ্ গোপ ও কৈবর্ত খ) আহির ও গুজার

গ) সিং ও রাজপুত ঘ) মালি ও বণিক

৫। মোগল যুগে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত—

ক) শস্যের বিনিময়ে খ) খাতায় লিখে

গ) নগদে ঘ) বাকীতে

৬। সম্পত্তির ওপর মহিলাদের অধিকার ছিল—

ক) উড়িষ্যায় খ) পাঞ্জাবে

গ) মহারাষ্ট্রে ঘ) বিহারে

৭। জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতার মূল উৎস ছিল—

ক) দাস-দাসীর সংখ্যা খ) রাজস্ব আদায়

গ) যুদ্ধ বিজয় ঘ) হীরার মজুত

৮। মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনীতি মূল ভিত্তি ছিল—

ক) ভূমি রাজস্ব খ) বহির্বাণিজ্য

গ) কুটির শিল্প ঘ) লুণ্ঠন

৯। সাফাভিদ সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল —

ক) তুর্কি খ) ইরাক

গ) রোম ঘ) ইরান

১০। আকবরের রাজত্বের ——বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আইন-ই-আকবরী প্রকাশিত হয়।

ক) ৪০ তম খ) ৪২ তম

গ) ৫০ তম ঘ) ৫২ তম

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান - ১

১। আইন-ই-আকবরী এর মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর: এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার একটি আদর্শ রূপকল্প তৈরী করা।

নিজে করো: মান - ১

২। পার্সিয়ান শব্দ 'মুজারিয়াত' এর অর্থ কি?

উত্তর:.....

৩। বাবরের আমলে সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে কোন অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থার তুলনা করা হত?

উত্তর:.....

৪। আকবর কেন তামাক চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন?

উত্তর:.....

৫। জিনস্-ই-কামিল-এর অর্ন্তগত দুটি শস্যের নাম করো।

উত্তর:.....

৬। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত দুটি ফসলের নাম করো।

উত্তর:.....

৭। হালাল খোরণ বা মেথররা কোথায় বসবাস করতেন?

উত্তর:.....

৮। গো-পালন ও উদ্যান চাষে পারদর্শিকতার জন্য কোন কোন সম্প্রদায় সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়?

উত্তর:.....

৯। জাতি-পঞ্চায়েতের যে কোন একটি কাজ উল্লেখ করো।

উত্তর:.....

১০। গ্রামীণ সমাজের শতকরা কতভাগ পরিবার কারিগর শ্রেণীর ছিল?

উত্তর:.....

১১। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাজশাহীর জমিদারী কর্তৃত্ব কার হাতে ছিল?

উত্তর:.....

১২। কোন মোগল সম্রাট ফতেপুর সিক্রি নির্মাণ করেন?

উত্তর:.....

১৩। বনবাসী ভিল সম্প্রদায় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কি কাজ করত?

উত্তর:.....

১৪। কোন চুক্তি অনুযায়ী বনবাসীরা হাতি সরবরাহ করতেন?

উত্তর:.....

১৫। পাইকরা কিসের বিনিময়ে অহোম রাজাদের সামরিক সেবা দিতেন?

উত্তর:.....

১৬। জমিদারেরা মিল্কিয়ত জমিতে কাদের সাহায্যে চাষাবাদ করতেন?

উত্তর:.....

১৭। 'আইন-ই-আকবরী' অনুসারে ভারতে জমিদারদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি কত ছিল?

উত্তর:.....

১৮। 'আমিল গুজুর' নামে কারা পরিচিত ছিলেন?

উত্তর:.....

১৯। 'মনসবদারী প্রথা' কি ছিল?

উত্তর:.....

২০। কে রূপার বাট আমদানীর মানচিত্র তৈরী করেছিলেন?

উত্তর:.....

২১। মোগল সাম্রাজ্যের সমসাময়িক, এশিয়া মহাদেশের দুটি সাম্রাজ্যের নাম লিখো।

উত্তর:.....

২২। আইন-ই-আকবরীর দুইজন ইংরেজ অনুবাদকের নাম লিখো।

উত্তর:.....

২৩। কত সালে হুমায়ুন লুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন?

উত্তর:.....

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখো।

মান — ৬

১। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর: আকবর দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস রচনার বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ ছিল 'আইন-ই-আকবরী'। এর বিষয়বস্তু নীচে আলোচনা করা হল—

ক) মোগল রাজদরবার সম্পর্কিত তথ্য, প্রশাসন ও সৈন্য, রাজস্বের উৎস এবং আকবরের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক নকশা। এছাড়াও ছিল আকবরের সময়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মাচরণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

খ) আকবরের আমলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের বিবরণ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও প্রদেশগুলির পরিসংখ্যান গত তথ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

গ) আইন-ই-আকবরী প্রথম খন্ড মঞ্জিল-আবাদিতে রাজপ্রাসাদ এবং এর পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া আছে।

ঘ) দ্বিতীয় খন্ডে সিপহ-আবাদিতে লিখিত আছে সৈনিক, নাগরিক প্রশাসন এবং রাজকর্মচারী বিষয়ক তথ্য। এই খন্ডে সম্রাটের জারি করা ফরমান, মনসবদার, বিদ্বান, কবি এবং শিল্পীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

ঙ) তৃতীয় খন্ড মুল্ক-আবাদিতে আমরা পাই সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, রাজস্বের হার এবং এর পাশাপাশি আকবরের আমলের বারটি প্রদেশ বা সুবার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত বিশদ তথ্য।

চ) চতুর্থ ও পঞ্চম খন্ডে (দফতর) ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই দুই খন্ডে আকবরের 'কল্যাণকর উক্তিও' রয়েছে।

ছ) আইন-ই-আকবরী মোগল আমলের একটি মূল্যবান-উৎস বা দলিল হলেও তা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এর পরিমাণগত তথ্যের অপ্রতুলতা ও বৈষম্য। সমস্ত প্রদেশ থেকে সমানভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি।

নিজে করো। মান - ৬

২। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহির্বাণিজ্য ও রূপার যোগান সম্পর্কে লেখো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। মোগল সাম্রাজ্যে গ্রামীণ কারিগরদের অবদান কি ছিল? (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জলসেচ ব্যবস্থা এবং সেচ প্রযুক্তির কি উল্লেখ আমরা পাই? (৬)

উত্তর:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষিসম্পর্কিত ইতিহাস রচনার তথ্য পাওয়ার জন্য কোন কোন উৎসের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়? (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : নয়

সম্রাট এবং তাঁদের ইতিহাস

মোগল দরবার

(ষোড়শ — সপ্তদশ শতাব্দী)

নম্বর বিভাজন

১×১ = ১

৬×১ = ৬

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার:

- ১৫২৬ সালে বাবর মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মোঙ্গাল' শব্দ থেকে 'মোগল' নামের উৎপত্তি হয়েছে। তবে এটি রাজবংশের শাসকদের দ্বারা নিজেদের জন্য বেছে নেওয়া নাম নয়। ইউরোপীয়রা বাবর ও তাঁর বংশধরদের মোগল নামে অভিহিত করেছেন।
- বাবর পিতার দিক থেকে তৈমুরের বংশোদ্ভূত এবং তাঁর মায়ের দিক থেকে মোঙ্গাল বংশোদ্ভূত ছিলেন।
- তাঁর বিখ্যাত উত্তরসূরিরা হলেন— নাসিরুদ্দিন হুমায়ুন (1530-40, 1555-56), জালালউদ্দিন আকবর (1556 - 1605), জাহাঙ্গীর (1605 - 1627), শাহজাহান (1628-58) এবং ঔরঙ্গাজেব (1658-1707)।
- 1707 সালে ঔরঙ্গাজেবের মৃত্যুর পর মোগল রাজবংশের শক্তি ক্রমশ: হ্রাস পেতে থাকে। 1857 সালে শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে ব্রিটিশরা সিংহাসন থেকে উৎখাত করে এবং সাম্রাজ্যের পতন হয়।
- মোগল দরবারের ইতিহাস ফার্সি ভাষায় লেখা হয়েছিল। তাদের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী। বাবর তার 'স্মৃতি কথা' এবং কবিতা তুর্কী ভাষাতেই রচনা করেছিলেন।
- মোগল সাম্রাজ্যে চিত্রশিল্পীদের বেশ কদর ছিল। ইরান থেকেও শিল্পীরা মোগল ভারতে যাত্রা করেছিলেন।
- মোগল রাজবংশের ইতিহাসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হল 'আকবর নামা' এবং 'বাদশাহ নামা'।
- 'আকবর নামার' রচয়িতা আবুল ফজল। একে তিনটি বইয়ে বিভক্ত কার হয়েছে, যার প্রথম দুটি কালানুক্রমিক ইতিহাস। তৃতীয় বইটি হল 'আইন-ই-আকবরী'।
- আবুল ফজলের ছাত্র আবদুল হামিদ লাহোরি, 'বাদশা নামা'র লেখক ছিলেন। এটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত, প্রতিটি খন্ডে দশটি-চন্দ্র বছরের ইতিহাস বর্ণিত আছে।
- মোগল দরবারের ঐতিহাসিকরা মোগল সাম্রাজ্যকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে দেখিয়েছিলেন যেখানে সম্রাটদের ক্ষমতা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন। 'সুল-ই-কুলের' আদর্শকে রাষ্ট্রের নীতিমালার মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল।
- ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের রাজধানী বেশ কয়েকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল রাজধানী শহর, যেখানে রাজদরবার গড়ে উঠেছিল।
- মোগল সম্রাটের পরিবার ছিল বিশাল। নিকট-দূর আত্মীয়, দাস-দাসী ও বিপুল লোক নিয়ে এক সার্বভৌম পরিবার। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ন নামায়' এর দৃষ্টান্ত আছে।
- সমস্ত সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বলা হতো মনসবদার। সরকারী চাকুরীতে যোগদান করতে গেলে কোন ব্যাক্তিকে মনসবদারের অনুমোদনের প্রয়োজন হত।

সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান- ১

১। 'আলমগীর নামা' রচনা করেন—

ক) ঔরঙ্গজেব খ) আবুল ফজল গ) লাহোরী ঘ) মহম্মদ কাজিম

উত্তর: (ঘ) মহম্মদ কাজিম

নিজে করো: মান- ১

২। জেসুইটরা ছিলেন—

ক) শিখ খ) পার্সী গ) **খ্রীস্টান** ঘ) জৈন

৩। সাফাভিদ এবং মোগলদের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ ছিল—

ক) কাবুল খ) কান্দাহার গ) দিল্লী ঘ) লাহোর

৪। প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রধান ছিলেন —

ক) সুবাদার খ) দেওয়ান গ) বক্সী ঘ) সদর

৫। গুলবদন বেগম ছিলেন আকবরের —

ক) বোন খ) মা গ) পিসি ঘ) কন্যা

৬। চাঁদনি চকের নকশা তৈরি করেন —

ক) জাহানারা খ) গুলবদন বেগমগ) নূরজাহান ঘ) রোশনারা

৭। দারাশিকোর বিয়েতে বোন জাহানারা দিয়েছিলেন—

ক) ৩২ লক্ষ টাকা খ) ১০ লক্ষ টাকা গ) ১২ লক্ষ টাকা ঘ) ১৬ লক্ষ টাকা

৮। জিজিয়া কর বাতিল করেন—

ক) বাবর খ) আকবর গ) হুমায়ুন ঘ) জাহাঙ্গীর

৯। শেরশাহ পরাজিত করেন —

ক) বাবরকে খ) জাহাঙ্গীরকে গ) শাহজাহানকে ঘ) হুমায়ুণকে

১০। রেঙ্গুনে নির্বাসিত মোগল সম্রাট —

ক) শাহ আলম খ) ফারুক শিয়ার

গ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর ঘ) দ্বিতীয় আকবর

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান- ১

১। 'জঙ্গল বুক' এর মোগলি চরিত্রটি কোন নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

উত্তর: মোগল নাম থেকে।

২। শেরশাহের সাথে যুদ্ধে হেরে হুমায়ুন কার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

উত্তর: ইরানের সাফাভিদ শাসকের কাছে।

নিজে করো: মান- ১

৩। তুরাণের শাসকদের সম্প্রসারণবাদী নীতি কে দমন করেছিলেন?

উত্তর:.....

৪। বাবরের 'স্মৃতি কথা' কি ভাষায় 'বাবরনামা' রূপে অনুদিত হয়?

উত্তর:.....

৫। সম্রাট আকবরের প্রিয় লিখন শৈলীর নাম লিখ।

উত্তর:.....

৬। 'বাদশা নামার' প্রথম দুই খন্ড কে সংশোধন করেছিলেন?

উত্তর:.....

৭। কে 'আকবর নামার' ইংরেজী অনুবাদ করেন?

উত্তর:.....

৮। রানী অ্যালানকোয়া কে ছিলেন?

উত্তর:.....

৯। কে 'ঐশ্বরিক আলোর' ধারণাটি উদ্ভাবন করেন?

উত্তর:.....

১০। মোগল অভিজাতরা কোন কোন জাতির লোক ছিলেন?

উত্তর:.....

১১। মোগল সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত "পেশকশ" শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর:.....

১২। আবুল ফজলের মতে মোগল সম্রাট তাঁর প্রজাদের কোন চারটি বিষয়কে রক্ষা করতেন?

উত্তর:.....

১৩। ফতেপুর সিক্রিতে 'বুলান্দ দরজা' আকবরের কোন প্রদেশ বিজয়ের সাক্ষ্য বহন করে?

উত্তর:.....

১৪। 'শাব-ই-বরাত' কখন উদযাপিত হয়?

উত্তর:.....

১৫। মোগল সম্রাটরা বছরে যে তিনটি বড় উৎসব পালন করতেন সেগুলির নাম লিখ।

উত্তর:.....

১৬। সম্রাটের জন্মদিনে সেবাকেন্দ্রে দান কি পদ্ধতিতে করা হত?

উত্তর:.....

১৭। ঔরঙ্গজেব 'মির্জা রাজা' উপাধিটি কাদের প্রদান করেছিলেন?

উত্তর:.....

১৮। 'নাজর প্রথা' কি ছিল?

উত্তর:.....

১৯। শাহজাহান কন্যা জাহানারা কোন বন্দর থেকে রাজস্ব আদায় করতেন?

উত্তর:.....

২০। মোগল সাম্রাজ্যে কাদের 'গুলদস্তা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিলেন?

উত্তর:.....

২১। আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল কোন জাতের লোক ছিলেন?

উত্তর:.....

২২। সদর-উস-সুদুর মন্ত্রী হিসেবে কোন দায়িত্ব পালন করতেন?

উত্তর:.....

২৩। পরগণা (উপ-জেলা) স্তরের তদারকির ভার কাদের উপর ন্যস্ত ছিল?

উত্তর:.....

উৎস ভিত্তিক প্রশ্ন :

উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবুল ফজল চিত্রকলা শিল্পকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে ধারন করেছিলেন:

যে কোনো কিছুর সদৃশ আঁকাকে তসবির বলে। মহামতি প্রভু তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই এই শিল্পের প্রতি একটি দুর্দান্ত অনুরাগ দেখিয়েছেন এবং এটিকে প্রতিনিয়ত উৎসাহদান করেছেন। যেহেতু তিনি এটিকে অধ্যয়ন এবং পরিতোষ উভয়ের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। খুব বড়ো সংখ্যক চিত্রশিল্পীরা কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে, রাজকর্মী, কর্মশালার বেশ কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক এবং কেরানি সম্রাটের সামনে প্রতিটি শিল্পীর দ্বারা সম্পাদিত কাজ জমা দেয় এবং মহামান্য সম্রাট একটি পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাদের কাজের মান অনুযায়ী শিল্পীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের এখন খোঁজা হোক, বিহজাদের যোগ্য শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মটি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করা ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের বিস্ময়কর চিত্রকর্মের পাশে রাখা হোক। বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, নিখুঁত সমাপ্তি এবং সাহসিক সম্পাদনা চিত্রকর্মে দেখা দেয়, যা অতুলনীয়, এমনকি কী নির্জীব বস্তুগুলোকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে প্রাণ আছে। শতাধিক চিত্রশিল্পী শিল্পের বিখ্যাত বিশারদ হয়ে উঠেছে। এটি বিশেষত হিন্দু শিল্পীদের ক্ষেত্রে সত্য ছিল। তাদের চিত্রগুলো আমাদের ধারণাগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। গোটা বিশ্বে তাদের সমতুল্য খুব কমই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন :

১। তসবির কী?

২। আকবর কীভাবে চিত্রাঙ্কনে উৎসাহদান করতেন?

৩। আকবর কেন চিত্রাঙ্কনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন?

৪। হিন্দু চিত্রকরদের চিত্রাঙ্কনের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখো। ১ + ২ + ১ + ২

উত্তর :

১। যে কোনো কিছুর হুবহু চিত্রাঙ্কনকে 'তসবির' বলে?

২। চিত্রাঙ্কনে উৎসাহদান করতে মোগল সম্রাট আকবর — (ক) রাজ দরবারে বহু চিত্রশিল্পী নিয়োগ করেছিলেন।

(খ) দক্ষ শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করা হত।

৩। আকবর চিত্রাঙ্কনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কারণ— তিনি এটাকে শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম বলে মনে করতেন।

৪। হিন্দু চিত্রকরদের চিত্রাঙ্কনের দুটি বৈশিষ্ট্য হল - (ক) হিন্দু চিত্রশিল্পীদের চিত্রাঙ্কনে ছিল বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ, বর্ণনা, নিখুঁত সূক্ষ্মতা। (খ) তাঁরা যে কোনো নির্জীব বস্তুকেও অঙ্কনের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন।

প্রশ্ন : ২। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আবুল ফজল আকবরের দরবারে এক বিশেষ বিবরণ দেন :— যখনই মহামতি (আকবর) দরবারে যেতেন, তখনই একটি বড়ো ঢাক বাঁজানো হত এর ধ্বনি ঐশ্বরিক প্রশংসা সহকারে আসত। এভাবে সমস্ত শ্রেণির লোকদের জানান দেওয়া হয়। মহামান্য সম্রাটের পুত্রগণ ও নাতি-নাতনিগণ, দরবারের প্রবীণরা এবং অন্যান্য সমস্ত পুরুষদের প্রবেশাধীকার রয়েছে, 'কর্ণিশ' করতে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। খ্যাতিমান এবং দক্ষ তথা শিক্ষিত পুরুষরা তাদের শ্রদ্ধা জানায় এবং ন্যায় বিচারের কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। মহামান্য তাঁর সাধারণ অন্তদৃষ্টি দিয়ে আদেশ দেন এবং সন্তোষজনক উপায়ে সব কিছু মীমাংসা করেন। এই সময়কালে সকল দেশের দক্ষ মল্লযোদ্ধা এবং কুস্তিগিররা নিজেকে প্রস্তুত রাখে এবং গায়ক গায়িকারা অপেক্ষা করতে থাকে। চতুর জাদুকররা এবং মজাদার বাজিকররা তাদের দক্ষতা এবং তৎপরতা প্রদর্শন করতে অধির আগ্রহ দেখায়।

১। আবুল ফজল কে ছিলেন ? তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কী?

২। মোগল রাজদরবারের যে কোনো দুটি কাজের উল্লেখ করো।

৩। সম্রাটকে কী কী পদ্ধতিতে অভিবাদন জানানো হয়?

৪। সম্রাট কীভাবে তাঁর দিনের কাজ শুরু করতেন? ১ + ২ + ২ + ১

প্রশ্ন: ৩। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আকবরের দরবারের বাসিন্দা জেসুইট পুরোহিত ফাদার আন্তোনিও মাঁসির‍্যাট লক্ষ্য করলেন :—

যাতে অদম্য ক্ষমতার উপভোগের মধ্য দিয়ে মহান অভিজাতরা দাম্ভিক না হয়ে যান, তাই রাজা তাদেরকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন এবং তাদেরকে এমন জঘন্য আদেশন দেন, যেন তারা তাঁর দাস। এই আদেশগুলোর আনুগত্য তাদের উচ্চতর পদ এবং মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে।

১। ফাদার আন্তোনিও মাঁসির‍্যাট সম্পর্কে তুমি কী জান ?

২। সম্রাট কীভাবে তাঁর অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করতেন?

৩। মোগল অভিজাত শ্রেণির যেকোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২ + ২ + ২

প্রশ্ন : ৪। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনসারেট, যিনি প্রথম জেসুইট মিশনের সদস্য ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণীতে তিনি বলেছেন:–

যারা তাঁর শ্রোতা, তাদের কাছে তিনি (আকবর) নিজেকে কতটা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন তা অতিরঞ্জিত করে বলা

শক্ত। কারণ তিনি প্রায় প্রতিদিন সাধারণ বা মহৎ লোকদের বা যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে তাঁকে দেখার এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দিতেন এবং যাঁরা তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দিতেন এবং যাঁরা তাঁর সাথে কথা বলতে আসে তাদের প্রতি কড়া মনোভাব না দেখিয়ে বরং নিজেকে মনোমুগ্ধকর, মৃদুভাষী এবং স্নেহময় দেখানোর চেষ্টা করেন। এটি অত্যন্ত স্মরণীয় যে এই নম্রতা ও স্নেহশীলতা তাঁকে তাঁর প্রজাদের মনে সংযুক্ত করতে কতটা দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল।

১। জেসুইট কারা ?

২। ষোড়শ শতকে ভারতে জেসুইট মিশনের ভূমিকা কী ছিল?

৩। আকবর তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের সাথে কীরকম ব্যবহার করতেন?

৪। আকবর তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের সাক্ষাৎ সহজ করার জন্য কী করেছিলেন? ১ + ২ + ২ + ১

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (১৫০ শব্দের মধ্যে) ঃ মান — ৬

১। মোগলদের রাজধানী স্থানান্তরণ এবং রাজসভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর: মোগলদের রাজধানী শহর স্থানান্তকরণ এবং রাজসভা সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল:

ক) মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল এর রাজধানী শহর। যেখানে রাজদরবার গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগলদের রাজধানী শহরগুলো প্রায়ই স্থানান্তরিত হতো।

খ) দিল্লী সুলতান লোদী বংশের রাজধানী ছিল আগ্রা। বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে আগ্রা দখল করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের চার বছরে, তাঁর দরবার প্রায়ই স্থানান্তরিত হয়েছিল ।

গ) সম্রাট আকবর গুজরাট বিজয়ের পর 1570 এর দশকে ফতেপুর সিক্রিতে একটি নতুন রাজধানী তৈরীর সিদ্ধান্ত নেন। এর অন্যতম কারণ হল সিক্রি আজমীরগামী রাস্তায় অবস্থিত। শেখ মইনউদ্দিন চিস্তির দরগা আজমীর অবস্থিত ছিল এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

ঘ) 1585 সালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে আরও অধিক নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আকবর তাঁর রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

ঙ) 1648 সালে সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজধানী শাহজাহানাবাদে স্থানান্তরিত করেন। এই নতুন শহরটি অনেকগুলি খাল দ্বারা যুক্ত ছিল এবং প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।

চ) সম্রাট ঔরঙ্গাজেব তাঁর রাজধানী মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'দাক্ষিণাত্য নীতির' জন্য বা দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সুবিধার কথা বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ছ) সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মোগল দরবার ব্যবস্থা সম্রাটের পদমর্যাদাকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত। রাজসভায় কোনও পারিষদের পদমর্যাদা সম্রাটের সাথে তার দূরত্বের দ্বারা নির্ধারিত হত।

নিজে করো: মান - ৬

২। পাণ্ডুলিপি তৈরীর বিভিন্ন ধাপগুলির বর্ণনা দাও।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। মোগল সম্রাট কিভাবে ঝুল-বারান্দায় (balcony) এবং দেওয়ান-ই-আমে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করতেন ?(৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অথবা

সম্রাটের 'ঝারোখাদর্শন' ও 'দেওয়ান-ই-আমের' কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। মোগল দরবারে জেসুইট-মিশনারীদের কার্যকলাপ কি ছিল? (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। মোগল সাম্রাজ্যে কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং তাদের পদমযার্দা কিভাবে ঠিক করা হতো বলে তুমি মনে কর? (৬)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। (৬)

উত্তর:

ভাগ - ৩

বিষয়বস্তু : দশ

ঔপনিবেশবাদ এবং গ্রামাঞ্চল
সরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার:

নম্বর বিভাজন: ৪

১×১ = ১

১×৩ = ৩

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলায় যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। সূর্যাস্ত আইনের ভিত্তিতে বৎসর শেষে নির্দিষ্ঠ দিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে পর্যন্ত জমির রাজস্ব আদায় করতে বাধ্যতামূলক করা হয় জমিদারদেরকে, না হয় তাদের জমিদারী নীলামে তুলে দেওয়ার আইন তৈরী করা হয়েছিল।
- জোতদার : গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষকরা জোতদার নামে পরিচিত। তাদের নিয়ন্ত্রণে বিশাল জমি থাকত, ব্যবসা ও সুদে টাকা ধার দিত। তাদের জমির একটি বড় অংশ ভাগচাষী বা বর্গাদাররা চাষ করতো।
- 'হাবিলদার', 'ঘন্টিদার' ও 'মন্ডল' : ধনী কৃষক এবং গ্রামের মোড়লরাও বাংলার বিভিন্ন পল্লী এলাকাতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। কিছু জায়গাতে তাদের 'হাবিলদার' বলা হতো, আবার কিছু কিছু জায়গাতে তাদের 'ঘন্টিদার' অথবা 'মন্ডল' বলেও জানা যেত।
- পঞ্চম প্রতিবেদন : ১৮১৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ সংসদে ইষ্ঠ ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হয়ে ১০০২ পাতার যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তা পঞ্চম প্রতিবেদন নামে পরিচিত। এই প্রতিবেদনে জমিদার ও রায়তদের আর্জি ও খাজনা সংগ্রহকারীদের দেওয়া তথ্যের মন্তব্য তুলে ধরা হয়। কোম্পানীর প্রকৃতি নিয়ে সংসদে তীব্র বিতর্কের ভিত্তিতে একটি তদারকী কমিটি তৈরী করা হয় এই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী।
- পাহাড়ীয়া: বুকাননের রাজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে রাজমহলের পাহাড়ে এক ধরণের উপজাতিদের বসবাস ছিল তাদের 'পাহাড়ীয়া' বলা হত। রাজমহলের পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের সংগৃহিত বনজ সম্পদ ও উৎপাদিত সম্পদ সমতলে বিক্রির জন্য নিয়ে যেত। পাহাড়ে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।
- সাঁওতাল : সাঁওতালরা সমাজের উপজাতি অংশের মানুষ। ১৭৮০ এর দশকে তারা রাজমহলের পাদদেশে বসবাস করতে শুরু করে। কৃষিকার্যে তারা পাহাড়ীয়াদের তুলনায় দক্ষ ছিল। ১৮৩২ খ্রীঃ দামিন -ই-কোহ নামে বিশাল অঞ্চল সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
- রায়তওয়ারী :ব্রিটিশরা উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে দাক্ষিণাত্যে যে অস্থায়ী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। সরকার প্রতি ৩০ বৎসর অন্তর জমি জরিপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভিন্ন ধরণের জমি থেকে গড় আয় নির্ণয় করে রাজস্বের পরিমান নির্ধারিত করা হয়।
- লিমিটেড আইন: ব্রিটিশ সরকার মহাজন ও রায়তদের ঋণের ব্যাপারে এই আইন ১৮৫৯ খ্রী: তৈরী করে। ঋণের খাতায় মহাজন ও রায়তদের স্বাক্ষরিত ঋণপত্রের মেয়াদ তিন বৎসর নির্ধারিত হয়।

১। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান — ১

ক) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু হয় —

অ) বাংলায় খ) উত্তর ভারতে গ) পাঞ্জাবে ঘ) দাক্ষিণাত্যে

উত্তর: ঘ) দাক্ষিণাত্যে

খ) সাঁওতাল পরগণায় 'দিকু' বলা হত—

অ) জমিদারদের　　খ) জোতদারদের

গ) গ্রামের মোড়ল বা প্রধানকে　　ঘ) সুদ খোর মহাজনদের

উত্তর: ঘ) সুদ খোর মহাজনদের

২। একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখো: মান - ১

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোথায় , কাদের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়?

উত্তর: ১৭৯৩ খ্রীষ্ঠাব্দে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

খ) দামিন-ই-কোহ্ কি?

উত্তর: ১৮৩২ খ্রীঃ রাজমহলের পাদদেশে সাঁওতাল উপজাতিগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট জমির ভূখন্ড কে দামিন-ই-কোহ্ বলা হয়।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ৬০টি শব্দের মধ্যে লেখো: মান- ৩

ক) বাংলায় কেন জমিদাররা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পীকে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হতেন?

উত্তর: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ভূমি রাজস্বের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু জমিদাররা নিয়মিতভাবে কোম্পানীকে তাদের ধার্য্যকৃত রাজস্ব সুনির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, প্রাথমিকভাবে কোম্পানীর ধারণাছিল শুরুতে রাজস্বের পরিমাণ অতিরিক্ত হলেও পরিবর্তীকালে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি হলে রাজস্বের চাপ কমে যাবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ফসলের মূল্য হ্রাস থাকার কারণে রাজস্বের অতিরিক্ত বোঝা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। সূর্যাস্ত আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব না দেওয়ার ফলে অনেক জমিদারদের জমি হাতছাড়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা অনেকাংশ খর্ব করা হয়। রায়তরা অনেকাংশে জমিদারদের ঝামেলায় রেখে রাজস্ব দিতে অনিহা প্রকাশ করত। এই সমস্ত কারণে জমিদারগণ সময়মত রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হতেন।

নিজে করোঃ

৪। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান - ১

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন:

অ) ওয়ারেন হেস্টিংস　　আ) **লর্ড কর্ণওয়ালিশ**　　ই) লর্ড ডালহৌসি　　ঈ) রবার্ট ক্লাইভ

খ) ফ্রান্সিস বুকানন কে ছিলেন:

অ) অর্থনীতিবিদ　　আ) শিক্ষাবিদ　　ই) পরিব্রাজক　　ঈ) **ব্রিটিশ কর্মচারী।**

গ) হাবিলদার, মন্ডল, দন্ডিদার কাদের বলা হত—

অ) জমিদারদের　　আ) মহাজনদের　　ই) **জোতদারদের**　　ঈ) ব্রিটিশ পুলিশ-কে

৫। একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) 'জোতদার' কাদের বলা হত?

উত্তর: গ্রামের ধনী কৃষকরা 'জোতদার' নামে পরিচিত ছিলেন।

খ) পাহাড়ী লোকদের ও সাঁওতালদের লড়াই ঝগড়া কি নামে পরিচিত?

উত্তর:.....

গ) 'সাঁওতাল' বিদ্রোহ কবে সংঘটিত হয়?

উত্তর:.....

ঘ) 'পঞ্চম প্রতিবেদন' কি?

উত্তর:.....

চ) দাক্ষিণাত্যে কবে কাদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়?

উত্তর:.....

ছ) রাজমহলের পাহাড়ের পাদদেশে কারা বসবাস করত?

উত্তর:.....

জ) কবে লিমিটেশন আইন পাশ হয়?

উত্তর:.....

ঝ) রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কাদের সঙ্গে স্থাপন করা হয়?

উত্তর:.....

ঞ) ফ্রান্সিস বুকানন কে ছিলেন?

উত্তর:.....

ট) সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে এবং কোথায় শুরু হয়েছিল?

উত্তর:.....

ঠ) সাঁওতাল বিদ্রোহের দুইজন নেতার নাম করো?

উত্তর:.....

ড) রাজমহল পাহাড়ের 'পাহাড়িয়া' উপজাতিরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত?

উত্তর:.....

৫। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ৬০টি শব্দের মধ্যে লিখো: মান - ৩

ক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হয়?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নীলামি জমির জমিদাররা কিভাবে তাদের জমিদারী স্বত্ত্ব ফিরে পেত?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) রাজমহলে 'পাহাড়ীয়া' ও 'সাঁওতালীদের' সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয় তা আলোচনা করো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) পঞ্চম প্রতিবেদনে জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে তুমি কি জানো?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ) ফ্রান্সিস বুকানন পাহাড়ীয়াদের সম্পর্কে প্রতিবেদনে কি লিখেছিলেন? তার প্রতিবেদনে কোম্পানী কীভাবে উপকৃত হয়?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ) ব্রিটিশ সরকার কেন ১৮৫৯ খ্রীঃ 'Limitation Law' তৈরী করেছিল, এর ফলে কি রায়তদের অবস্থার উন্নতি হয়?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ) দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহের কারণ কি ছিল এবং কিভাবে তা বিস্তার লাভ করে।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : এগার

ব্রিটিশ রাজত্ব এবং বিদ্রোহীরা

১৮৫৭ -এর মহাবিদ্রোহ এবং এর বিবরণ

নম্বর বিভাজন

১×১ = ১

৩×১ = ৩

মোট — ৪

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- মহাবিদ্রোহ: ১৮৫৭ সালের ১০ই মে মিরাটে যে সেনাছাউনিতে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় তা অচিরেই অন্যান্য প্রদেশের সেনাছাউনিগুলিতে বিস্তার লাভ করে। অচিরেই এই বিদ্রোহে সাধারণ মানুষ মিলেমিশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইতিহাসে এই ঘটনা মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ : সিপাহী বিদ্রোহের যুগে মোঘল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিল দিল্লীর সম্রাট। সিপাহীরা তাঁর সমর্থনের প্রত্যাশায় মিরাট থেকে দিল্লীর লালকেল্লায় পোঁছায়।
- মহাবিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ: যে সকল প্রাদেশিক শাসকরা ব্রিটিশ সরকারের দুর্ভোগের শিকার হন তারা প্রাথমিক ভাবে বিদ্রোহের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। যেমন— ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, বিহারের কুনওয়ার সিং, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও, অযোধ্যার হজরত মহল, ফৈজাবাদের আহমদুল্লা শাহ প্রমুখরা।
- গুজব: বিদ্রোহীরা ধারণা করেছিল, এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু এবং শকুরের চর্বির প্রলেপ দেওয়া আছে। যা দাঁতে কাটলে জাত ও ধর্ম দুটোই নষ্ট হবে। বিদ্রোহীরা মনে করত ব্রিটিশ খ্রীষ্ঠান ধর্মালম্বী শাসকরা তাদের ধর্মের উপর আঘাতের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন।
- নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ: তিনি ছিলেন অবধের (অযোধ্যার) শাসক। ব্রিটিশ- সরকার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি অযোধ্যার নবাবের উপর চাপিয়ে তাকে কলকাতায় নির্বাসন করে। এবং ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার অযোধ্যা দখল করে।
- রিলিফ অফ লক্ষ্মৌ : 'রিলিফ অফ লক্ষ্মৌ' চিত্রটি টমাস জোনস্ বার্কার ১৮৫৯ খ্রীঃ অঙ্কন করেন। বিদ্রোহীদের দমন এবং ব্রিটিশদের রক্ষা করার জন্য তিনি চিত্রটিতে ইংরেজ নায়কদের প্রশংসা করেন।

১। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান - ১

ক) কুনওয়ার সিং ছিলেন বিহারের —

অ) পুলিশ আ) প্রজা ই) জমিদার ঈ) বিদ্রোহ বিরোধী

উত্তর: ই) জমিদার।

খ) সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভারতে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর নতুন কমান্ডার নিযুক্ত হন—

অ) হ্যাবলক আ) ডালহৌসি

ই) জোসেফ পেটন ঈ) কলিন ক্যাম্পবেল

উত্তর: ঈ) কলিন ক্যাম্পবেল।

২। একটি পুর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রর্বতন করেছিলেন?

উত্তর: লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খ্রীঃ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

খ) সিপাহি বিদ্রোহের দুজন মহিলা নেতৃত্বের নাম লিখো?

উত্তর: সিপাহি বিদ্রোহের সময় যে দুজন মহিলা নেতৃত্বে ছিলেন - ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই এবং বেগম হজরত মহল।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখো: মান - ৩

ক) তুমি কি মনে করো ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পেছনে ধর্মীয় ভাবাবেগ বিদ্রোহকে ত্বরাণিত করেছিল?

উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে প্রথম সূচনা হলেও তা অচিরেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে। বিদ্রোহের শুরুতে ভারতীয় সিপাহীরা এনফিল্ড রাইফেলের কাতুর্জে গরু ও শুকরের চর্বির প্রলেপ সন্দেহে তা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে অসম্মতি জানায়, জাতি-বর্ণ উভয়দিকে তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগ আঘাত আসে। গ্রামাঞ্চলের সিপাহিদের আত্মীয়রা তাদের দাবী মেনে এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ইংরেজ, খ্রীষ্ঠধর্মাবলম্বী শাসকদের শাসনে সংস্কারমূলক অনেক আইন হয় যেমন, বাল্য-বিবাহ রোধ করা, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা, ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করে। তাছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেক উলেমা জিহাদের ডাক দেয়, মৌলবি আহমদউল্লাহ শাহ চিন হাটের যুদ্ধে হেনরি লরেন্সের বাহিনীকে পরাজিত করেন। এছাড়াও ভারতীয় চিরাচরিত ধর্মীয় সামাজিক আচার-আচারণের উপর খ্রিস্টান মিশনারিদের হস্তক্ষেপ এবং ভারতীয়দের খ্রিস্ঠধর্মে ধর্মান্তরিত করা সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। বিদ্রোহের ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হতে থাকে।

নিজে করো ঃ—

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করো— মান - ১

ক) অধিনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন —

অ) লর্ড কর্ণওয়ালিশ — আ) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

ই) লর্ড ডালহৌসি — **ঈ) লর্ড ওয়েলেসলি**

খ) ওয়াজিদ আলি নবাব ছিলেন —

অ) বাংলার — আ) অবধের

ই) বিহারের — ঈ) পাঞ্জাবের

গ) ব্রিটিশ শাসনকে বিদ্রোহীরা বলত —

অ) ফিরিঙ্গি রাজ — আ) শয়তানের রাজ

গ) বোলতার রাজ — ঘ) কোনটাই নয়

ঘ) সিপাহি বিদ্রোহের সময় মোগল সম্রাট ছিলেন —

অ) আকবর — আ) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

ই) জাহাঙ্গীর — ঈ) শাহজাহান

ঙ) সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন —

অ) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক — আ) লর্ড ডালহৌসি

ই) কর্ণওয়ালিস — ঈ) কোনোটিই নয়

৫। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) ১৮৫৭ সালে কোথায় প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়?

উত্তর: ১৮৫৭ এর ১০ই মে বিকেলবেলা মীরাটের সেনাছাউনিতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়।

খ) ডঙ্কা শাহ নামে কে পরিচিত?

উত্তর:.....

গ) হেনরি লরেন্স কে ছিলেন?

উত্তর:.....

ঘ) 'Relief of Lucknow' চিত্রটি কে অঙ্কন করেন?

উত্তর:.....

ঙ) মহাবিদ্রোহের কয়েকজন প্রাদেশিক নেতৃত্বের নাম উল্লেখ করো?

উত্তর:.....

চ) ফিরিঙ্গি নামে কারা পরিচিত ছিল?

উত্তর:.....

ছ) কোন ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল অযোধ্যাকে চেরিফলের সঙ্গে তুলনা করেন?

উত্তর:.....

৬। নিচের প্রশ্নগুলি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখো: মান - ৩

ক) তুমি কি মনে করো, সিপাহী বিদ্রোহ একটি অবসম্ভাবী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু কেন?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

খ) কেন প্রাদেশিক শাসকরা মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল, তাদের নেতৃত্বের ফলস্বরুপ কি হয়েছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) তুমি কি মনে করো, অবধের বাদশার সঙ্গে ব্রিটিশরা অমানবিক ছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) মহাবিদ্রোহের ফলে বিকল্প শাসনব্যবস্থার পরিকাঠামো কি ভাবে গঠন করেছিল, এই সম্পর্কে তুমি কি জানো?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ) ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল? এর ফলাফল কি ছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ) কেন ভারতীয়রা বিদ্রোহের পিছনে গুজবকে অতি তাড়াতাড়ি মেনে নিয়েছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছ) তুমি কি মনে করো, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ক) মানচিত্র ঃ- ১৮৫৭ সালের ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল সমূহ ঃ

রেখা মানচিত্র (স্কেল অনুযায়ি নয়)

খ) মানচিত্র ঃ- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি ঃ

বিষয়বস্তু : বার

ঔপনিবেশিক নগরগুলো
নগরায়ন, পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য

নম্বর বিভাজন

১×১ = ১

৩×১ = ৩

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে ভারতের পুরাতন শহরগুলি পতন হয়ে নতুন প্রাদেশিক শহরগুলির উত্থান ঘটে। যেমন — লখনউ, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গাপত্তনম্, পুনে, নাগপুর প্রভৃতি।
- ইউরোপীয় বণিকরা বিভিন্ন অঞ্চলে মোগল যুগ থেকে তাদের ব্যবসায়ী কুঠি নির্মাণ করেন। যেমন—পাণাজীতে পর্তুগীজ (১৫১০), মসুলিপত্তনমে ডাচরা (ওলন্দাজরা) (১৬০৫), মাদ্রাজে ব্রিটিশরা (১৬৩৯) পন্ডিচেরিতে ফরাসিরা (১৬৭৩)।
- ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ভারতে কোম্পানির শাসন সুদৃঢ় হলে বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ এর মতো শহরগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়।
- উনবিংশ শতকের দিকে ইউরোপিয়ানদের বসবাসকারী শহরের অঞ্চলকে 'হোয়াইট টাউন' আর শহরের পাশে ভারতীয় বসবাসকারী বণিক, তাঁতি, কৃষক শ্রমিকদের অঞ্চলকে 'ব্ল্যাক টাউন' বলা হত।
- ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর উপনিবেশিক শহরগুলির গুরুত্ব ও নিরাপত্তা বাড়ানো হয় এবং পৌর বসতি Civil lines গড়ে তোলা হয়।
- ভারতীয় বণিক, শিল্পপতি, দালাল, দোভাষীরা শহরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসবাস করতে পারলেও শ্রমজীবি ভারতীয়রা ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিত্তশালিদের জন্য রাঁধুনি, পালকি চালক, চৌকিদার, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির কাজ করত।
- ১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয়। এরপর ১৮৮১ সাল থেকে প্রত্যেক দশ বছর পর পর জনগণনা নিয়মিতভাবে করা হয়।
- প্রথম শৈল শহর গড়ে তুলেছিল (১৮১৫ - ১৬) সিমলা, গুর্খা যুদ্ধের সময়। তারপর মাউন্ট আবু, দার্জিলিং ইংরেজদের উদ্যোগে গড়ে উঠে। শৈল শহরগুলো সেনাবাহিনী থাকার, সীমানা নজরদারী এবং যুদ্ধ শুরু করার গুরত্বপূর্ন স্থানে পরিনত হয়।
- কোম্পানি শাসকরা মাদ্রাজে সেন্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করেন।
- কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানাটি এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছিল। এবং মাদ্রাজের মতই গড়ে তোলা হয় ফোর্ট উইলিয়াম।
- বোম্বে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। প্রাথমিক স্তরে সাতটি দ্বীপের সমন্বয়ে এই নগরটি গড়ে উঠে। সরকারি ভবনগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি ধারার স্থাপত্য শৈলী অনুসরণ করা হয়। যথা- i) Neo-Çlassical style, ii) Neo Gothic style, iii) Indo-Gothic style প্রভৃতি। এই গুলোর মধ্যে বোম্বের টাউন হল, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল হল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১। সঠিক উত্তর বাছাই কর: মান - ১

ক) ফোর্ট সেন্ট জর্জ অবস্থিত —

অ) বোম্বেতে আ) কলকাতায় ই) মাদ্রাজে ঈ)কালিকটে

উত্তর: ই) মাদ্রাজে

খ) সিমলা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়—

অ) ১৮৯৮ সালে আ) **১৮১৬ সালে** ই) ১৮১৭ সালে ঈ) ১৮২৫ সালে

২। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) মোগল যুগের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম লিখ?

উত্তর: মোগল যুগের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর হল — আগ্রা, দিল্লী, লাহোর ইত্যাদি।

খ) ব্রিটিশ ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানীর নাম কি ছিল?

উত্তর: ব্রিটিশ ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানীর নাম ছিল বোম্বে।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখো: মান- ৩

ক) উনবিংশ শতকের গড়ে উঠা ভারতের শহরগুলি তুমি কিভাবে বর্ণনা করবে?

উত্তর: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এরপর ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ব্রিটিশ সরকার নতুন পরিকল্পনা শুরু করে। বিশেষ করে শহরগুলিতে বসবাসরত ইউরোপীয়ানদের নিরাপত্তার জন্য জোর দেওয়া হয়। নিরাপত্তা ও ইউরোপীয়দের বসতির উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সরকারের চিন্তাধারাগুলি নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যায়—

১) পুরোনো নগরের আশেপাশে জমি, চারণভূমি পরিষ্কার করে Civil Lines নামে নতুন পৌর অঞ্চল গড়ে তোলা হয়।

২) সেনা ছাউনি ও ইউরোপীয়ানদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ বাসস্থান গড়ে তোলা হয়। শহরে চওড়া রাস্তা, বাগিচা ঘেরা অট্টালিকা, ব্যারাক, গির্জা ইত্যাদি সেনা ছাউনির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩) সমস্থ অঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে করে শহরতলীর মানুষদের কলেরা ও প্লেগের মত মহামারির প্রাদুর্ভাব থেকে শহরের মানুষরা নিরাপদে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়।

৪) ভারতীয়দের জন্য নির্ধারিত অঞ্চল Black Town এবং ইউরোপীয়ানদের বসতি অঞ্চল White Town নামে পরিচিত ছিল। White Town অঞ্চলগুলিতে নিকাশি ব্যবস্থা, ভালোসরবরাহ ব্যবস্থা, নর্দমা পরিষ্কার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

নিজে করো:

৪। সঠিক উত্তর বাছাই কর:— মান- ১

ক) মসুলিপত্তনমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল—

অ) ডাচরা আ) পোর্তুগিজরা ই) ব্রিটিশরা ঈ) ফরাসিরা

খ) ভারতে রেলপথ শুরু হয় —

অ) ১৮৫০ সালে আ) ১৮৫২ সালে ই) ১৮৫৩ সালে ঈ) ১৭৫৭ সালে

গ) ভারতে প্রথম জনগণনা শুরু হয় —

অ) ১৮৭২ সালে আ) ১৮৮১ সালে ই) ১৮৭৯ সালে ঈ) ১৮৮৫ সালে

ঘ) ফোর্ট উইলিয়াম অবস্থিত —

অ) কলকাতা আ) মাদ্রাজ ই) বোম্বে ঈ) দিল্লী

ঙ) লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন —

অ) ১৭৯৩ সালে আ) ১৭৯৭ সালে ই) ১৭৯৮ সালে ঈ) ১৭৯৫ সালে।

৫। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান — ১

ক) কোতোয়াল কাব্য ছিল?

উত্তর:.....

খ) ভারতে কয়েকটি ফরাসি বাণিজ্যে কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করো?

উত্তর:.....

গ) কোন ভাইসরয় নিজের কাউন্সিল সিমলায় স্থানান্তরিত করেন?

উত্তর:.....

ঘ) রাইটার্স বিল্ডিং কোথায় অবস্থিত?

উত্তর:.....

ঙ) নতুন ক্লাসিক ও নতুন গোথিক— শৈলীতে নির্মিত কয়েকটি ভবনের নাম উল্লেখ করো।

উত্তর:.....

চ) ইন্দো-গোথিক বা ইন্দো-সারাসেনিক শৈলীতে নির্মিত কয়েকটি ভবনের নাম উল্লেখ করো।

উত্তর:.....

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি ৬০টি শব্দের মধ্যে লেখো: মান — ৩

ক) মহাবিদ্রোহের পর উপনিবেশিক শহরগুলির প্রকৃতি ও গুরুত্ব তুমি কিভাবে বর্ণনা করবে?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

খ) ব্রিটিশ আধিকারিকরা কেন শৈল শহর নির্মাণে সচেষ্ট ছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) উপনিবেশিক যুগে বোম্বে কিভাবে বাণিজ্য নগরি হিসেবে গড়ে উঠে, লিখো?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) বাংলার হুগলী নদীর তীরে কেন কোলকাতা নগর গড়ে উঠেছিল তা বর্ণনা করো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ) ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন নগরগুলির অর্থনৈতিক ও প্রাশাসনিক গুরুত্ব লিখো।

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : তের

মহাত্মা গান্ধি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

আইন অমান্য এবং তার পরবর্তী ঘটনা

1930 সালের মার্চ মাসে
ডান্ডি অভিযান।

নম্বর বিভাজন
১×১ = ১
৩×১ = ৩

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌বোধনী ভাষণে প্রথম জনসমক্ষে আলোচিত হয়।
- গান্ধিজির রাজনৈতিক গুরু নরমপন্থী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ছিলেন। গান্ধি মনে করতেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল উচ্চ শ্রেণির ভাবনার প্রকাশ। তিনি দেশ ব্যাপি সকল শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন।
- তিনি ১৯১৭ - ১৯১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যেমন — বিহারের চম্পারনের কৃষক আন্দোলন গুজরাটে আমেদাবাদের শ্রমিক আন্দোলন এবং খেদা কৃষক আন্দোলন।
- গান্ধিজী ১৯১৯ সালের রাওলাট সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিত্তি দিয়ে সারাদেশ ব্যাপি একজন জননেতা হিসাবে পরিচিতি পান। এই আন্দোলনকে খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে আরো মজবুত করেন।
- গান্ধিজীর নেতৃত্বে ১৯২০ সালে সারা ভারত ব্যাপি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, সারাদেশ ব্যাপি ইংরেজ অসহযোগীতা এবং হরতালের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়।
- ১৯২৮ সাইমন কমিশন ভারতে আসলে দেশ ব্যাপি আন্দোলন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় এবং ১৯২৮ বরদৌলি কৃষক সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি আবার রাজনীতিতে যোগদান করেন।
- গান্ধিজী ব্রিটিশদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ধ্বংস করতে, ১৯৩০ এর ১২ই মার্চ গুজরাটের সবরমতি আশ্রম থেকে ২৪০ মাইল দূর ডান্ডির উদ্দেশ্যে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ৭৯ জন অনুগামীদের নিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন। ৬ই এপ্রিল সেখানে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে পৌছান।
- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মিশন ব্যাহত হলে গান্ধিজী ১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন। এবং 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগান দেন।
- ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী এক প্রার্থনা সভায় হিন্দু চরমপন্থী আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন।

১। সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

ক) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঘটেছিল — ১৯১৯ এর

অ) জানুয়ারী মাসে আ) মার্চ মাসে ই) এপ্রিল মাসে ঈ) জুন মাসে

উত্তর: গ) এপ্রিল মাসে

খ) গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন —

অ) ১৮৯০ সালে আ) ১৮৯৩ সালে ই) ১৮৯৫ সালে ঈ) ১৮৯৭ সালে

উত্তর: আ) ১৮৯৩ সালে

২। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও:— মান - ১

ক) খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব কারা ছিল?

উত্তর: খিলাফৎ আন্দোলনে নেতৃত্বরা ছিলেন শোকত আলি, মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান প্রমুখরা।

খ) কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে পুর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়?

উত্তর: ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি ৬০ টি শব্দের মধ্যে লিখো: মান — ৩

ক) অসহযোগ আন্দোলনে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তুমি কীভাবে বর্ণনা করবে?

উত্তর: ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধিজীর যোগদান এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। তিনি মনে করতেন ভারতের জাতীয়তাবাদ ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ভাবনা চিন্তার প্রকাশ তা শুধুমাত্র সমাজের আইনজীবি উকিল, চিকিৎসক, শিক্ষিত প্রমুখ শ্রেণির চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। তিনি ১৯১৬ সালের হিন্দু কলেজ উদ্‌বোধনী সভার বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সমাজের সকল শ্রেণী লোকদের নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের ভাষণ দেন। তার এই ভাষণে অনেকের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। তারপর ১৯২২ সালের মধ্যে গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ধীরে ধীরে জনভিত্তি অর্জন করে জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণআন্দোলন সমাজের সকল শ্রেণী মানুষের অংশগ্রহণ ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতপাতের বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষকে জাতীয়তাবাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী কালের দেশের জাতীয়তাবাদের প্রসার কে আরো সুদৃঢ় করে যা ইতিপূর্বে ছিল না।

নিজে করো:

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

ক) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় —

অ) ১৯১৫ সালে আ) ১৯১৬ সালে ই) ১৯১৯ সালে ঈ) ১৯২০ সালে

খ) গান্ধিজীর প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন —

অ) চম্পারনে আ) খেদায় ই) আহ্‌মদাবাদে ঈ) বাংলায়

গ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড হয়েছিল ১৯১৯ এর—

অ) ১৩ই এপ্রিল আ) ২৩ শে মার্চ ই) ১৬ই এপ্রিল ঈ) ১৩ই জুন

ঘ) লর্ড মাউন্ড ব্যাটেন ভারতে আসেন —

অ) ১৯৪২ খ্রীঃ আ) ১৯৪৪ খ্রী: ই) ১৯৪৬ খ্রীঃ ঈ) ১৯৪৭ খ্রীঃ

ঙ) চৌরিচৌরা গ্রামে অগ্নিসংযোগ ঘটায় —

অ) ১৯২০ খ্রীঃ আ) ১৯২১ খ্রীঃ ই) ১৯২২ খ্রীঃ ঈ) ১৯২৩ খ্রীঃ

৫। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও:— মান - ১

ক) গান্ধিজীর রাজনৈতিক গুরুর নাম কি?

উত্তর:.....

খ) চরমপন্থি নেতা "লাল-বাল-পাল" নামে কারা পরিচিত?

উত্তর:.....

গ) রাওলাট আইন কি?

উত্তর:.....

ঘ) কোন দিনটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হয়?

উত্তর:.....

ঙ) পুনা চুক্তি কেন কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর:.....

চ) কত সালে ক্রিপস মিশন ভারতে আসে, তার কারণ কি ছিল?

উত্তর:.....

ছ) হরিজন পত্রিকার সম্পাদক কে?

উত্তর:.....

জ) গান্ধিজীকে কে হত্যা করেছিল?

উত্তর:.....

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি ৬০টি শব্দের মধ্যে লিখো: মান - ৩

ক) তুমি কি মনে করো, আইন অমান্য আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধিজীর স্বরাজ পদক্ষেপ, এই আন্দোলন কিভাবে সংঘঠিত হয়েছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

খ) গান্ধি আরউইন চুক্তি কেন সংঘটিত হয়েছিল? এর শর্তগুলি কি কি? ১+২ = ৩

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে বর্ণনা করবে? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) ক্রিপস মিশন কেন ভারতে এসেছিল? গান্ধিজীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? ১+২ = ৩

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঙ) অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল কিভাবে ব্যাখা করবে? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কি ছিল, সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করো? (৩)

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : চৌদ্দ

বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশ-বিভাগ
রাজনৈতিক, স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা

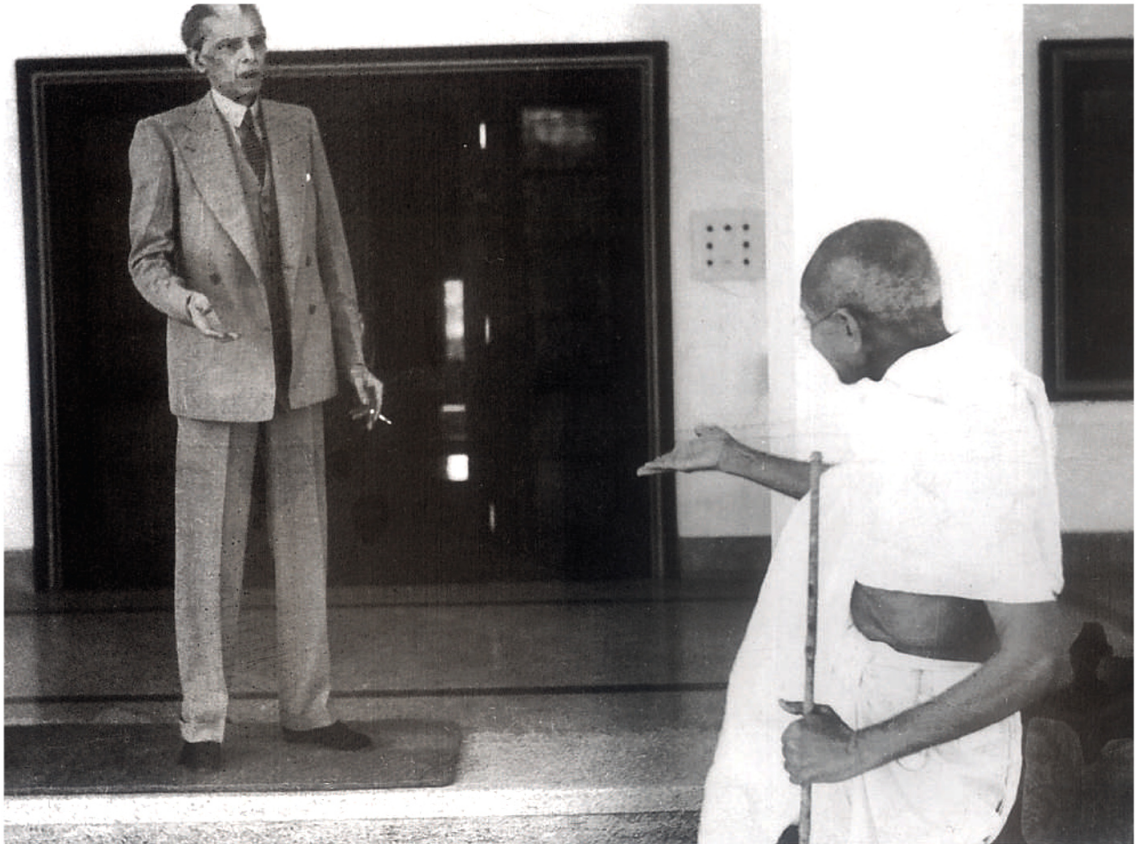

নম্বর বিভাজন

১×১ = ১

১×৬ = ৬

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ: **মোট — ৭ নম্বর**

- ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফলাফলের নয়। ১৯০৯ সালের মর্লে মিন্টু সংস্কার আইনে ধর্মের ভিত্তিতে প্রথম পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস ১১টির মধ্যে ৫ টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ৭টিতে সরকার গঠন করে।
- উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গড়তে চেয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস এই দাবি মানতে অস্বীকার করে।
- ১৯৪০ সালের ২৩ এ মার্চ মুসলিম লিগ ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনের, প্রস্তাব দেয়, যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।
- ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতে মন্ত্রি মিশন পাঠান যা ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব দেন, সেখানে বিভাগ- A, হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশ, বিভাগ - B উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, বিভাগ-C, উত্তর পূর্বে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশের জন্য।
- মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে, মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবসের' ডাক দেয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভাজনের পরিকল্পনা মেনে নেয়, এইভাবে বাংলারও বিভাজন হয়।
- দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে বহু সংখ্যক মুসলিম পাকিস্তানে চলে যায়; আবার হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের লোক ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।

তিনটি বিভাগ সহ একটি ভারতীয় ফেডারেশনের জন্য মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব।

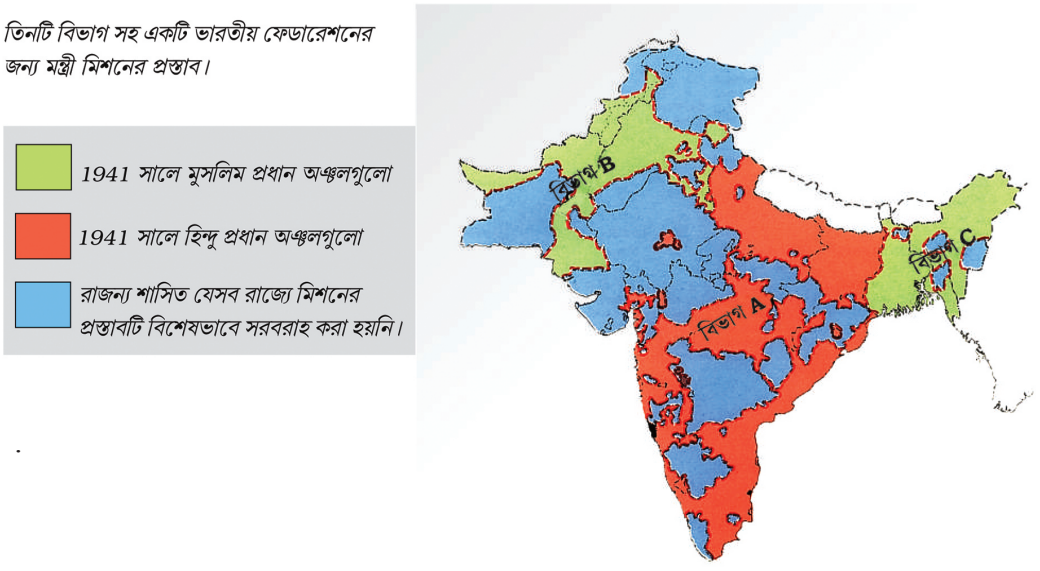

১। সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

ক) প্রথম ভারতে প্রাদেশিক আইন সভা নির্বাচিত হয় —

অ) ১৯৩৪ সালে আ) ১৯৩৭ সালে ই) ১৯৩৮ সালে ঈ) ১৯৪২ সালে

উ: আ) ১৯৩৭ সালে

খ) হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়

অ) ১৯১৫ সালে আ) ১৯১৬ সালে ই) ১৯১৯ সালে ঈ) ১৯২৪ সালে

উ: অ) ১৯১৫ সালে

২। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) কত সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়?

উ: ১৯০৬ সালে আগা খাঁ ও ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ-র নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়।

খ) "সারে জাহাসে আচ্ছা . . ." গানটি/কবিতাটির রচিয়তাকে?

উ: মোহম্মদ ইকবাল, সারে, জাহাসে আচ্ছা কবিতাটির রচয়িতা।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে : মান — ৬

ক) ক্যাবিনেট মিশন কি সত্যিই ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মেরুকরণ করেছিল, তাদের প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ কেন গ্রহন করেন নি?

উ: ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, পেথিক লরেন্স এবং এ ডি আলেকজান্ডারের সমন্বয়ে একটি কমিটি ভারতে প্রেরণ করেন, তাদের সুপারিশগুলি ছিল—

১। ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রিয় পরিকাঠামো প্রস্তাব দেওয়া হয়, কেন্দ্রিয় সরকারের পাশাপাশি প্রাদেশিক সংস্থাগুলির মধ্যেও শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

২। প্রাদেশিক আইন সভাগুলি A, B, C এই তিনটি বিভাগে ভাগ করে সংবিধান সভা নির্বাচিত করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি — A, উত্তর-পশ্চিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি — B এবং উত্তর-পূর্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি C —বিভাগে ভাগ করা হবে।

৩। কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং যোগাযোগ দায়িত্ব থাকবে। বাকি সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে।

৪। প্রত্যেকটি সেকশনই নিজস্ব সংবিধান রচনা করতে পারবেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ বা সংবিধান সভা গঠন করা হবে। সংবিধান রচনা পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রশাসনিক কাজ চালাবে।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখানের কারণ—

১। কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ উভয় দলের কাছেই এই প্রস্তাব গ্রহনযোগ্য ছিল না কারণ পরস্পরবিরোধী ব্যাখার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা হয়েছিল।

২। মুসলিম লিগ চেয়েছিল, জোট ব্যবস্থা বা গ্রুপিং বাধ্যতামূলক করা হোক। এছাড়া লিগ দাবি করে আগামী দিনে বিভাগ-খ এবং বিভাগ-গ দলে ইউনিয়ন থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার পাবে এবং শক্তিশালী সত্তায় পরিণত হতে পারবে।

৩। অপরদিকে কংগ্রেস চেয়েছিল প্রাদেশগুলোকে একটি দলে যোগাদানের অধিকার দেওয়া হোক।

শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবগুলিতে লিগ ও কংগ্রেস কেউই রাজি হয় নি। মন্ত্রি মিশনের আলোচনা ভেস্তে যায়।

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

ক) পাকিস্তান শব্দটির প্রবক্তা —

অ) রহমত আলি আ) সৌকত আলি ই) জিনাত আলি ঈ) আলি জিন্না

খ) শুদ্ধি আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন —

অ) আর্য সমাজ আ) প্রার্থনা সমাজ ই) তাবলিগ ঈ) পেরিয়ার রামস্বামী

গ) ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস এর প্রাপ্ত ভোট শতাংশ—

অ) ৯১.৩ শতাংশ আ) ৮৬.৬ শতাংশ ই) ৮৯.০০ শতাংশ ঈ) ৯৩.৪ শতাংশ

ঘ) মুসলিম লীগ এর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ডাক দেয়—

অ) ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট আ) ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট

ই) ১৯৪৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ঈ) কোনোটাই নয়

ঙ) মুহাজিরাস বলা হত—

অ) উর্দু ভাষীদের আ) হিন্দি ভাষীদের

ই) ওড়িয়া ভাষীদের ঈ)বাংলা ভাষীদের

৫। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) লখনৌ চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় কাদের মধ্যে?

উত্তর:.....

খ) 'গরম হাওয়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে?

উত্তর:.....

গ) আর্য সমাজের উদ্দেশ্য কি ছিল?

উত্তর:.....

ঘ) কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার প্রাক্কালের অবস্থা 'হোলোকাস্ট' হিসাবে পরিচিত?

উত্তর:.....

ঙ) মন্ত্রি মিশনের সদস্য কারা ছিল?

উত্তর:.....

চ) পাকিস্তান কবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে?

উত্তর:.....

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ১৫০টি শব্দের মধ্যে লিখো : মান - ৬

ক) বিংশ শতকের ঘটনাগুলি তুমি কিভাবে বর্ণনা করবে যে, দেশ বিভাগের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি তরান্বিত করেছিল?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

খ) কংগ্রেস কেন দেশবিভাজনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল— তুমি কিভাবে ব্যাখা করবে? ৬

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ) দেশ বিভাজনের সময় মহাত্মাগান্ধির অবস্থান ব্যাখা করো? ৬

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) মুসলিম লিগ কেন পাকিস্তানের দাবিতে অনড় ছিল, তাদের ব্যাখ্যা কি ছিল? ৬

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬) সাম্প্রদায়িক ভাগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে কিভাবে দেশে বিভাজনের রাজনীতি করেছিল ইংরেজ সরকার ব্যাখ্যা করো। ৬

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বিষয়বস্তু : পনেরো

সংবিধান প্রনয়ন
এক নতুন যুগের সূচনা

নম্বর বিভাজন
১×২ = ২
৮×১ = ৮

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

- ১৯৫০ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকরি হয়, এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান।
- ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রিঃ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯ খ্রিঃ নভেম্বরের মধ্যে। গণপরিষদ ১৬৫ দিনে ১১টি অধিবেশনের মাধ্যমে সংবিধান প্রনয়ণের কার্য সম্পন্ন করে।
- গণপরিষদের মোট সদস্য ছিল ৩০০ জন ।এর মধ্যে ৮২ শতাংশ সদস্যই ছিল কংগ্রেসের সদস্য। গণপরিষদের সদস্য সংখ্যার প্রভাবশালী সদস্য ছিল ৬ জন। তার মধ্যে অকংগ্রেসি প্রভাবশালি সদস্য ছিল ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।

  ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিল সভাপতি। আম্বেদকর গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান খসড়া পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।
- সংবিধান খসড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়—ক্ষমতা বিভাজনের তিনটি তালিকায় কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষমতা, রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং যুগ্ম তালিকায় ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ৩৫৬ ধারায় রাজ্যপালের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অধিগ্রহণ করতে পারবে।
- ১৯৪৬ সালে ১৩ ডিসেম্বর জহরলাল নেহেরু গণপরিষদের আইনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব ভারতবর্ষকে 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
- সংবিধান সভায় ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়, পরে মোটামোটিভাবে স্থির হয় যে দেবনাগরি অক্ষরে হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হবে এবং প্রথম ১৫ বছর সমস্ত সরকারী কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকবে।

১। সঠিক উত্তরটি বাছাই করো: মান - ১

ক) ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় —

অ) ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ আ) ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০

ই) ২৬ জানুয়ারী ১৯৪৭ ঈ) ২৬ জানুয়ারী ১৯৫২

উ: আ) ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০

খ) গণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল —

অ) ২০০ জন আ) ২৫০ জন ই) ৩০০ জন ঈ) ৪০০ জন

উ: ই) ৩০০ জন।

গ) সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন —

অ) কে এম মুন্সি আ) বি এন রাও

ই) ডঃ বি আর আম্বেদকর ঈ) জহরলাল নেহেরু

উ: ই) ডঃ বি আর আম্বেদকর

ঘ) ভারতের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি পায় —

অ) ইংরেজি আ) হিন্দি ই) সংস্কৃত ঈ) কোনটাই নয়

উ: আ) হিন্দি

২। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উ: ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি পৃথিবীর বৃহত্তর লিখিত সংবিধান।

খ) গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে দুইজন অসামরিক কর্মী কারা ছিল?

উ: বি এন রাও ও এস. এন. মুখার্জি গণপরিষদের দুইজন অসামরিক কর্মী ছিলেন।

গ) গণপরিষদের কমিউনিস্ট দলের সদস্য কে ছিলেন ?

উ: গণপরিষদের কমিউনিস্ট দলের সদস্য ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ি।

ঘ) গণপরিষদ কবে গঠিত হয়?

উ: গণপরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৬ সালে।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (২৫০টি শব্দের মধ্যে): মান - ৮

ক) ভারতের গণপরিষদের গঠন কিভাবে হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর?

উ: ১৯৪৬ খ্রিঃ ৯ই ডিসেম্বর ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদ গঠিত হয়। মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। তার মধ্যে থেকে ৬ জন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি এই গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। এই গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান তৈরীর কাজ করে।

(i) *গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন:* গণপরিষদের সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হননি। সদস্য সংখ্যায় কংগ্রেসের আধিপত্য বেশি ছিল। শতকরা ৮২ শতাংশ ছিল কংগ্রেসের সদস্য। প্রাদেশিক আইন সভা থেকে, মুসলিম লিগ থেকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(ii) *প্রাথমিক আলোচনা ও গঠন:* ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর স্থায়ী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। এবং হরেন্দ্র কুমার মুখার্জিকে সহ সভাপতি করা হয়। গণপরিষদের পরামর্শদাতা হিসাবে বি. এন. রাওকে নিয়োগ করা হয়।

(iii) *সদস্য সংখ্যার পুণ:র্গঠন:* প্রাথমিকভাবে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮৯জন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনেও কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করে। অন্যদিকে মুসলিম সংরক্ষিত অধিকাংশ আসনগুলিতে লীগ জয় লাভ করে। লিগ সদস্যরা নতুন সংবিধান সহ পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে গণপরিষদে যোগদানে বিরত থাকে। ভারত বিভাজনের পর গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা কমে ২৯৯ জন করা হয়।

(iv) *সংবিধান খসড়া কমিটি:* গণপরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ছিল খসড়া কমিটি। ১৯৪৭ সালে ২৯ আগষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়। তার চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ বি.আর.আম্বেদকর। এছাড়া অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কে. এস. মুন্সি, এস. এন. মুখার্জি, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার প্রমুখরা।

(v) *খসড়া প্রকাশ:* প্রাথমিকভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে খসড়া কমিটি প্রথম ড্রাফট প্রকাশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর অক্টোবর মাসে সংশোধন করে দ্বিতীয় ড্রাফট পেশ করেন। অবশেষে ৩৯৫ টি ধারা ও ৮টি তপশিল নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। গণ পরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নতুন সংবিধান স্বাক্ষর করেন।

(vi) *গণপরিষদে* সদস্য ভিন্নতা: গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সদস্য ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ি। আদিবাসি নেতা ছিলেন যেমন – জয়পাল সিং, আবুল কালাম আজাদ, ফ্র্যাঙ্ক অ্যাটনি প্রভৃতি। নারী প্রতিনিধি ছিলেন সরোজিনী নাইডু।

(vii) অনান্য কার্যাবলি: 'সংবিধান' রচনার পাশাপাশি গণপরিষদের অন্যান্য দায়িত্বগুলিও পালন করেন। যেমন — জাতীয় পতাকা গ্রহণ, জাতীয় সংগীতের নির্ধারণ, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সদস্যপদ গ্রহণ ইত্যাদি। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নতুন সংবিধান কার্যকারী হয়।

নিজে করো:—

৪। সঠিক উত্তর বাছাই করো: মান - ১

ক) ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়েছিল—

অ) ১৯২২ খ্রিঃ আ) ১৯৪২ খ্রিঃ ই) ১৯৪৪ খ্রিঃ ঈ) ১৯৪৬ খ্রিঃ

খ) সংবিধান খসড়া তৈরী করতে সময় লাগে —

অ) ১ বছর আ) ৩ বছর ই) ৫ বছর ঈ) ৪ বছর

গ) খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন —

অ) ডঃ বি. আর. আম্বেদকর আ) কে. এস. মুন্সি

ই) বি. এন. রাও ঈ) কৃষ্ণস্বামী আয়ার

ঘ) গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে কৃষক নেতা ছিলেন —

অ) জহরলাল নেহেরু আ) এন জি রঙ্গা

ই) কে. এম. মুন্সি ঈ) আবুল কালাম আজাদ

ঙ) গান্ধিজী জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন —

অ) হিন্দি আ) উর্দু ই) হিন্দুস্থানী ঈ) সংস্কৃত

চ) পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে আত্মহত্যার সামিল বলেছেন —

অ) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল আ) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

ই) জহরলাল নেহেরু ঈ) গোবিন্দ বল্লভ পন্থ

৫। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও: মান - ১

ক) গণপরিষদের রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কোন দলের?

উত্তর:কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল (৮২ শতাংশ সদস্যই ছিল কংগ্রেসের)।

খ) ভারতের সংবিধান তৈরী করতে কতদিন সময় লাগে?

উত্তর:.....

গ) গণপরিষদের কমিউনিষ্ট দলের সদস্য কে ছিলেন?

উত্তর:.....

ঘ) মুসলিম লিগ কেন গণপরিষদ থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল?

উত্তর:.....

ঙ) 'গণপরিষদের' দলিত শ্রেণীর সদস্যের নাম লিখো?

উত্তর:.....

চ) গণপরিষদ কী?

উত্তর:.....

ছ) হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে কে ছিলেন?

উত্তর:.....

জ) গণপরিষদের মহিলা সদস্যার নাম কি?

উত্তর:.....

ঝ) গণপরিষদে আইনের উদ্দেশ্য প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন?

উত্তর:.....

ঞ) কবে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়?

উত্তর:.....

উৎস ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

১। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

২৭শে আগস্ট ১৯৪৭, সংবিধানের বিতর্কসভায় গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলেন :—

আমি বিশ্বাস করি পৃথক নির্বাচন সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাণঘাতী/আত্মঘাতী প্রমাণিত হবে এবং তাতে তাদের চরম ক্ষতি হবে। যদি তাদের চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় তবে তারা কখনোই নিজেদের সংখ্যাগুরুতে পরিণত করতে পারবে না এবং হতাশার অনুভূতি শুরু থেকেই তাদের পঙ্গু করে দেবে। আপনারা কী চান এবং আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী? সংখ্যালঘুরা কী সর্বদা সংখ্যালঘু হিসেবে থাকতে চায়, নাকি তারাও একদিন মহান রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ গঠনের এবং এর নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার আশা করে? আমি মনে করি যদি তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে থাকে, যদি তাদের বায়ু নিরোধক বগিতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয় যেখানে তাদের শ্বাসকষ্টের জন্যও অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে এটি তাদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে....., সংখ্যালঘুরা যদি পৃথক নির্বাচন বিজয়ী হয়ে আসে তবে তাদের বক্তব্য কখনোই সক্রিয় মতামত রাখতে পারবে না।

প্রশ্ন : ১। এই বক্তব্য কে, কখন উপস্থাপিত করেন?

২। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ-এর কী যুক্তি ছিল?

৩। সংখ্যালঘুর জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি আত্মঘাতী কেন?

৪। সংখ্যালঘু পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে বিজয়ী হলে কী হবে? ১ + ২ + ২ + ১

উত্তর: ১। এই বক্তব্য ২৭ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে সংবিধানের চর্চার সময় গোবিন্দ বল্লভ পন্থ উপস্থাপন করেন।

২। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ মনে করেন পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি সংখ্যালঘুদের জন্য আত্মহত্যার নামান্তর। তাদের যদি পৃথক করে রাখা হয় তবে তারা কখনোই বহু সংখ্যকের মর্যাদা পাবে না।

৩। পৃথক নির্বাচন সংখ্যালঘুদের স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং দুর্বল করে দেবে। নিরাশা তাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেবে। যা আত্মহননের নামান্তর।

৪। যদি পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকার করা হয়, তবে ভারতবর্ষ কখনো সমৃদ্ধ ও বিকশিত দেশে পরিণত হবে না।

২। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গোবিন্দ বল্লভ পন্থ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অনুগত নাগরিক হওয়ার জন্য মানুষকে শুধুমাত্র সম্প্রদায় ও নিজেদর কথা চিন্তা করা বন্ধ করতে হবে:

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ব্যক্তিকে আত্মনুশাসনের পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিতে হবে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিকে নিজের জন্য কম তথা অন্যের প্রতি বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। এখানে খণ্ডিত আনুগত্যের কোনো স্থান নেই। কেবলমাত্র রাজ্যের প্রতি সমস্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত। যদি কোনো গণতন্ত্রে তুমি বিরোধী আনুগত্য রেখে দাও বা এমন অবস্থা হয় যাতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার অপব্যয় দমিত করার পরিবর্তে বৃহত্তর বা অন্যান্য স্বার্থের প্রতি কোনো গুরুত্ব না দেয় তাহলে গণতন্ত্র বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন : ১। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কেন আত্ম-শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়েছিলেন?

২। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কী প্রয়োজন ?

৩। কীভাবে গণতন্ত্রের পতন নিশ্চিত হয়?

৪। 'গণতন্ত্রে ব্যক্তি নিজের স্বার্থের প্রতি নিস্পৃহ থাকবে এবং অন্যের জন্য ভাববে, — আলোচনা করো।

৩। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বোম্বের হানসা মেহতা নারীদের ন্যায়বিচারের দাবি করেছেন, বা পৃথক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। আমরা কখনোই বিশেষ অধিকারের দাবি করিনি। আমরা সামাজিক ন্যায়, আর্থিক ন্যায় এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছি। আমরা সেই সমতার দাবি করেছি যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝার ভিত্তি হতে পারে। এছাড়া পুরুষ ও মহিলার মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা সম্ভভ নয়।

প্রশ্ন : ১। কীভাবে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভর করা যেতে পারে?

২। নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি কী হতে পারে।

৩। হানসা মেহতা কেন নারীদের আসন সংরক্ষণের দাবি করেননি ? ২ + ২ + ২

৪। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন :–

এটা আলাদা করে বলা হচ্ছে না যে, আমরা পৃথক নির্বাচনের দাবি করছি, কারণ এটি আমাদের পক্ষে ভালো। আমরা বহু বছর ধরে এটি শুনে আসছি এবং এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আমরা এখন একটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত ... আপনারা কী আমাকে একটিও স্বাধীন রাষ্ট্র দেখাতে পারবেন যেখানে পৃথক নির্বাচন হয়? যদি আমাকে দেখাতে পারেন, তাহলে আমি আপনাদের কথা মেনে নেব। তবে এই দুর্ভাগা দেশে বিভাজনের পরেও যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকে তাহলে আফসোসের সাথে বলতে হয়, এদেশে বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই। তাই, আমি বলছি, এটি শুধু আমার একার জন্য নয়, বরং আপনাদেরও কল্যানের জন্য আমি বলছি। অতীতকে ভুলে যান, একদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি ... ব্রিটিশরা চলে গেছে কিন্তু যাওয়ার সময় তাদের কুকর্মের বীজ রেখে গেছে। আমরা সেই কুকর্মকে টিকিয়ে রাখতে চাই না। (শুনুন, শুনুন), ব্রিটিশরা যখন এই প্রস্তাব পেশ করেছিল, তখন তারা ভাবতে পারেনি যে তাদের এত তাড়াতাড়ি এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এটি করেছিল। ঠিক আছে, তবে তারা তাদের উত্তরাধিকারী পিছনে ফেলে গেছে, এখন আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসব কী ?

প্রশ্ন : ১। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কে ছিলেন?

২। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অভিমত কী ছিল?

৩। পৃথক নির্বাচনের একটি মারাত্মক প্রভাব কী ছিল?

৪। পৃথক নির্বাচন কেন ক্ষতিকর ছিল? ১ + ১ + ২ + ২

৫। উৎসটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জহরলাল নেহেরু দ্বারা উপস্থাপিত উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে এন. জি. রঙ্গা বলেছেন :–

মহাশয়, সংখ্যালঘুদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আসল সংখ্যালঘু কারা ? তথাকথিত পাকিস্তান প্রান্তে বসবাসকারী হিন্দু, শিখ বা মুসলিমরাও সংখ্যালঘু নয়। না, প্রকৃত সংখ্যালঘুরা হচ্ছে এই দেশের জনসাধারণ। এই লোকেরা এতটাই অবনমিত, নিপীড়িত এবং দমিত যে তারা এখনোও সাধারণ নাগরিকের অধিকারের লাভও ওঠাতে পারছে না। পরিস্থিতিটা কী? আপনি আদিবাসী এলাকায় যান, তাদের নিজস্ব আইন । তাদের ঐতিহ্যবাহী আইন ও তাদের উপজাতি আইন অনুযায়ী তাদেরকে তাদের নিজস্ব জমি থেকে উৎখাত করা যেত না। কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীরা সেখানে যায় এবং তথাকথিত মুক্ত বাজারের নামে তাদের জমি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যদি এইভাবে জমি ছিনিয়ে নেওয়া আইন বিরুদ্ধ কাজ তথাপিও ব্যবসায়ীরা আদিবাসী জনগণকে বিভিন্ন ধরনের বন্ধনে যুক্ত করে দাসে পরিণত করতে এবং বংশপরম্পরায় তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। আসুন, এবার আমরা সাধারণ গ্রামবাসীদের দিকে দেখি। সেখানে মহাজনরা টাকা পয়সা নিয়ে যায় এবং গ্রামবাসীদের নিজের পকেটে ভরে নিতে সক্ষম হয়। সেখানে জমির মালিক স্বয়ং, জমিদার এবং মালগুজার এবং অন্য আরোও লোক আছে যারা এই গরিবদের শোষণ করে। এমন কি এই লোকদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু নেই। তারাই হচ্ছে আসলে সংখ্যালঘু এবং তাদেরই সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন। তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের শুধু এই প্রস্তাবে কাজ হবে না।

প্রশ্ন : ১। এন. জি. রঙ্গা কে?

২। এন. জি. রঙ্গার মতে কারা প্রকৃত সংখ্যালঘু?

৩। রঙ্গার মত অনুসারে সাধারণ গ্রামবাসীদের অবস্থার বর্ণনা করো।

৪। উপজাতিদের জীবন সম্পর্কে লেখো। ১ + ১ + ২ + ২

৬। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (২৫০টি শব্দের মধ্যে): মান - ৮

ক) ভারতের গণপরিষদ গঠনে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা উল্লেখ করো।

উত্তর:.....

খ) ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (৮)

উত্তর:.....

গ) ভারতের সংবিধান অনুসারে ক্ষমতার সুস্পষ্ট বন্টন ব্যাখ্যা করো? (৮)

উত্তর:.....

ঘ) গণপরিষদের প্রধান প্রধান সদস্যদের ভূমিকা উল্লেখ করো।

উত্তর:.....

ঙ) তুমি কি মনে করো, ভারতীয় বৃহত্তর সংস্কৃতির দেশে সরকারি ভাষা নির্ধারন করা সহজতর কাজ, গণপরিষদে তার বিতর্ক সম্পর্কে তুমি কি জানো?

উত্তর:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চ। সংবিধান সভা কিভাবে ভাষা বিতর্কের সমাধান করতে চেয়েছিল?

নমুনা প্রশ্ন — ১
শ্রেণি- দ্বাদশ
বিষয়: ইতিহাস

সময়: ৩ ঘন্টা **মোট নম্বর —৮০**

বিভাগ - ক

ক। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো ঃ ১ × ৫ = ৫

১। চানহুদারো যে কারণে বিখ্যাত

অ) বৃহৎ স্নানাগারের জন্য আ) পুঁতির মালা তৈরি কারখানার জন্য

ই) সমুদ্র বন্দরের জন্য ঈ) এদের কোনোটিই নয়।

২। মহাভারত অনুসারে একলব্য ছিলেন —

অ) নিষাদ জাতি আ) ক্ষত্রিয়

ই) কৌরবদের জাতি ঈ) পাণ্ডবদের নিকটাত্মীয়

৩। দোঁহা রচনা করেন —

অ) কবির আ) রামানন্দ

ই) শ্রীচৈতন্য ঈ) সন্ত রবিদাস

৪। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন —

অ) সংগম বংশের রাজা আ) আরবিডু বংশের রাজা

ই) সালুভ বংশের রাজা ঈ) তুলুভ বংশের রাজা

৫। গণপরিষদের সভাপতি কে ছিলেন?

অ) রাজেন্দ্র প্রসাদ আ) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল

ই) সচ্চিদান্দ সিন্‌হা ঈ) জহরলাল নেহেরু।

খ। নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ ১ × ১৫ = ১৫

৬। পিক্টোগ্রাফ কী?

৭। ষোড়শ মহাজনপদের প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলির নাম লেখো।

৮। সম্রাট অশোকের লেখগুলি কোন ভাষা ও হরফে লেখা?

৯। বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?

১০। শ্রেণি / গিল্ড কাকে বলে?

১১। চরিত কাকে বলে?

১২। 'ত্রিরত্ন' বলতে কি বোঝায়?

১৩। কোন তামিল শাস্ত্রকে তামিলবেদ বলে জানা যায়?

১৪। আবুল ফজল কে ছিলেন?

১৫। ফিরিঙ্গী কাদের বলা হত?

১৬। কোন সালে এবং কোথায় ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়?

১৭। খিলাফৎ আন্দোলনের দুজন নেতার উল্লেখ করো?

১৮। নবাব ওয়াজেদ আলিশাহ কে ছিলেন?

১৯। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝ?

২০। কোন সময়কালে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল?

বিভাগ - খ

গ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ৬০টি শব্দে লেখো ঃ ৩ × ৪ = ১২

২১। মগধের উত্থান কিভাবে হয়েছিল — আলোচনা করো।

২২। ইবনবতুতা দাসত্ব ব্যবস্থার সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা বিশ্লেষণ করো।

২৩। রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত কী? এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

অথবা

কিভাবে মহাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল?

২৪। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনা করো।

বিভাগ — গ

ঘ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ১৫০ টি শব্দের মধ্যে লেখোঃ ৬ × ৩ = ১৮

২৫। মহেঞ্জোদারোর বিখ্যাত স্নানাগারের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

২৬। মনসবদারী প্রথা কি? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো।

অথবা

সুল-ই কুল কী? তার গুরুত্ব আলোচনা করো।

২৭। সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে ভারতবিভাগের দিকে পরিচালিত করেছিল তা বর্ণনা করো।

বিভাগ — ঘ

ঙ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ২৫০টি শব্দের মধ্যে লেখো: ৮ × ৩ = ২৪

২৮। প্রাচীন ভারতে কিভাবে বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়, আলোচনা করো।

অথবা

বৌদ্ধধর্ম কীভাবে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করো।

২৯। ভক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩০। সংবিধান সভা কিভাবে ভাষা বিতর্ক সমাধান করতে চেয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো।

অথবা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস গান্ধিজির অবদান আলোচনা করো।

বিভাগ — ঙ

চ। মানচিত্রভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : ১ × ৬ = ৬

৩১। প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির চিহ্নিত এবং সনাক্ত করো:

ক) ধোলাবিরা খ) বারানসী গ) নাসিক

ঘ) মহীশূর ঙ) জব্বলপুর চ) আহমেদাবাদ

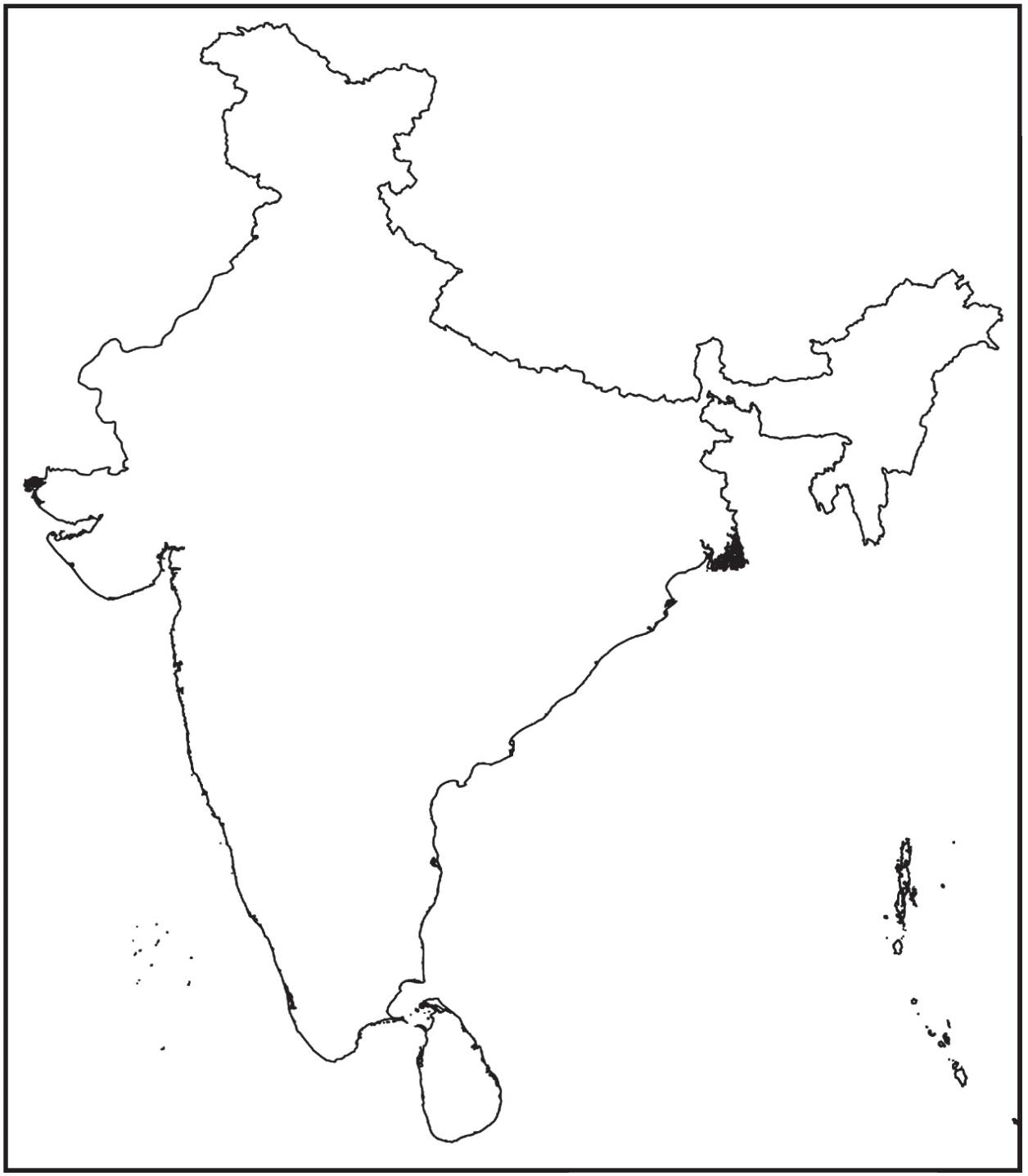

নমুনা প্রশ্ন — ২
শ্রেণি- দ্বাদশ
বিষয়: ইতিহাস

সময়: ৩ ঘন্টা **মোট নম্বর —৮০**

বিভাগ - ক

ক। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো ঃ ১ × ৫ = ৫

১। সিন্ধু সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত শহর হল —

অ) কালিবঙ্গান আ) লোথাল

ই) মহেঞ্জোদারো ঈ) হরপ্পা

২। 'পিয়দস্‌সি' নামে অভিহিত করা হত —

অ) কণিষ্ককে আ) অশোককে

ই) সমুদ্রগুপ্তকে ঈ) খারবেলকে

৩। দৌলতাবাদ অবস্থিত—

অ) মহারাষ্ট্র আ) উত্তরপ্রদেশ

ই) অন্ধ্রপ্রদেশ ঈ) কর্ণাটক

৪। মহানবমী দিব্য হল —

অ) একটি উৎসব আ) একটি বিশাল প্ল্যাটফর্ম

ই) দেবীর নাম ঈ) প্রেক্ষাগৃহে

৫। জোতদার বলা হত —

অ) ধনী কৃষকদের আ) ভাগ-চাষিদের

ই) ভূমিহীন চাষীদের ঈ) রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের

খ। নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ ১ × ১৫ = ১৫

৬। পুরোহিত রাজার মূর্তি কোথায় পাওয়া গেছে?

৭। 'গহপতি' কাকে বলা হত?

৮। কারা ধম্ম মহামাত্র নামে পরিচিত ছিলেন?

৯। 'গণপরিষদ' কী?

১০। রুদ্রদমন কোন বংশের শাসক ছিলেন?

১১। 'চৈত্য' কী?

১২। আজীবিক কারা?

১৩। আল-বিরুণী কোন ভাষায় পতঞ্জলির মহাকাব্য অনুবাদ করেন?

১৪। 'হলোকাস্ট' শব্দের অর্থ কি?

১৫। চোল রাজাদের নির্মিত বিখ্যাত শিবমন্দিরের নাম লেখো।

১৬। বিট্টল মন্দির কে নির্মাণ করেন?

১৭। বারবোসা কোন দেশের পর্যটক ছিলেন?

১৮। 'অমিল-গুজরের' কাজ কী ছিল?

১৯। কত সালে গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

২০। কাদের 'পাহাড়িয়া' বলা হত?

বিভাগ - খ

গ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ৬০টি শব্দে লেখো ঃ ৩ × ৪ = ১২

২১। উপমহাদেশে কাদেরকে এবং কেন ভূমিদান করা হত।

২২। সতীদাহ প্রথার কোন বিষয়গুলো বার্ণিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

২৩। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কোথায় প্রবর্তিত হয়েছিল? এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

অথবা

সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী নারীদের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

২৪। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর কংগ্রেসের গুরুত্ব আলোচনা করো।

বিভাগ — গ

ঘ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ১৫০ টি শব্দের মধ্যে লেখোঃ ৬ × ৩ = ১৮

২৫। হরপ্পা সভ্যতা কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে মনে করো।

২৬। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল যুগে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান?

অথবা

আকবরের ধর্মচিন্তা এবং জেসুইট মিশনারীদের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৩ + ৩

২৭। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ জুড়ে দাঙ্গার কারণগুলি কি কি?

বিভাগ — ঘ

ঙ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ২৫০টি শব্দের মধ্যে লেখো: ৮ × ৩ = ২৪

২৮। "প্রাচীন ভারতের সামাজিক মূল্যবোধের এক উত্তম উৎস হল মহাভারত" — ব্যাখ্যা করো।

অথবা

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কি ছিল?

২৯। ভারতবর্ষে ভক্তি আন্দোলনে ক্ষেত্রে কবীর ও মীরাবাঈ এর অবদান আলোচনা করো।

৩০। নিপীড়িত গোষ্ঠীর সুরক্ষার স্বপক্ষে এন. জি. রঙ্গা ও অন্যান্যদের যুক্তিগুলো আলোচনা করো।

অথবা

অসহযোগ আন্দোলনের কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো।

বিভাগ — ঙ

চ। মানচিত্রভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : ১ × ৬ = ৬

৩১। প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির চিহ্নিত এবং সনাক্ত করো:

ক) সাহারানপুর খ) কানপুর গ) গোয়ালিয়র

ঘ) ঝাঁসি ঙ) এলাহাবাদ চ) আগ্রা

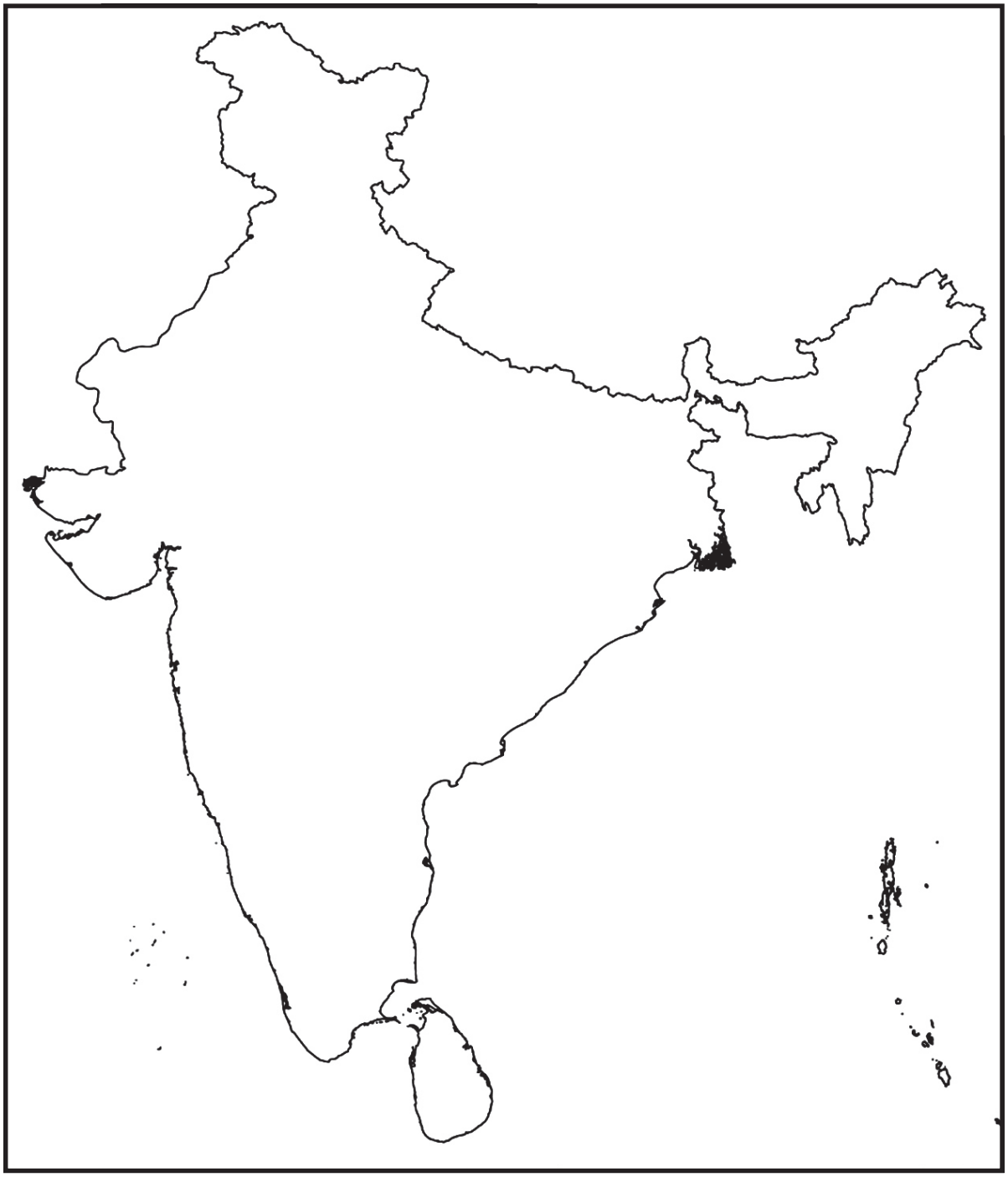

নমুনা প্রশ্ন — ৩
শ্রেণি- দ্বাদশ
বিষয়: ইতিহাস

সময়: ৩ ঘন্টা **মোট নম্বর —৮০**

বিভাগ - ক

ক। সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো ঃ ১ × ৫ = ৫

১। কোন পদার্থ দ্বারা তৈরী ওজনমাপক দিয়ে হরপ্পাবাসী পরিমাপ করত —

অ) ঝিনুক আ) পুঁতি

ই) চার্ট ঈ) কার্নেলিয়ান

২। প্রভাবতী গুপ্তা যার কন্যা ছিলেন —

অ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আ) সমুদ্রগুপ্ত

ই) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঈ) কুমারগুপ্ত

৩। নায়নাররা উপাসনা করতেন —

অ) শিবের আ) দূর্গার

ই) বিষ্ণুর ঈ) কালীর

৪। উড়িষ্যার শাসকদের বলা হত —

অ) অশ্বপতি আ) গৃহপতি

ই) নরপতি ঈ) গজপতি

৫। ভারত সরকারের সাংবিধানিক উপদেষ্টা ছিলেন —

অ) ড. বি. আর. আম্বেদকর আ) রাজেন্দ্র প্রসাদ

ই) বি. এন. রাও ঈ) জওহরলাল নেহরু

খ। নীচের প্রশ্নগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ ১ × ১৫ = ১৫

৬। জন মার্শাল কে ছিলেন?

৭। ‘ধর্মসূত্র’ বলতে কী বোঝায়?

৮। মগধের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল?

৯। ‘ম্লেচ্ছ’ কাদের বলা হত?

১০। সাঁচী কোথায় অবস্থিত?

১১। ইবন বতুতা কবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন?

১২। আসাম রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা কে ছিলেন?

১৩। কুদিরাই চেট্টিস কাদের বলা হত?

১৪। কাদের মধ্যে তালিকোটার যুদ্ধ হয়েছিল?

১৫। ‘জমা’ ও ‘হাসিল’ কী?

১৬। কোথায় প্রথম 'আকবর নামা' ও 'বাদশা নামা'-র সম্পাদকীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল?

১৭। 'দামিন-ই-কোহ' বলতে কী বোঝ?

১৮। কোন সালে অবধের নবার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেছিলেন?

১৯। ১৬০৫ সালে ডাচরা কোথায় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে?

২০। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস কী?

বিভাগ - খ

গ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ৬০টি শব্দে লেখো ঃ ৩ × ৪ = ১২

২১। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতককে কেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে বিবেচনা করা হয়?

২২। কিতাব-উল-হিন্দে বর্ণিত বিষয়গুলি কি কি ছিল?

২৩। বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?

অথবা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

২৪। গান্ধিজীর ডাকা অসহযোগ আন্দোলন কীভাবে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল?

বিভাগ — গ

ঘ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ১৫০ টি শব্দের মধ্যে লেখোঃ ৬ × ৩ = ১৮

২৫। হরপ্পা সংস্কৃতিতে ধর্মাচরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২৬। 'মোগল অর্থব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।'—প্রামাণিক তথ্য সহ আলোচনা করো।

অথবা

মোগল চিত্রশিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। এর মূল বৈশিষ্ট গুলি কি কি ছিল?

৪ + ২

২৭। কংগ্রেস কেন দেশভাগ মেনে নিয়েছিল বলে তুমি মনে কর?

বিভাগ — ঘ

ঙ। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর অনধিক ২৫০টি শব্দের মধ্যে লেখ: ৮ × ৩ = ২৪

২৮। আলোচনা কর যে, মহাভারত কি শুধুমাত্র কোনো একজন লেখকের রচনা হতে পারে।

অথবা

সাঁচী স্তূপ সংরক্ষিত থাকলেও অমরাবতী কেন রইল না, আলোচনা করো।

২৯। আলভার, নায়নার এবং বীরশৈবরা কীভাবে জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেছিলেন তা আলোচনা কর।

৩০। সংক্ষেপে গণপরিষদে গঠনের বিবরণ দাও।

অথবা

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কিভাবে একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়, —আলোচনা করো।

বিভাগ — ঙ

চ। মানচিত্রভিত্তিক প্রশ্নোত্তর : ১ × ৬ = ৬

৩১। প্রদত্ত ভারতীয় উপ-মহাদেশের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির চিহ্নিত এবং সনাক্ত করো:

ক) হরপ্পা খ) বানাওয়ালি গ) কালিবঙ্গান

ঘ) বালাকোট ঙ) মহেঞ্জোদারো চ) লোথাল

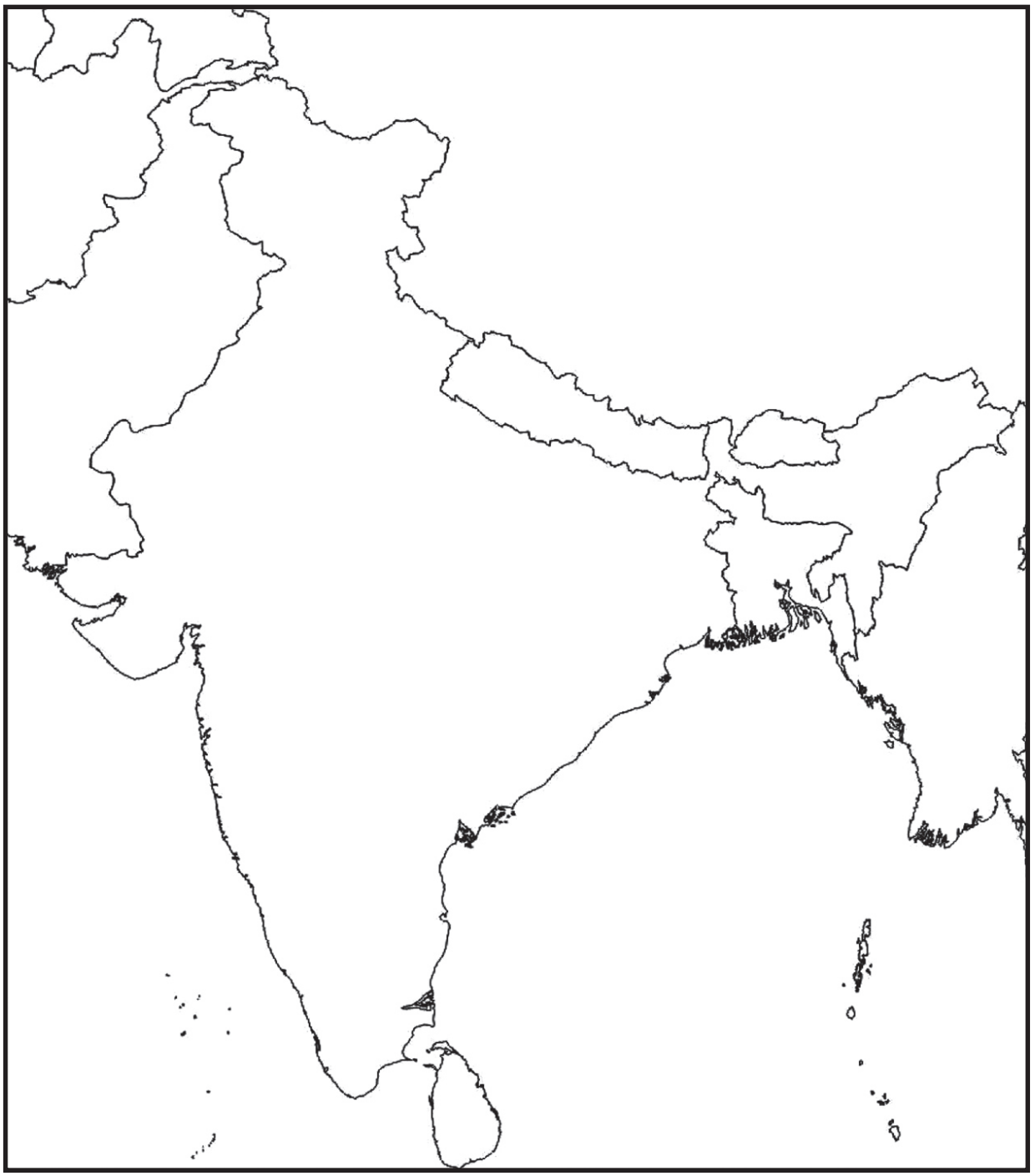

NOTES